ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ আদালতের নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে ভিবজিওরের সম্পত্তি হাতবদল!

বইয়ের স্টলে বাধার ইস্যুতে রাজ্যের অবস্থান জানতে চাইল হাইকোর্ট ৩

কলকাতা ১৪ অক্টোবর ২০২৬ ২৬ আশ্বিন ১৪৩৩ বুধবার বিংশ বর্ষ ১২৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 14.10.2026, Vol. 20 Issue No. 125, 8 Pages, Price 3.00

বাংলার সপ্তমী এবার শাহি

বেলুড় মঠ থেকে শুরু পুজো পরিক্রমা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রথম দুর্গাপুজোর আবহে মহাসপ্তমীর দিন পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজ্য বিজেপি সূত্রের খবর মহাসপ্তমীর দিন তাঁর কলকাতা ও হাওড়ার একাধিক পুজো মণ্ডপ ঘুরে দেখার কর্মসূচি থাকছে। প্রথমে বেলুড় মঠ থেকে শুরু করে বালি, চেতলা, শোভাবাজার হয়ে শ্রীভূমিতে প্রতিমা দর্শন করতে আসবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

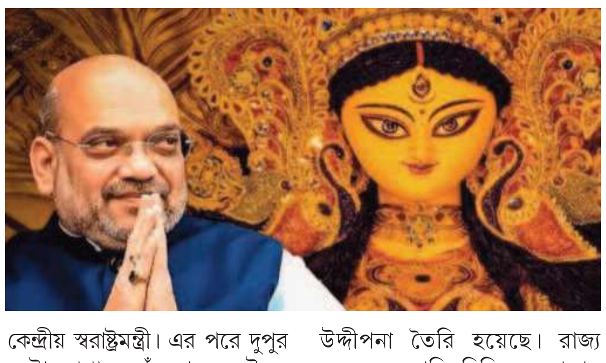

মহাসপ্তমীর দিন তাঁর সফরসূচি অনুযায়ী, সকালে প্রথমে বেলুড় মঠে যাবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বেলুড় মঠে গিয়ে প্রার্থনা ও পরিদর্শনের কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। সেখান থেকে তাঁর যাওয়ার কথা বালির দেশবন্ধু ক্লাবের পুজোয়। এরপর দুপুরে দক্ষিণ কলকাতার চেতলা ২৪ পল্লির পুজো মণ্ডপে পৌঁছনোর কর্মসূচি থাকছে তাঁর। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, দুপুর দেড়টা নাগাদ সেখানে যাবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এর পরে দুপুর ২টো নাগাদ তাঁর গন্তব্য উত্তর কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়ি। এই সফরের শেষ পর্বে তিনি যাবেন বিধাননগরের শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো মণ্ডপে। রাজ্যে বিজেপি সরকার তৈরি হওয়ার পরে এই বছরের দুর্গাপুজো রাজনৈতিক দিক থেকেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সেই আবহে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পুজো পরিক্রমাকে কেন্দ্র করে বিজেপি শিবিরে যথেষ্ট উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। রাজ্য নেতৃত্বের দাবি বিভিন্ন এলাকার পুজো মণ্ডপে তাঁর উপস্থিতির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জন সংযোগ করার সুযোগও তৈরি হবে। যদিও এর আগে মহালয়ার সন্ধ্যায় ইডেন গার্ডেন্সে আয়োজিত রাজ্য সরকারের মহালয়ার দিনের অনুষ্ঠানে অমিত শাহের উপস্থিত থাকার কথা ছিল। তবে বিশেষ কারণে শেষ পর্যন্ত সেই সফর বাতিল হয়ে যায়। ফলে মহাসপ্তমীর এই সফরকে কেন্দ্র করে রাজ্য বিজেপির অন্দরমহলে নতুন করে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যাওয়া থেকে শুরু করে শহর ও শহরতলির একাধিক পুজো মণ্ডপ পরিদর্শন, সব মিলিয়ে দিনভর রাজ্যেই থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর এটি প্রথম দুর্গাপুজো। সেই কারণে এবারের উৎসবকে ঘিরে বিশেষ আয়োজন করেছে রাজ্য সরকার। মহালয়ার সন্ধ্যায় ইডেন গার্ডেন্সে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা করা হয়। প্রথমে ওই অনুষ্ঠানে অমিত শাহের উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর সফর বাতিল হয়। তবে মহাসপ্তমীর এই সফরের মাধ্যমে বাংলার দুর্গোৎসবের আবহে সামিল হতে চলেছেন তিনি।

৭০ শতাংশ কমতে পারে ক্যানসারের ওষুধের দাম

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর: মারণরোগ ক্যানসার আক্রান্ত হওয়া মানেই বিপুল খরচ সামলানোর চ্যালেঞ্জ। এবার সেই বিষয়ে স্বস্তির খবর শোনাচ্ছে কেন্দ্র। সোমবারই সুপ্রিম কোর্টকে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানিয়েছেন, মোদী সরকার ক্যানসারের ওষুধের উপরে এমআরপি তথা সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য ৩০ শতাংশ পর্যন্ত ট্রেড মার্জিন সীমিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে, এই পদক্ষেপের ফলে ক্যানসারের ওষুধের এমআরপি ২০ থেকে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে। এর ফলে রোগীদের বার্ষিক প্রায় ২৫০০ কোটি টাকার সাশ্রয় হবে।

উল্লেখ্য, এর আগের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল যে, কিছু কিছু ক্যানসারের ওষুধের এমআরপি খুচরা বিক্রেতার মূল্যের চেয়ে দশ গুণ পর্যন্ত বেশি। প্রশ্ন তোলা হয়, ২,৭০০ টাকার ওষুধ কী করে ২৭ হাজার টাকার ওষুধ হতে পারে। বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং সন্দীপ মেহতার বেঞ্চকে জানানো হয়েছে, এনপিপিএ গত ৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এই প্রস্তাবের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্র ক্যানসারের ওষুধের একটি তালিকা প্রকাশ করবে, যেগুলোর উপরে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। বাজারের পরিস্থিতি এবং জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজন অনুসারে সময়ে সময়ে এই তালিকায় নতুন ওষুধ যুক্ত করা হবে।

হলফনামায় আরও বলা হয়েছে যে, কোথাও কোথাও খুচরো বিক্রেতারা বেশি মুনাফা রেখে স্থানীয় ব্র্যান্ডের প্রচার করে থাকেন। সরকার এই ধরনের কার্যকলাপের তদন্ত করছে এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনার পর পরবর্তী পদক্ষেপ বিবেচনা করবে।

ইউপিআই লেনদেনে আপাতত নয় মাশুল

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর: পুজোর আগে থেকেই ২ হাজার টাকার অনলাইন লেনদেনে এমডিআর কার্যকর হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তে এবার পিছু হটল মোদী সরকার। প্রথমে জানানো হয়েছিল, ১৫ অক্টোবর থেকে এমডিআর কার্যকর হবে। কিন্তু মঙ্গলবার সার্ভিস স্টিয়ারিং কমিটির তরফ থেকে জানানো হয়, আপাতত এমডিআর কার্যকর হচ্ছে না। দীপাবলি পর্যন্ত বিনা 'ফি'তেই চলবে অনলাইন লেনদেন। উৎসবের মরশুমে এমডিআর বসছে না অনলাইন লেনদেনে।

'পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস অ্যাক্ট'-এ সংশোধনী পাশ হয়েছে বাদল অধিবেশনে। তারপরই ঘোষণা করা হয়, ২ হাজার টাকার বেশি মূল্যের ইউপিআই লেনদেনের ওপর ০.৪ শতাংশ এমডিআর দিতে হবে। ১৫ অক্টোবর থেকে কার্যকর হবে এই নতুন ফি। এই ঘোষণা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই দেশজুড়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। কংগ্রেসের তরফ থেকে বলা হয়েছিল, ব্যবসায়ীরা এই অতিরিক্ত ফি আদায় করার জন্য আমজনতার উপরেই চাপ দেবে। বিরোধীদের এই অভিযোগ যেন সত্যি না হয়, সেটা রুখতে পদক্ষেপও করে কেন্দ্র।

চলতি বছর এমডিআর কার্যকর না হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। কারণ উৎসবের মরশুম কাটতে না কাটতেই বিয়ের মরশুম শুরু হয়ে যাবে। সেসময়েও অনলাইন লেনদেন হয় বিপুল পরিমাণে। সংবাদসংস্থা রয়টার্স সূত্রে খবর, আগামী বছর জানুয়ারি এমডিআর কার্যকর করা যেতে পারে। ততদিনে উৎসব এবং বিয়ের মরশুম অনেকটাই শেষ হয়ে যাবে। যদিও কেন্দ্রের তরফ থেকে এই নিয়ে কিছু বলা হয়নি।

তৃতীয়ায় বনগাঁয় পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

উদ্বোধনের ফাঁকেই দিল্লি সফর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেবীপক্ষে রাজ্য জুড়ে দুর্গোৎসবের আবহ। কলকাতা থেকে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পুজোর উদ্বোধনে ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তারই মধ্যে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের তলবে মঙ্গলবার দিল্লি যান তিনি। রানাঘাট, কল্যাণী ও বনগাঁয় একাধিক দুর্গাপুজোর উদ্বোধন সেরে দুপুরে দমদম বিমানবন্দর থেকে রাজধানীর উদ্দেশে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করে মঙ্গলবার রাতেই কলকাতায় ফিরে গিয়েছেন তিনি।

বিজেপি সূত্রের খবর, আসন্ন কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার নির্বাচনকে সামনে রেখেই এই বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। পুজো উদ্বোধনের পরই নিজের দিল্লি সফরের কথা জানান শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তরফে ব্রিক্সের একটি ডিনার মিটিং আছে। বিকেলে যাব। রাতেই ফিরে আসব।' রবিবার থেকেই কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দুর্গাপুজোর উদ্বোধন শুরু করেছেন শুভেন্দু।

বিজেপি সূত্রে খবর, নভেম্বর মাসে কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার নির্বাচন হতে পারে। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরে এই দুই গুরুত্বপূর্ণ শহরে প্রথম পুরভোটের মুখোমুখি হতে চলেছে বিজেপি সরকার। সেই নির্বাচনে দলের জয় নিশ্চিত করার কৌশল, সাংগঠনিক প্রস্তুতি এবং প্রার্থী নির্বাচন-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও দিল্লি সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি।

পুজোর মরশুমে দিল্লি সফর সংক্ষিপ্ত রাখার পরিকল্পনা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। উৎসবের কর্মসূচির পাশাপাশি পুরভোটের প্রস্তুতি নিয়ে দিল্লির বৈঠকে কী বার্তা আসে, এখন সে দিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

মঙ্গলবার বনগাঁয় পুজো উদ্বোধনে যান মুখ্যমন্ত্রী। এদিন পুজো উদ্বোধনে এসে বলেন, 'চারদিকে আরশোলা ছারপোকা ঘুরছে, তাদের থেকে সাবধান থাকুন।' আশ্বাস দেন, 'এবার জেলাশাসকের অফিস থেকেই মিলবে সিএএ শংসাপত্র। সিএএ নিয়ে আর কোনও জটিলতা থাকবে না। বনগাঁয় দাঁড়িয়ে আমি কথা দিয়ে গেলাম উদ্বাস্তু ও মতুয়াদের কাউকে বাদ দেওয়া হবে না। সবাইকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। আমি মুখ্যমন্ত্রী, দায়িত্ব আমার।' শুভেন্দু আরও বলেন, 'ভারতবর্ষের ভিতর থেকে দেশকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। তারা আপনাদের ক্ষতি করতে পারে। আপনারা সতর্ক থাকবেন। তাদের সঙ্গে রয়েছে দিমাগি নকশালরা। ওই দিমাগি নকশালরা স্লোগান দিচ্ছে কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি।'

রাজাবাজারেই রুদ্ধ কালীঘাটের মিছিল

গণতন্ত্রের প্রহসন, কটাক্ষ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর আবহে কলকাতায় তৃণমূলের একাংশের ডাকা কেন্দ্রবিরোধী মিছিলকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল। মঙ্গলবার রাজাবাজার থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত প্রস্তাবিত মিছিলটি শুরু হওয়ার পরই অনুমতি না থাকার কারণে পুলিশ সেটি আটকে দেয়। ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিপুল সংখ্যক কলকাতা পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। এদিকে, মঙ্গলবার কালীঘাট তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল আটকানোর হুঁশিয়ারি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে তীব্র আক্রমণ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস। নিজেদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলে মঙ্গলবার নিজের সমাজমাধ্যমে মমতা তৃণমূলের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে লেখা হয়, 'এটা গণতন্ত্র নয়। এটা গণতন্ত্রের নামে এক চূড়ান্ত প্রহসন!' একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে মমতা বন্দোপাধ্যায়।

এর আগে সোমবার রাতে দুর্গাপুজো উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, পুজোর সময় আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোনও কর্মসূচি বরদাস্ত করা হবে না। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, 'রাজাবাজার থেকে এক পা-ও এগোতে দেওয়া হবে না।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূলের একাংশের উদ্যোগে এই মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল। প্রচারপত্রে জানানো হয়, রাজাবাজার থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত পদযাত্রা হবে। তবে কলকাতা পুলিশের দাবি, এই কর্মসূচির জন্য কোনও আনুষ্ঠানিক অনুমতি নেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র সামাজিক মাধ্যমে প্রচারকে অনুমোদনের প্রমাণ হিসেবে ধরা যায় না বলেও জানায় পুলিশ। কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় নন্দা জানান, আইন মেনেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করা হবে।

মিছিলের নেতৃত্বে থাকা তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ অভিযোগ করেন, বিপুল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে ইচ্ছাকৃতভাবে কর্মসূচি আটকে দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিবাদের বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছে এবং কেন্দ্র ভয় পেয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে এবং ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল।

উৎসবের মুখে ঘুরে দাঁড়াল শেয়ারবাজার

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর: ক্রমাগত পতনের পরে শেয়ার বাজারে ষাঁড়ের দৌড়। গত সপ্তাহে আরবিআই রেপোরেট বাড়ানোয় সেনসেক্সের সমূহ পতন হয়েছিল। এবার দেশজুড়ে উৎসবের আগেভাগে উলটো চিত্র দেখা গেল। ১১০৯ পয়েন্ট উঠল সেনসেক্স। অন্যদিকে নিফটিও ৩৫৯ বেড়ে বিনিয়োগকারীদের মুখ উজ্জ্বল করল। দালাল স্ট্রিটের বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এর ফলে ৪ লক্ষ কোটি টাকা আয় করেছেন অসংখ্য দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা।

দিন শেষে ১১০৯ পয়েন্ট বেড়ে সেনসেক্স পৌঁছয় ৭৩,০৩৩.৭৮ পয়েন্টে। অন্যদিকে নিফটি থামল ২২,৭২১.৯৫ পয়েন্টে। এর ফলে বিনিয়োগকারীদের সর্বমোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়াল ৪.১২ লক্ষ কোটি টাকা। গত কয়েক সপ্তাহে একটানা পতনের মুখে পড়েছে শেয়ার বাজার। এর মূল কারণ মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি। নরমে ও গরমে ইরান-আমেরিকা সংঘর্ষ অব্যাহত। নতুন করে শুরু হয়েছে সৌদি আরব-হাউথি সংঘর্ষ। হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেল বাণিজ্য এখনও স্বাভাবিক নয়। এর জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম নিয়ন্ত্রণে থাকছে না। তেলের ঊর্ধ্বমুখী দাম ভারতের জন্য উদ্বেগের। কারণ ভারতই বিশ্বের বৃহত্তম তেল আমদানিকারী দেশ।

গণতন্ত্রের জননী ভারত: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর: ভারত গণতন্ত্রের জননী। দেশে বিতর্কের পরিবেশ রয়েছে। মঙ্গলবার দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে গিয়ে এমনই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন রাজধানীতে ব্লুমবার্গ নিউ ইকোনমি ফোরামে যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে ভাষণ দিতে গিয়ে মোদী বলেন, 'ভারত গণতন্ত্রের জননী। দেশে ১০০টিরও বেশি ভাষা, প্রায় ৮০ হাজার নিবন্ধিত সংবাদপত্র ও প্রকাশনা রয়েছে। পাশাপাশি, রয়েছে ১ হাজারটিরও বেশি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল। এছাড়া সমাজমাধ্যমের যুগে ভারতে ৫০ কোটিরও বেশি ইউটিউব ব্যবহারকারী এবং ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী রয়েছেন।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'সরকারের হাতে ক্ষমতা থাকে ঠিকই, কিন্তু তার উদ্দেশ্য নাগরিকদের ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল করে তোলা নয়। বরং নাগরিকদের শক্তিশালী করাই সরকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভারত সেই পথেই এগিয়ে চলছে।'

মোদী বলেন, 'যাঁদের কাছে জ্ঞান, সম্পদ ও ক্ষমতা রয়েছে, তাঁরা কীভাবে সেগুলির ব্যবহার করেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষমতার প্রকৃত মূল্য নিহিত থাকে তার উদ্দেশ্যের মধ্যে। বর্তমান সময়ে এই দর্শনটি বোঝা অত্যন্ত জরুরি। আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে। দেশে আমরা তার প্রয়োগও দেখেছি।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের দেশে জনগণ বিভিন্ন বিষয়ে খোলামেলা বিতর্ক ও নানা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করে। বর্তমান আমাদের সমাজে যে শক্তিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তা হল ডিজিটাল শক্তি।'

লড়াই চালানোর চ্যালেঞ্জ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর: মঙ্গলবার বিকেলে দিল্লির ৫, সুনেরি বাগ রোডে রাহুলের বাসভবনে চা-চক্রের আয়োজন করা হয়। সেখানে যোগ দেন সোনিয়া গান্ধি, আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা, কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর, সিপিএম সাংসদ জন ব্রিটাস, কংগ্রেস নেতা শচিন পায়লট, সমাজসৈনিক যোগেন্দ্র যাদব, আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। বৈঠকশেষে সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে জানান, সম্ভবত এই প্রথম বার দিল্লিতে এত জন জড়ো হয়েছেন। আর তা ঘটেছে দেশবাসীকে বাঁচানোর জন্যই। আগামী দিনে কী ভাবে বিরোধীদের লড়াই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, তা নিয়ে পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। একই কথা বলেছেন রাহুলও। তাঁর কথায়, 'এখনই পরিকল্পনার বিষয়ে আপনাদের জানানো সম্ভব নয়। কিন্তু এই লড়াই চলবে।'

বৈঠকশেষেই রাহুল জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, জ্ঞানেশদের ঘিরে 'জাল গুটিয়ে আসছে'। কী ভাবে সেই চাপ ক্রমে বৃদ্ধি করা হচ্ছে বা হবে, তা এখন প্রকাশ করতে চাননি রাহুল। তবে ইঙ্গিত দিয়েছেন, এই লড়াই চলবে। বিরোধী ঐক্যতেও জোর দিয়েছেন বার বার।

অন্যদিকে, ভোট চুরির অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি-সহ ইন্ডিয়া জোটের একাধিক নেতা। পিটিশন ফাইল করা হয়েছে। তাতে জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি থেকে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। কিন্তু মামলা দায়ের করতেই বিপত্তি! বিরোধীদের যৌথ মামলার আবেদন নাকি ভুলে ভরা। ১৪টি ত্রুটি চিহ্নিত করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এমনকী, কোর্ট ফি বাবদ ২২০ টাকা কম জমা দেওয়া হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

সোমবার দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে পথে নামেন বিরোধী জোটের নেতারা। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফা এবং ভোট চুরির অভিযোগের তদন্তের দাবিতে সুপ্রিম কোর্ট অভিমুখে মিছিল করেন তাঁরা। সেই সময়ই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করেন বিরোধীদের আইনজীবীরা।

কিন্তু সেই মামলার আবেদনেই একাধিক ত্রুটি ধরা পড়েছে বলে অভিযোগ। সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রি জানিয়েছে, মোট ১৪টি ত্রুটি রয়েছে আবেদনে। তার মধ্যে অন্যতম হল কোর্ট ফি বাবদ ২২০ টাকা কম জমা দেওয়া। পাশাপাশি, ৯ জন আবেদনকারীর প্রয়োজনীয় অনুমোদনপত্র জমা দেওয়া হয়নি।

এখনও অধরা প্রশান্ত, বিস্মিত সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর: সুপ্রিম কোর্টে গিয়েও স্বস্তি পেলেন না প্রশান্ত বর্মন। সোনার ব্যবসায়ীকে অপহরণ এবং খুনের মামলায় মূল অভিযুক্ত রাজগঞ্জের তৎকালীন বিডিও প্রশান্তের কাণ্ডকারখানায় বিস্মিত সুপ্রিম কোর্টও। তাঁর মামলা খারিজ করে দিয়ে শীর্ষ আদালতের মন্তব্য, 'একজন ব্যক্তি পুরো সিস্টেমকে উপহাস করে রেখে দিয়েছেন।'

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল, গত বৃহস্পতিবারের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে হবে প্রশান্তকে। কিন্তু তিনি তা করেননি। উল্টে সে দিনই হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন 'ফেরার' প্রশান্ত। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অরবিন্দ কুমার এবং বিচারপতি বিপুল মনুভাই পঞ্চোলীর বেঞ্চে মামলাটি উঠলে আদালতের ভর্ৎসনার মুখে পড়ে রাজ্যও। সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্ন, কেন রাজ্য পদক্ষেপ করেনি? দুই বিচারপতির বেঞ্চ রাজ্যকে বলে, 'আপনারা কী করছেন? হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে এখনই পদক্ষেপ করুন।' হাইকোর্টের নির্দেশের প্রেক্ষিতে যে সুপ্রিম কোর্ট কোনও পদক্ষেপ করতে রাজি নয়, তা-ও স্পষ্ট করে দেয় বিচারপতি কুমার এবং বিচারপতি পঞ্চোলীর বেঞ্চ।

প্রশান্তের আচরণ নিয়েও বিস্ময় প্রকাশ করে আদালত। প্রশান্তের আইনজীবীর উদ্দেশে সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্ন, তাঁর মক্কেল কেন এখনও আত্মসমর্পণ করেননি? আদালতের মন্তব্য, 'একজন ব্যক্তি পুরো ব্যবস্থাকে (সিস্টেমকে) উপহাস করে রেখে দিয়েছেন। এই আদালত আগে নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তা অমান্য করেছেন। আমরা অবাক হয়ে যাচ্ছি। কী ভাবে এমন হতে পারে?'

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগের বেঞ্চ গত মঙ্গলবার বলেছিল, আত্মসমর্পণ না-করলে প্রশান্তের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। আত্মসমর্পণের জন্য প্রশান্তকে ৪৮ ঘণ্টা সময়ও দিয়েছিল হাইকোর্ট। অবিলম্বে রাজ্যকে তাঁর বেতন বন্ধ করারও নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল, আত্মসমর্পণের সময়সীমা পার হলেই প্রশান্তের সম্পত্তির তালিকা তৈরি করতে হবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

জমি বিক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী সঞ্জয় দাস দীং**, পিতা স্বর্গীয় রাধাবিনোদ দাস, সাং - ১৫/এইচ/৯৮ নারকেলডাঙ্গা উত্তর রোড, কলকাতা ৭০০০১১, মহাশয়/ মহাশয়াগণের পোলবা থানার অন্তর্গত কামদেবপুর মৌজায় অবস্থিত জে.এল. নং ৭৩, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৭৭ হাল এল.আর. খতিয়ান নং ১৭৫, ২৭৬ ও ৩১৬ নং খতিয়ান ভুক্ত, সাবেক ও হাল দাগ ১০৩৯, ১০৪০, ১০৪১ ও ১০৪২, শ্রেণী কলাবাগান, ডাঙ্গা, ডোবা, পরিমাণ ৩০ শতক সম্পত্তি আমার মক্কেলগণের হাল, এল.আর. সেটেলমেন্টে রেকর্ডভুক্ত স্বত্বদখলীয় সম্পত্তি হইতেছে। তাহাদের ওয়ারিশানগণ এই সম্পত্তিটি বিক্রয় করিবার উদ্যোগী হইয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারো কোনরূপ দাবী দাওয়া থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে আমার সহিত **(Mob. No–9830604506)** প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ যোগাযোগ করুন। নচেৎ আমার মক্কেলগণ কাহারও কোনরূপ দাবী দাওয়া নাই এই রূপ উপলব্ধি করিয়া উক্ত সম্পত্তি রেজিস্ট্রীকৃত দলিল মারফৎ বিক্রয় করিয়া দিবেন। পরবর্তী কালে কোন রূপ ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন, (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী**

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

In the Court of Ld. District Delegate, Kharagpur Dist.- Paschim Medinipur
Probate Case No. 18 of 2025
Sri Tarapada Maity.. Petitioner.
=V/S=
Dhananjoy Manna & Ors.... Op's.

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ী থানার অন্তর্গত নছিপুর, গাইনি, ধানুয়া, হাসিমপুর ও খোকরা মৌজা এবং কেশিয়াড়ী থানার অন্তর্গত নছিপুর মৌজার অধিবাসী সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, **মৃত্যুঞ্জয় মান্না** তাহার জীবনদশায় গত-৩০/১০/২০০৭ তারিখে দরখাস্তকারী **তারাপদ মাইতি** এর বরাবর নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া একটি উইল সম্পাদন করিয়া গিয়েছেন। পরবর্তীকালে উইল দাতা **মৃত্যুঞ্জয় মান্না** গত ০৯/০৮/২০০৮ তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন। সেকারণে উক্ত উইল Probate পাওনের প্রার্থনায় দরখাস্তকারী উপরিউল্লিখিত আদালতে উপস্থিত মোকদ্দমা দাখিল করিয়াছেন। উক্ত মোকদ্দমা আগামী ইং - 21/11/26 তারিখে দিন ধার্য রহিয়াছে। উক্ত দরখাস্তকারী প্রোবেটাদির প্রার্থনায় কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া আপনি স্বয়ং অথবা ক্ষমতা প্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইনানুগ মতে কার্য করা হইবে

SCHEDULE OF THE PROPERTY.

(Lot No - 1). Dist - Midnapur now Paschim Midnapur, P.S - Keshiary. Mouja - Nachipur, J.L No - 146, L.R Khatiun no - 170.
Plot no 260, Area - 02 decimal.
Plot no 534, Area - 18 decimal.
Plot no 664, Area - 46 decimal.
Plot no 111, Area - 23 decimal.
Plot no 117, Area - 06 decimal.
Plot no 270, Area - 06 decimal.
Plot no 272, Area - 17 decimal.
Plot no 273, Area - 14 decimal.
Plot no 336, Area - 07 decimal.
Plot no 517, Area - 04 decimal.
Plot no 519, Area - 20 decimal.
Plot no 520, Area - 25 decimal.
Plot no 522, Area - 09 decimal.
Plot no 531, Area - 09 decimal.
Plot no 535, Area - 17 decimal.
Plot no 536, Area - 16 decimal.
Plot no 598, Area - 41 decimal.
Plot no 676, Area - 81 decimal.
Plot no 408, Area - 89 decimal.
Plot no 415, Area - 36 decimal.
Plot no 521, Area - 15 decimal.
Plot no 567, Area - 22 decimal.
Plot no 256/838, Area - 55 decimal.
Plot no 256/846, Area - 06 decimal.
Plot no 84, Area - 48 decimal.
Plot no 95, Area - 55 decimal.
Plot no 238, Area - 31 decimal.
Plot no 638, Area - 88 decimal.
Total Area - 08 acar 06 decimal.

(Lot No - 2). Dist - Midnapur now Paschim Midnapur, P.S - Keshiary. Mouja - Gaini, J L No - 137, L R Khatiun no - 78.
Plot no 70, Area - 92 decimal.
Plot no 100, Area - 04 decimal.
Plot no 255, Area - 51 decimal.
Plot no 256, Area - 08 decimal.
Plot no 262, Area - 62 decimal.
Total Area - 02 acar 17 decimal.

(Lot no - 3). Dist - Midnapur now Paschim Midnapur, P.S - Keshiary. Mouja - Dhanua, J L No - 147, L R Khatiun no - 97. Plot no 266/521, Area - 64 decimal. Total Area - 64 decimal.

(Lot no - 4). Dist - Midnapur now Paschim Midnapur, P.S - Keshiary. Mouja - Hasimpur, J L No - 148, L R Khatiun no - 527/3. Plot no 588, Area - 20 decimal. Total Area - 20 decimal.

(Lot no - 5). Dist - Midnapur now Paschim Midnapur, P.S - Keshiary. Mouja - Khokra, J L No - 138, L R Khatiun no - 265. Plot no 445, Area - 25 decimal. Total Area - 25 decimal.

Nur Huda Mandal, সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট কোর্ট খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

নাম পরিবর্তন

আমি, Rubel Shaikh (পিতা: প্রয়াত Safiruddin Shaikh), গ্রাম: সিকদারপুর, পোস্টঃ লোহারপুর, থানা: সামসেরগঞ্জ, জেলা: মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-এর বাসিন্দা, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমার মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডে আমার নাম "Rubel Shaikh" (পিতা: Safiruddin Shaikh) এবং জন্ম তারিখ "২২.০৩.২০০৩" হিসেবে লিপিবদ্ধ আছে; কিন্তু আমার আধার কার্ডে মুদ্রণপ্রমাদজনিত কারণে আমার নাম 'Rubail Sk' (পিতা: Safiruddin Seikh) এবং জন্ম তারিখ '২২.১২.২০০২' হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে। জঙ্গিপুর আদালত, মুর্শিদাবাদ-এ ১৬.০৯.২০২৬ তারিখে দাখিলকৃত হলফনামা অনুযায়ী, "Rubel Shaikh (পিতা: প্রয়াত Safiruddin Shaikh)" এবং "Rubail Sk' (পিতা: Safiruddin Seikh)" এক ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং আমার প্রকৃত জন্ম তারিখ হলো ২২.০৩.২০০৩।

নাম -পদবী

আমি Soni Bhusan Bhatta, S/O. Lt. Bidhu Bhushan Bhatta, সাং কানপুর, পোঃ গোবরাপোতা, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩, আমার ৬৬৮২নং জমির দলিলে নাম Soni Bhatta, ভোটার কার্ডে being No. XZF2968725 নাম Bikash Bhatta হইয়াছে। ইং 09.10.2026 তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ১৯৬১১নং এফিডেভিটবলে আমি Soni Bhusan Bhatta, Soni Bhatta ও Bikash Bhatta একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **Barsha Gurat, W/o- Kuchu Gurat, D/o- Bablu Roy**, residing at Vill- Bhataigeria, P.O.- Sahaspur, P.S.- Anandapur, Dist.-Paschim Medinipur, Pin- 721122. Before marriage my name was **Barsha Roy, D/o- Bablu Roy**, which stands recorded in my PNB Savings Pass Book (A/c No. 431210510000574), Dabcha Branch. After marriage, I adopted my husband's surname, becoming Barsha Gurat, which is updated in my Aadhaar Card (8434 4854 0101) and Voter ID Card (ASQ2351880). In my PAN Card (FDQPG6936R), my name has been recorded as **Barsha Gurat, D/o- Bablu Roy**. I declare that **"Barsha Gurat W/o- Kuchu Gurat, D/o- Bablu Roy" "Barsha Roy D/o- Bablu Roy"; "Barsha Gurat W/o- Kuchu Gurat"**; and **"Barsha Gurat D/o- Bablu Roy"** is the same and one identical lady. Hence, I declare this vide affidavit no. 25469 dated 21.09.2026 before the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class), Midnapore.

নাম-পদবী

আমি, MANISH KUMAR JAISWAL পিতা Jai Shankar Jaiswal সাং- ব্লক জি. প্রথম তল, ফ্লাট নং ১, ২/২ গিরিশ ঘোষ রোড, ফোরাম পারভেশ, রঙ্গলী মল, বালি (এম), বেলুড় বাজার, বেলুড়, হাওড়া ৭১১২০২ এই মর্মে ঘোষনা করছি যে, আমার কন্যার নাম" TVISHA JAISWAL হইতে পরিবর্তিত করিয়া VANITHA MHAYYANKA JAISWAL হিসাবে রাখিতে মনস্থ করিয়াছি এবং গত ০৫/০৯/২০২৬ তারিখে আলিপুর আদালতের ১ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট (নং-৬৮৫১) বলে VANITHA MHAYYANKA JAISWAL এবং TVISHA JAISWAL এক ও অভিন্ন মহিলা হিসাবে পরিচিত হইল এবং এখন হইতে সে সকল ক্ষেত্রে VANITHA MHAYYANKA JAISWAL হিসাবে পরিচিত হইবে।

CHANGE OF NAME

I, Rinky Mandal, daughter of Subhash Mandal, residing at 51/2, Purba Ghoshpara Road, Post Office-Bhatpara, Police Station-Bhatpara, District-North 24 Parganas, PIN-743126, West Bengal, have changed my name from Rinky Mandal to **Afifa Hussain** and henceforth I shall be known as **Afifa Hussain** in all purpose, as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, vide Affidavit No. 29631 dated 25/08/2026. "**Afifa Hussain**" and "Rinky Mandal" both are same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল শ্রী সুদীপ মন্ডল, পিতা- বাসুদেব মন্ডল, সাং বেলপুকুর বিদ্যালঙ্কারপাড়া, পোঃ বেলপুকুর, থানা- ধুবুলিয়া, জেলা নদীয়া গত ইং ২৯.০৯.২০২৬ তারিখে কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-9445/26 নং বিক্রয় কোবলা দলিলবলে নদীয়া জেলার ধুবুলিয়া থানার ১০নং বেলপুকুর মৌজায় L.R ১৪২৮/১, ২৯৫নং কৃষি খতিয়ানে, R.S ও L.R ২২০৯নং দাগে মোট ১.৬৭ শতক সম্পত্তি শ্রী সুব্রত ঘোষ, পিতা- হাজারীলাল ঘোষের নিকট হইতে ক্রয় করেন। উক্ত সুব্রত ঘোষ ঐ সম্পত্তি ইং ১৩.০৯.২০১০ তারিখে শিয়ালদহ ADSR অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ০৫৮৯ নং একটি আমমোক্তারনামা মূলে, গত ইং ২৪.০৫.২০১১ তারিখে মালদহ ADSR অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ০০৯৪ নং একটি আমমোক্তারনামা মূলে ও গত ইং ০২.০৯.২০১০ তারিখে কৃষ্ণনগর ADSR অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ০১৭৪ নং একটি আমমোক্তারনামা মূলে শ্রী গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য্য দিগরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর-২ B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। **ত্রিদিব প্রামানিক, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।**

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

In the Court of the District Delegate, Midnapore,
Probate Case No. 08 of 2026.

Sri Mayukh Bhakat, S/o Sri Ashok Bhakat, Residing at Vill. - Khaprel Bazar, P.O & P.S. Midnapur, Dist.- Paschim Medinipur, Pin Code 721 101 .... Petitioner.

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট পক্ষগনের জ্ঞাতার্থে জানান যাইতেছে যে, স্বর্গীয় **বিমলা ভকত** সাং - খাপ্রেলবাজার, পোষ্ট - মেদিনীপুর, থানা - কোতয়ালী, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর বিগত ইং- ০৫.০৯.২০২৪ তারিখ সম্পাদিত নিম্ন তফশীল বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে একখন্ড Will তাহার পৌত্র ময়ূখ ভকত বরাবর সম্পাদন করিলে এক্ষনে পূর্ব্বোক্ত উইলের Probate প্রার্থনায় দরখাস্তকারী উপরোক্ত নং মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। তৎসম্পর্কে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে ধার্য্য আগামী 23/12/26 তারিখে উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে স্বয়ং বা কোনো Advocate মারফৎ আপত্তি দাখিল করিবেন। নতুবা আইনানুযায়ী কার্য্য হইবে। ইতি তাং - ২৮.০৯.২০২৬।

SCHEDULE OF PROPERTY

Within the District Paschim Medinipur P.S. Midnapur and within the Midnapur Municipality Mouza Keranitala J.L. No.171 R.S. Khatian No. 69, L.R. Khatian No. 614, L.R. Plot No. 822 bastu 9.50 dec., L.R. Plot No. 823 bastu 1.30 dec., L.R. Plot No. 824 bastu 2.00 dec. Total 12.80 Dec. Estimated value Rs. 20000000/- (Rupees two cores) only.

আদেশ অনুসারে
Barun Kr Santra, সেরেস্তাদার,
District Delegate, Midnapore. 7/10/26,

নাম -পদবী পরিবর্তন

I, Basira Begam, W/o. Afsar Ali, D/o. Sk. Sattar, R/o. Barakhejuria, P.O. Adcconagar, P.S. Mogra, Dist. Hooghly, Pin 712121, W.B., do hereby declare that in my son's (Moinuddin Ali) birth certificate (being Regn. No. B-2017; 19-02951-000468, dated 15.05.2017), where my/ son's mother's name has been recorded as Basira Begum, & also in my Digital Ration Card where my name also been recorded as Basira Begum instead of my correct & actual name Basira Begam, which I want to rectify when & where necessary vide this affidavit. Henceforth I shall be known as Basira Begam in all purpose. That I/ my son's mother Basira Begam & Basira Begum, W/o. Afsar Ali, D/o. Sk. Sattar, both are the same & one identical person, vide an affidavit no. 24763, dated 12.10.2026, sworn before Judicial Magistrate, Hooghly at Chinsurah Court.

গত 01/10/2026 তারিখে S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 02 নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Jakir Hossain, S/o. Sekh Abdul Jalil, R/o. Jerur, Gurbari, Gurap, Hooghly-712308, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার এল.আর. পরচায় (জেলা হুগলী, থানা গুড়াপ, মৌজা জেজুর, জে.এল. নং ১, ৪০৯ নং খতিয়ানে) আমার সঠিক নাম Sekh Jakir Hossain (সেখ জাকির হোসেন)-এর পরিবর্তে Mohammad Jakir (মহম্মদ জাকির) এবং অপর পরচায় (জেলা হুগলী, থানা গুড়াপ, মৌজা গুড়বাড়ী, জে.এল. নং ৫, ৭১০ নং খতিয়ানে) আমার নাম S F Abdul Jakir Hose N (এস এফ আব্দুল জাকির হোসে ন) লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমি Sekh Jakir Hossain (সেখ জাকির হোসেন), Mohammad Jakir (মহম্মদ জাকির) ও S F Abdul Jakir Hose N (এস এফ আব্দুল জাকির হোসে ন) সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 01/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 20710 নং এফিডেভিড বলে আমি, Nilufa Begam, W/o. Enamul Mallik, সাকিম ধরমপুর, জামদারা, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৪১০, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 54, dated 31.01.2012,) আমার পুত্র ও পুত্রের পিতার সঠিক নাম Mehrab Mallik S/o. Enamul Mallik-এর পরিবর্তে Mehrab Mallick S/o. Enamul Mallick লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া পুত্র ও পুত্রের পিতার সঠিক নাম Mehrab Mallik S/o. Enamul Mallik লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমার পুত্র ও পুত্রের পিতা Mehrab Mallik S/o. Enamul Mallik ও Mehrab Mallick S/o. Enamul Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

গত 07/10/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 24487 নং এফিডেভিড বলে আমি, Nilufa Begam, W/o. Enamul Mallick, সাকিম ধরমপুর, জামদারা, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৪১০, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Nargis Sultana) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. B-2017; 19-90149-000338, dated 27.02.2017) আমার স্বামী/ কন্যার পিতার সঠিক নাম Enamul Mallik-এর পরিবর্তে Enamul Mallick লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া কন্যার পিতার সঠিক নাম Enamul Mallik লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমার স্বামী/ কন্যার পিতা Enamul Mallik ও Enamul Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 12/10/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 24211 নং এফিডেভিড বলে আমি, Selina Bibi, W/o. Jamir Sekh, সাকিম গোয়াড়া, সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Khusbu Khatun) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 1399, dated 18.09.2007, D.O.B. 31.08.2007) আমার/ কন্যার মাতার সঠিক নাম Selina Bibi-এর পরিবর্তে Tusi Bibi লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া কন্যার মাতার সঠিক নাম Selina Bibi লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি/ কন্যার মাতা Selina Bibi ও Tusi Bibi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 07/10/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 24202 নং এফিডেভিড বলে আমি, B Bharati W/o. B Prakash Rao, হাল সাকিম জগদ্ধাত্রীতলা রোড, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 1001314373/BC/2012, dated 03/02/2012) পুত্রের সঠিক নাম Mukesh Rao Banisitti-এর পরিবর্তে B. Mukesh Rao লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া পুত্রের সঠিক নাম Mukesh Rao Banisitti লিপিবদ্ধ করিতে চাই এবং আমার পুত্র সর্বত্র ও সর্বস্থলে Mukesh Rao Banisitti নামে পরিচিত হইয়াছে। আমার পুত্র Mukesh Rao Banisitti ও B. Mukesh Rao সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

গত 13/10/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 24996 নং এফিডেভিড বলে আমি, Sumanta Bag, S/o. Shibu Bag, সাকিম ছোট খেজুরিয়া, এ্যাডকোনগর, ২নং কলোনি, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী-৭১২১২১, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Subhadip Bag) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 4, dated 08/04/2012, D.O.B. 27.03.2012, জন্ম স্থান কৃষ্ণপুর, দেবানন্দপুর, হুগলী) পুত্রের পিতার সঠিক নাম Sumanta Bag-এর পরিবর্তে Srimanta Bag, এবং পুত্রের মাতার সঠিক নাম Sali Bag-এর পরিবর্তে Saali Bag লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া পুত্রের পিতার সঠিক নাম Sumanta Bag এবং পুত্রের মাতার সঠিক নাম Sali Bag লিপিবদ্ধ করিতে চাই এবং আমার পুত্র সর্বত্র ও সর্বস্থলে Subhadip Bag S/o. Sumanta Bag (Father) & Sali Bag (Mother) নামে পরিচিত হইয়াছে। আমি Sumanta Bag ও Srimanta Bag একই ব্যক্তি ও আমার স্ত্রী Sali Bag ও Saali Bag সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

গত 13/10/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 25007 নং এফিডেভিড বলে আমি আমি Debasis Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Saylen Ghosh ও S. N. Ghogh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 13/10/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 18 নং এফিডেভিট বলে আমি Subhendu Haldar ও Subhendu Halder S/o. Narendranath Haldar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সন্দীপ কুমার সিং ও সত্যপ্রকাশ সিং পিতা ৺কাশীনাথ সিং সাং ১/১/এ, এ.কে. আজাদ রোড, রিষড়া। বিগত ইং ২২.০৯.২০০৪ সালে শ্রীরামপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ০০৫৭৫৬ নং দলিলে ঘোড়ামারা/১৬ মৌজায় এল.আর. খতিয়ান নং ৪৭, এল.আর. ২৩৩ নং দাগের ১ কাঠা বা ০.০১৬ সহঃ শুনা জমি দলিলমূলে খরিদ করেন। যার বিক্রেতা ছবি বেমাল ও সুমিতা মন্ডল, নাবালক সমীর বেমাল উক্ত সুমিতা মন্ডল, ছবি বেমাল- কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন যাহার নম্বর ২৩৭/১৯৯৯ যাহা এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর অফিসে রেজিস্ট্রি হয়। উক্ত আমমোক্তারটি অদ্যাবধি বলবৎ আছে। উক্ত দলিলটির ক্রেতাদ্বয়ের নামে মিউটেশন হইবে তাতে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে ২১ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল.আর.ও অফিসে আপত্তি দাখিল করিবেন।
পম্পা রায় এ্যাডভোকেট

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি যে, আমি **অঙ্কিতা খাটুয়া,** পিতা- স্বপন কুমার খাটুয়া নিবাস- গ্রাম- দক্ষিন পাইকবাড়, পোঃ- দক্ষিন ডাউকি থানা- জুনপুট কোস্টাল, পূর্ব মেদিনীপুর পিন- 721450, আমার আধার কার্ড, প্যান কার্ড, এবং নার্সিং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট গত ০৬/১০/২০২৬ তারিখে দুপুর একটায় যতীন দাস পার্ক স্থান থেকে হারিয়ে গেছে, সেই সূত্রে ০৬/১০/২০২৬ তারিখে ভবানীপুর থানায় G.D করি, No- 571. যদি কেউ উল্লিখিত কাগজগুলি খুঁজে পান দয়া করে আমার ঠিকানায় জানিয়ে দেন,

Mobile- 7001953112.

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল সৌরভ বিশ্বাস, পিতা- সমীর বিশ্বাস, কাঁচদহ, পোঃ- কাঁচদহ, থানা - স্বরূপনগর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩২৪৭-এর বাসিন্দা, ০১.১০.২০২৬ তারিখে বেলা আনুমানিক ১২টার সময় স্বরূপনগর বাজারে দলিলটির ফটোকপি করার সময় ১৮৪৫৬/২০১২ নং নিবন্ধিত দলিলটি হারিয়ে ফেলেছেন এবং এর জন্য তিনি ১২.১০.২০২৬ তারিখে স্বরূপনগর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন যার জিডি নং ৬৮৬/২৬।

যদি উক্ত সম্পত্তিতে কারও কোনো দাবি থাকে বা কেউ দলিলটি খুঁজে পান, তবে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে তা জানান।

জয়দীপ মুখার্জি
অ্যাডভোকেট
৭, এন.পি.বি লেন, কলকাতা - ৭০০০১৪
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

আমি মৌমিতা দত্ত, পিতা- ৺রঞ্জিত কুমার দত্ত, সাং ও পো:- বড়ুয়া, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, বিগত ইং ২৩/০৫/২০১১ তারিখে IV- 21/11 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী চন্দন দত্ত, পিতা- ৺রঞ্জিত কুমার দত্ত, সাং ও পো:- বড়ুয়া, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, মহাশয়, মৌজা- ৬০ নং বড়ুয়া, খতিয়ান নং - R.S. ২৮১, L.R. ৫৬০৮, দাগ নং- R.S. ৭০৭, L.R. ৯৫৬, মোট ৮.২৫ শতক জমি আমমোক্তারকৃত, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বেলডাঙ্গা B.L. & L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

এতদ্বারা জানানো যায় যে, আমি মহঃ শামিম আলম, পিতা- সামসুদ্দিন আলম গত ইং. ০৩.০২.২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর দলিল নং I-৯৮২/ ২২ হইতে আমার বিক্রেতা এস.কে. আয়ুব দ্বারা প্রদত্ত আমমোক্তার নং IV-০০০২/ ২০২১, এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর, তারিখ ০৭.০১.২০২১ আমমোক্তার গ্রহীতা- মহঃ আজাদ, পিতা- মহঃ সাকুর-এর নিকট হইতে নিম্ন তপশীল জমি খরিদ করিয়াছি। জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-দীর্ঘাঙ্গ, জে.এল. নং-৪, এল.আর. খতিয়ান নং-৩৪৩০, এল.আর. দাগ নং-৪৭৪৩, জমির পরিমান- ০১ কাঠা ০৮ ছটাক ০৮ ব.ফু., জমির শ্রেণী-বাগান।
উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল.আর. অফিস-এ আপত্তি দাখিল করিতে হইবে।
বিনীত
মহঃ শামিম আলম

আমরা এতদ্বারা জানাইতেছি যে, গত ইং- ১৬.০৯.২০২২, দলিল নং I-৬৪১৯/ ২০২২, তারিখ ২৭.০৪.২০২৬, দলিল নং I-১৯৭১/ ২০২৬, তারিখ ২৭.০৪.২০২৬, দলিল নং I-১৯৬৯/ ২০২৬, তারিখ ২৭.০৪.২০২৬, দলিল নং I-১৯৭০/ ২০২৬, তারিখ ২৭.০৪.২০২৬, দলিল নং I-১৯৬৭/ ২০২৬, তারিখ ২৭.০৪.২০২৬, দলিল নং I- ১৯৬৬/ ২০২৬ এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর হইতে আমাদের জমির বিক্রেতা-১) শীলা দে, ২) দীপক দে, ৩) সুব্রত কুমার দে-গন এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর আমমোক্তার নং IV-৪৫/ ২০২১, তাং ২৬.০২.২০২১ আমমোক্তার গ্রহীতা-সুরজিত দাস-কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। তপশীল জমির বিবরণ ঃ জেলা-হুগলী, থানা- শ্রীরামপুর, মৌজা-বল্লভপুর, জে.এল. নং-১৪, এল.আর. খতিয়ান নং-২২৪, ৪১২, ৫৪৭, ৮০৫, ৮৬৮, ১২৩২, ১৩৪৮, ১৩৬৬, ১৪০০, ১৭০৯/ ৩, এল.আর. দাগ নং-১১৫৭, ১১৫৯, মোট জমির পরিমান-১ কাঠা ১০ ছটাক, ১১ ছটাক ২৫ ব.ফু., ০৮ ছটাক ০৪ ব.ফু., ১০ ছটাক ৩০ ব.ফু., ০৯ ছটাক ১৫ ব.ফু., ০৮ ছটাক ০৬ ব.ফু., জমির শ্রেণী-ডাঙ্গা।
উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল.আর. অফিস-এ আপত্তি দাখিল করিবেন।
বিনীত
সুপ্রিয়া বিবি, মোনা সিং, মনু সিং

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জেলা-হুগলী, পোঃ-ইটাচুনা, থানা- পান্ডুয়ার অন্তর্গত, মাখাল্ডী গ্রামের সকল অধিবাসীগণকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত গ্রামের বাসিন্দা **গোপাল নায়েক,** পিতা মৃত গুইরাম নায়েক, গ্রাম মাখাল্ডী, পোঃ- ইটাচুনা, থানা-পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী, তাহার গ্রামের বাসিন্দা **নকুল নায়েক,** পিতা মৃত কৃত্তিবাস নায়েক, গ্রাম- মাখাল্ডী, পোঃ- ইটাচুনা, থানা- পান্ডুয়া, জেলা হুগলী ও অন্যান্য বাসিন্দাগনের বিরুদ্ধে বে-আইনী ইটাচুনা খন্যান গ্রাম পঞ্চায়েতের মেইন রোড এনক্রোচ করিয়া তাহাদের গৃহের নির্মান কার্য্য করিয়াছেন। উক্ত **গোপাল নায়েক,** মাননীয় সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিশন দ্বিতীয় আদালতের অনুমতি লইয়া উক্ত **নকুল নায়েক ও অন্যান্য অধিবাসীগনের বিরুদ্ধে** দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের অর্ডার- ১ রুল ৮ ধারা মোতাবেক একটি প্রতিনিধিত্বমূলক দেওয়ানী মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন তৎসহ দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের অর্ডার-১ রুল ৮(২) অনুযায়ী উক্ত আদালতে একটি দরখাস্ত আনয়ন করিয়াছেন। যাহার **দেওয়ানী মোকর্দ্দমা নং- ৩৪৬/ ২০১৬** যাহা বর্তমানে উক্ত আদালতে বিচারাধীন আছে। উক্ত মোকর্দ্দমায় মাখাল্ডী গ্রামের অধিবাসী বা আশে পাশের গ্রামের অধিবাসী গনের নিম্ন তপশীলোক্ত সম্পত্তিতে যাহাদের স্বার্থ জড়িত আছে এই মামলার সপক্ষে বা বিপক্ষে কাহারো কোনরূপ আপত্তি বা বক্তব্য থাকিলে তাহারা এই নোটিশ কাগজে প্রকাশনার দিন হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে বেলা- ১০.৩০ ঘটিকায় স্বয়ং বা নিযুক্ত মাননীয় উকিলবাবু মারফৎ হাজির হইয়া তাহাদের বক্তব্য দাখিল করিবেন। নচেৎ ঐ সময়ের পর কাহারো কোন বক্তব্য বা আপত্তি গৃহীত হইবে না। যেহেতু গ্রাম বাসীগনের সকলের স্বার্থ তপশীল সম্পত্তিতে জড়িত আছে সকলের উপর জনে জনে নোটিশ করা সম্ভব নহে তাই আইন মোতাবেক কাগজে বিজ্ঞপ্তি জারী হইল।

// তপশীল //

জেলা-হুগলী, থানা-পান্ডুয়া, ইটাচুনা খন্যান গ্রাম পঞ্চায়েত, জে.এল.নং- ১২৬, দাগ নং- ৩৮১, মৌজা- মাখাল্ডী, জনগনের ব্যবহার্য্য রাস্তা যাহা পঞ্চায়েত মেইন রোড থেকে উদ্ভুত হয়ে কৃষি জমিতে শেষ হয়েছে, প্লট নং- ৩৫৩৭, যা বিবাদীরা এনক্রোচ করেছে, পরিমান- ১৭' ফুট চওড়া ৮০' ফুট লম্বা।
বাদীর পক্ষে -
অমল কুমার মজুমদার, আইনজীবী,
জেলা জজ আদালত
জেলা-হুগলী, চুঁচুড়া।
আদালতের আদেশানুসারে -
সৌমিত্র চক্রবর্ত্তী, সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (জু: ডি:) কোর্ট, হুগলী সদর

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী শ্রীজয় ঘোষ,** পিতা শ্রী রাজকুমার ঘোষ, সাকিম দক্ষিণ গোপালপুর, বালিকাটা, গোপালপুর, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৩, মহাশয় বিগত ইং ১৯/০৭/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-IV, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-08985/ 2023** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **২)শ্রী রাজ কুমার ঘোষ,** পিতা ৺সনৎ কুমার ঘোষ, সাকিম দক্ষিণ গোপালপুর, বালিকাটা, গোপালপুর, বলাগড়, হুগলী- ৭১২৫১৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৪/০৯/২০২৬ তারিখে এ.ডি. এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I- 07487/2026** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী প্রসেনজিৎ গোল,** পিতা ৺বিজয় গোল, সাকিম দক্ষিণ গোপালপুর, গোলেপাড়া, গোপালপুর, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৩, **২)শ্রী শুভঙ্কর অধিকারী,** পিতা ৺নিখিল অধিকারী, সাকিম দক্ষিণ গোপালপুর, মালোপাড়া, গোপালপুর, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৩, **৩)শ্রীমতী বাবলী দাস,** স্বামী শ্রী বিশ্বজিৎ দাস, সাকিম শেরপুর, নয়াসরাই, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৩, **৪)শ্রীমতী সোনালী দাস শাসমল,** স্বামী শ্রী মিঠুন দাস, সাকিম দক্ষিণ গোপালপুর, দাসপাড়া, গোপালপুর, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৩, মহাশয়/ মহাশয়াগণকে বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা দক্ষিণ গোপালপুর, ১২৮ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩৪৮৭ ও ৩৪৮৬ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১৯৬৯ নং দাগে শালি জমি, একুনে দুইটি খতিয়ান হইতে, একটি দাগে মোট ২৫ শতক সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রী প্রসেনজিৎ গোল, ২)শ্রী শুভঙ্কর অধিকারী, ৩)শ্রীমতী বাবলী দাস, ৪)শ্রীমতী সোনালী দাস শাসমল,** তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **বলাগড় ব্লক** অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন, (উকিলবাবু), চন্দননগর** আদালত, হুগলী, 8145852335

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেলগণ **১। শ্রী দীনবন্ধু মালিক। ২। শ্রী দিলীপ মালিক। ৩। শ্রী সুকুমার মালিক। ৪। শ্রী বিকাশ কুমার মালিক। ৫। শ্রী চিত্তরঞ্জন মালিক। ৬। শ্রী প্রশান্ত কুমার মালিক। ৭। শ্রী বানেশ্বর মালিক।** সকলের পিতা - ৺করুনাময় মালিক সাং মণ্ডলগাঁতি, পোঃ ভাদুর, থানা গোঘাট জেলা হুগলীর উপদৃষ্ট হইয়া জানাইতেছি যে, **মধুসূদন দত্ত** পিতা ৺দেবীপ্রসাদ দত্ত সাং ও পোঃ পাঁইট্যা থানা মাধবডিহি জেলা পূর্ব্ব বর্ধমান পিন কোড ৭১৩৪২৭ বিগত ইংরাজী ১৯৮৬ সালে বর্ধমান রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৬৪নং আমমোক্তার নামা পত্র দলিল মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার আছেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী জায় তপশীল জেলা হুগলী থানা গোঘাট মৌজা মণ্ডলগাঁতি J.L. ২৮, L.R. Kh. ১৬৭, Plot ৫৬৪, শ্রেণী বাগান, পরিমাণ ২৫.৫ শতক সম্পত্তি বর্তমান ২০১৫ সালে Goghat A.D.S.R. Office এ রেজিস্ট্রিকৃত ২৫৭৪নং দলিল মূলে বিক্রয় করিয়াছেন। যাহা আমার মক্কেলদ্বয় ক্রয় করিয়াছেন এবং B.L. & L.R.O অফিসের মিউটেশন কেস্ নং হইল MN/2026/0613/8488, MN/2026/0613/ 8489, MN/2026/0613/8490, MN/2026/ 0613/8491, MN/2026/0613/8492, MN/ 2026/0613/8493, MN/2026/0613/8494। এতদ্বারা সর্বসাধারনকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে অত্র নোটিশ প্রাপ্তির ৭দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।
Manas Banerjee, Advocate,
Arambagh Court. 13/10/2026.
EN-F/937/943/2024.

বিজ্ঞপ্তি

In the 4th Court of Addl. District Judge, Paschim Medinipur.
Ref: Other Suit No.08/2023
Sudhansu Sekhar Pal ....Petitioner
=Vs=
Pijush Kanti Pal and others ....Opp. Parties.

এতদ্বারা জনসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, **স্বর্গীয় সরোজ রঞ্জন পাল,** পিতা- ৺প্রনবেশ পাল, সাং ও পোঃ- চাঙ্গুয়াল, থানা- খড়গপুর (লোকাল), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর এর নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিষয়ে সম্পাদিত উইল প্রবেট পাইবার জন্য উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা হুজুর আদালতে উত্থাপিত হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোনো প্রকার আপত্তি থাকিলে আগামী ধার্য্য তারিখ ২২.১১.২০২৬ বা তৎপূর্বে স্বয়ং বা নিযুক্ত উকিল বাবু দ্বারা আদালতে হাজির হইয়া লিখিত আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা আইনানুসারে কার্য্য হইবে।

Schedule 'A': Sudhangshu Sekhar Pal
Dist. Paschim Medinipur, P.S. & Sub-Registry-Kharagpur, J.L.No. 360, Mouza-Changual, Khatian No.6/7, 5/9, 5/7, 5/8 and 5/10.

Plot No.	Area	Plot No.	Area
2730	1.30 acre	1194	0.30 acre
2879	1.50 acre	1193	0.17 acre
1191	0.03 acre	1436	0.18 acre
1192	0.19 acre	1437/3434	0.04 acre
1726	0.69 acre		
1724	0.39 acre	1443	0.06 acre
		Total Area 4.85 acre	

Schedule 'B': Rajib Lochan Pal
Dist. Paschim Medinipur, P.S. & Sub-Registry-Kharagpur, J.L. No. 360, Mouza-Changual, Khatian No.5/7, 5/9, 6/7, 6/9

Plot No.	Area	Plot No.	Area
1294	0.29 acre	949	0.3 1/2 acre
1296	0.09 acre	1194	0.30 acre
1611	0.06 acre	1193	0.16 acre
2954	0.22 acre	1445	0.21 acre
2960	1.19 acre	1443	0.05 acre
2967	0.57 acre	Total Area 3.17 1/2 acre	

Schedule 'C': Pijush Kanti Pal
Dist. Paschim Medinipur, P.S. & Sub-Registry-Kharagpur, J.L.No. 360, Mouza-Changual, Khatian No. 5, 5/7, 5/9, 6/7, 6/9.

Plot No.	Area	Plot No.	Area
1508	0.38 acre	1522	0.07 acre
1509	0.41 acre	1531	0.07 acre
1520	0.25 acre	1532	0.08 acre
1521	0.07 acre	2766	0.96 acre
949	0.3 1/2 acre	1678	0.4 1/2 acre
1446/3436	0.14 acre	1194	0.30 acre
1444/3435	0.04 acre	1193	0.16 acre
		1443	0.05 acre
		1444	0.04 acre
		Total Area 3.10 acre	

আদেশানুসারে,
হরি পদ গিরি, Bench Clerk
4th Court of Addl. Dist. Judge, Paschim Medinipur. 09.10.26

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, ভদ্রেশ্বর থানার এলাকাধীন, মৌজা মাধবপুর, জে.এল. ৩৭ নং, ব্লক-সিঙ্গুর দলিলসাথী, হাল এল.আর. খতিয়ান নং ১৪, ৪৬, ২৪৬ ও ৩৪৫, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৩৫২, ৩৫৭ এবং ৩৫৮ সম্পত্তির মালিক ভদ্রেশ্বর নিবাসী ১) অভয় পদ পান, ২) কাশীনাথ পান, উত্তরের পিতা পঞ্চানন পান উক্ত সম্পত্তি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি সিরিয়াল নং- ৪ ২৭৪২/২০২১ ১) শ্রী প্রশান্ত মন্ডল, পিতা-সুবল মন্ডলকে নিযোগ করে গত ২৭/০৮/২০২১ তারিখে আমমোক্তার নামা মূলে নিযুক্ত করেন। উক্ত প্রশান্ত মন্ডল এর দ্বারা গত ২১/০৬/২০২২ তারিখে নিযুক্ত হইয়া উক্ত সম্পত্তির মালিক ইং ১৩৬০/২০২২ সিরিয়াল ১৩৬০/২০২২ তারিখ ৩১/০৩/২০২২ তারিখে আমমোক্তার নামা মূলে নিযুক্ত করেন। উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলের মূলে আমার মক্কেল বর্তমানে এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ২০২২ নং দলিলে ... বাঁশ বাগান/ ডোবা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত বিক্রীত সম্পত্তি নিয়ে কাহারো কোনো অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমান সহ স্বয়ং বা প্রতিনিধি মারফত চন্দননগর বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন। পর্চার জন্য বি.এল.আর.ও. অফিসে আপত্তি দাখিল করিবেন। CASE NO :- 4758।
Kishor Kumar Shaw
Advocate
Chandannagar Court, Hooghly
F/191/214/18

এতদ্বারা জানানো যায় যে, আমি শ্রীমতী বিজলী ঘোষ, স্বামী- শ্যামসুন্দর ঘোষ, ঠিকানা- ১১৯/৬, চাতরাবাটী পাড়া লেন, পোঃ - শেওড়াফুলী, হুগলী গত ইং. ০১.১২.২০০৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর দলিল নং I- ৮০৪১/০৯ মূলে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি খরিদ করিয়াছি। উক্ত জমির বিক্রেতাগন গত ইং. ২৮.০৫.১৯৯৬ তারিখে দলিল নং I-১২৯২, এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর হইতে দেবেন্দ্র নাথ মজুমদার নিয়োগী দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার নং IV- ৫৮২/১৯৯৫, এ.ডি.এস.আর. হাওড়া আমমোক্তার গ্রহীতা দীনেন্দ্র নাথ নিয়োগী-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া আমাকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। উক্ত সম্পত্তির বিবরণ ঃ জেলা- হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-শেওড়াফুলী, জে.এল. নং.- ৬, এল.আর. খতিয়ান নং- ১৮৬/২, ২৮০৯/ ২, এল.আর. দাগ নং-১৫১৩, জমির পরিমান-০১ কাঠা ১৩ ছটাক ১৮ ব.ফু., শ্রেণী-গোদান।
উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল.আর. অফিস-এ আপত্তি দাখিল করিবেন।
বিনীত
বিজলী ঘোষ

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, পিয়ারা নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৯১৩
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এ. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬২৩৩৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৯১৮।

ডিং অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাংকের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৫১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৪৩৬৯৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঞ্জন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৫৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৫০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর তা লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনস্ অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৩, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৪৮৬৯/ ৭০৭৪৪৮৩৭৩৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মাজি, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৩০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৩

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং- ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৯৯১৮০৩৩৪৪৬

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সি,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (ঘিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, মোঃ ৯৯৩৩৫৫০৫৩৩

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৩৭, নয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩, মোঃ ৯৪৭৪৩৭৮৩৬৪/ ৭৪৩৬৯৬৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারণি,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৭৭৫২৭০২২৪, ৯৭৭২৬৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৩৬০২৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০২৭৩০১, ৯৩৩৩৩৭০৮৮৮

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য, বোলপুর, লোকাল, ডোমগড় খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৩০৮১৬৬৩৫০৩

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
অক্ষয় ধীবর, শহরী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকঘরার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩২৫২৫০৫৪,

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

৫০ বছরের রাজনৈতিক জীবনে মমতা ব্যানার্জিকে ককরোচের পিছনে ছুটতে হচ্ছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সোমবার রাতে দিল্লি থেকে ফিরে বিমান বন্দরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি দাবি করেন, পুরনো লিস্ট অনুযায়ী ভোট করানো হোক।

এসঙ্গে রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, মমতা ব্যানার্জি পাগল হয়ে গিয়েছে। ওঁর কথা বাদ দিন। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের দক্ষিণ নারায়ণপুরে টোল গেটের কাছে বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার দলীয় কার্যালয়ের ভূমি পূজন অনুষ্ঠিত হল। উক্ত পুজোয় অংশ নিয়ে মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, মমতা ব্যানার্জির পায়ের তলার মাটি ধ্বসে গিয়েছে। তাঁর কটাক্ষ, ৫০ বছর রাজনৈতিক জীবনে ওঁকে এখন ককরোচের পিছনে ছুটতে হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ভোট চুরির অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এপ্রসঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী অর্জুন সিং কটাক্ষের ছলে বলেন, রাহুল গান্ধি পাপ্পু আছেন। উনি পাপ্পু ছিলেন, পাপ্পু থাকবেন। এবারে দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে ডাক পাননি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, উনি এখন নিজের বাড়ির পুজো করুক। তাঁর জোরালো দাবি, মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জি বাংলায় ক্লোজ চ্যাপ্টার।

উক্ত ভূমিপূজা অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, ককরোচ আন্দোলনের পিছনে দেশ বহির্ভূত শক্তির অংশগ্রহণ আছে। দেশের এজেন্সিগুলো সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য তুলে ধরবে। তাঁর দাবি, ভারতবর্ষকে অস্থির করার প্রচেষ্টা চলছে। অভিষেককে নিশানা করে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, বরাবরই উনি পালানো মানসিকতা সম্পন্ন। তৃণমূলের ভালো সময়ে অভিষেককে দেখা যায়। তৃণমূলের খারাপ সময়ে ওঁকে দেখা যায় না। তখন উনি পালিয়ে বেড়ান। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আগামী দিনে মুসলিমরা ওনার সঙ্গ ছেড়ে দেবে। রেজিনগর উপনির্বাচনে সেটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

ভূমিপূজা অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন বীজপুর, নৈহাটি ও জগদ্দল কেন্দ্রের বিধায়ক যথাক্রমে সুদীপ্ত দাস, সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও রাজেশ কুমার, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে তাপস ঘোষ, মানস দে ও কুন্দন সিং-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

পুজোয় শিয়ালদহ বিভাগে ৩ হাজার ক্যামেরায় নজরদারি, নিরাপত্তায় বিশেষ ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন দুর্গাপুজোয়: যাত্রীদের ভিড় সামলাতে এবং তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা নিল পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগ। উৎসবের এই দিনগুলিতে স্টেশন ও সংলগ্ন রেল চত্বরে বিশেষ নজরদারি চালাতে প্রায় ৩ হাজার সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবহার করা হচ্ছে বলেই জানিয়েছে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ।

পকেটমারি, চুরি-সহ অপরাধমূলক কাজকর্ম থেকে যাত্রীদের নিরাপদে যাতায়াত নিশ্চিত করাই এই ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য বলেই জানিয়েছে পূর্ব রেল। পুজোর সময় শিয়ালদহ স্টেশনে যাত্রীদের চাপ কয়েক গুণ বেড়ে যায়। সেই ভিড়ের সুযোগ নিয়ে যাতে কেউ অপরাধ সংঘটিত করতে না-পারে, সেই দিকে বিশেষ নজর রাখছে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে স্টেশন চত্বরের বিভিন্ন অংশে বিশেষ নজরদারি চালানো হবে। এছাড়াও ভিড় নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি কোনও সন্দেহজনক গতিবিধি চোখে পড়লে দ্রুত পদক্ষেপ করাও এই ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য বলেই জানা যাচ্ছে।

মঙ্গলবার হাওড়া শরৎ সদন ১ নং পেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয়, হাওড়া (প্রাথমিক বিভাগ) বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আনন্দধারা। অনুষ্ঠানে ছিল পুরস্কার বিতরণ, নাচ, গান, আবৃত্তি, যোগাসন, জিমন্যাস্টিক, শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পরিবেশিত নাটক ও ম্যাজিক শো। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এবং ছাত্রদের এবং শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা পরিবেশনের মাধ্যমে শরৎ সদন (হল -১) মুখরিত ছিল। অনুষ্ঠানে ছেলেদের নাচ-গানের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পরিবেশিত নাটকের আসল চরিত্রগুলো ছিল অসাধারণ।

কাজের সুযোগ বাড়াতে ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ পৈলান গোষ্ঠীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাজের বাজারে চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ কর্মী তৈরি করতে উদ্যোগী পৈলান গোষ্ঠী। দেশে ও বিদেশে এক লক্ষ্যেরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে কলকাতায় ৭০ একরের ক্যাম্পাসে শিল্প-শিক্ষা সম্মেলনে এই কর্মসূচির সূচনা হয়েছে। ২৫টিরও বেশি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকছে। বৈদ্যুতিক গাড়ি পরিষেবা, সৌরশক্তি, মোবাইল মেরামতি, ওয়েল্ডিং, প্লাম্বিং ও আতিথেয়তার মতো ক্ষেত্রে ছাঁটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হবে। পরিকাঠামো, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও হস্টেল তৈরিতে ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা জানিয়েছে সংস্থা। পৈলান গোষ্ঠীর ভাইস চেয়ারপার্সন মুনমুন সাহা জানান, ডিগ্রির বাধা ছাড়াই তরুণদের দক্ষ করে কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত করাই লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক তাপস চক্রবর্তী এবং বাবা সাহেব আম্বেদকর শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. অরুণাশিস গোস্বামী-সহ বিশিষ্টরা।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ১৪ অক্টোবর ২০২৬, ২৫ আশ্বিন ১৪৩৩, বুধবার

সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যার দুর্গাপ্রতিমা দেখার জন্য দর্শনার্থীদের ভিড়।

বেলেঘাটা ৩৩ পল্লি দুর্গাপুজোর মণ্ডপ ও প্রতিমা।

কলেজ স্কোয়্যারে দুর্গাপুজোর মণ্ডপ।

বউবাজারে শতদল সংঘে দুর্গাপ্রতিমা দেখার জন্য দর্শনার্থীদের ভিড়। ছবি: অদিতি সাহা

আদালতের নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে ভিবজিওরের সম্পত্তি হাতবদল !

নিজস্ব প্রতিবেদন: আদালত স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। তা সত্ত্বেও আদালতের নজরদারি কমিটি এবং প্রশাসনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বেআইনিভাবে বিক্রি ও হাতবদল হয়ে গিয়েছে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি! চিটফান্ড সংস্থা 'ভিবজিওর' কাণ্ডে এমনই এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সামনে আসতেই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। কমিটির হেপাজতে থাকা সম্পত্তি কীভাবে বেহাত হল, তা খতিয়ে দেখতে এবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিল বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ ও বিচারপতি সুদীপ দেবের ডিভিশন বেঞ্চ। সেই সঙ্গে এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়নি, সেগুলি অবিলম্বে সিল বা সিজ করার প্রক্রিয়া শুরু করার কড়া নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, হাইকোর্টের নির্দেশে গঠিত বিশেষ কমিটির হেপাজতে থাকা সম্পত্তি বেআইনি ভাবে বিক্রির অভিযোগ তুলেই মামলাটি দায়ের হয়েছিল। এদিন শুনানির শুরুতেই রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়, আদালতের নির্দেশেই ডিরেক্টরেট অফ ইকোনমিক অফেন্সেসকে দিয়ে ইতিমধ্যেই একটি প্রাথমিক তদন্ত চালানো হয়েছে। সেই তদন্তের পর তারা যে 'প্রাইমা ফেসি' বা প্রাথমিক রিপোর্ট আদালতে পেশ করেছে, তাতেই উঠে এসেছে একগুচ্ছ চাঞ্চল্যকর তথ্য।

সরকারি আইনজীবীর পেশ করা তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নিয়ম ভেঙে একাধিক সম্পত্তি হাতবদল করা হয়েছে। শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সের প্রায় ৫৪ কোটির সম্পত্তিই নয়, রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তেও ছড়িয়ে থাকা ভিবজিওরের বহু সম্পত্তি একইভাবে অন্য মালিকের হাতে হস্তান্তরিত হয়েছে বলে আদালতে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তবে এই ঘটনায় আরও গভীরে কোন কোন প্রভাবশালীর হাত রয়েছে, তা জানতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত রিপোর্টের জন্য রাজ্যের তরফে আদালতের কাছে কিছুটা সময় চাওয়া হয়।

অন্যদিকে, এই জালিয়াতির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আমানতকারীদের আইনজীবী শুভাশিষ চক্রবর্তী এবং অরিন্দম দাস আদালতে দাবি করেন, আইনি নিষেধাজ্ঞার ফাঁকফোকর গলিয়ে বেনামে বা অন্য নতুন সংস্থার নামে সম্পত্তি ঘুরিয়ে অবাধে রেজিস্ট্রি ও বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। কমিটির নজরদারি এড়িয়ে এই বিপুল অঙ্কের আর্থিক তছরুপ কীভাবে সম্ভব হলো, সেই প্রশ্নও তোলেন তাঁরা। সাধারণ গরিব আমানতকারীদের কষ্টার্জিত জমানো টাকা ফেরতের প্রক্রিয়ার মাঝেই এই সম্পত্তি বেহাতের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে লগ্নিকারীদের মহলে। এদিন সবপক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর আগামী ২৬ নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে ডিভিশন বেঞ্চ। ওই দিন রাজ্য সরকার, আদালতের গঠিত বিশেষ কমিটি এবং ইডি;এই তিন পক্ষকেই তাদের বিস্তারিত তদন্ত রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়ার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বড়সড় আইনি ও রাজনৈতিক বিপাকে ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর প্রাক্কালে বড়সড় আইনি ও রাজনৈতিক বিপাকে পড়লেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ওয়াকফ বোর্ডের জমি অবৈধভাবে দখল করে সেখানে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও কারখানা গড়ে তোলার চাঞ্চল্যকর অভিযোগে এবার সরাসরি আসরে নামল দুর্নীতি দমন কমিশন। কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বে গঠিত দুর্নীতি বিরোধী কমিশনের আধিকারিকরা পুরসভার পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে যুক্ত একাধিক সংস্থায় হানা দিয়ে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালান।

সূত্রের খবর, ইসমত আরা নামক এক ব্যক্তির দায়ের করা নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এই তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, ওয়াকফ সম্পত্তির ওপর বেআইনি দখলদারি চালিয়ে টালিগঞ্জ ও নিউ আলিপুরের মতো অভিজাত এলাকায় রমরমিয়ে ব্যবসা চালানো হচ্ছিল। অভিযোগের তির যে সমস্ত সংস্থার দিকে, তার মধ্যে রয়েছে 'হাকিম পলিমেকার্স প্রাইভেট লিমিটেড' এবং 'এম এস মার্বেল পয়েন্টে'র মতো প্রতিষ্ঠান। ওই সমস্ত সংস্থার মালিকানা নথিতে ফিরহাদ হাকিমের কোনও কোনও নিকটাত্মীয়ের নাম জড়িয়ে রয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই বুধবার দুপুরে টালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ৩৩ নম্বর ঠিকানায় অবস্থিত ফিরহাদের ওই প্রতিষ্ঠানটিতে হানা দেন দুর্নীতি দমন কমিশনের আধিকারিকরা। পুরসভার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নিয়ে সুনির্দিষ্ট নথিপত্র খতিয়ে দেখতে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়।

ঘটনা প্রসঙ্গে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিজেপির রাজ্য মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার এই বিষয়ে কঠোর অবস্থান স্পষ্ট করে বলেন, 'কোনওরকম পলিটিক্যাল ইমিউনিটি বা রাজনৈতিক সুরক্ষা আমরা কাউকে দিতে পারব না। যাঁরা দুর্নীতি করেছেন, কোথাও কোনও সন্দেহ বা অভিযোগ থাকলে তার নিরপেক্ষ তদন্ত হবে। যদি কেউ তদন্ত এড়াতে চান, তবে আইন ও প্রশাসন তার নিজস্ব গতিতে কঠোর ব্যবস্থা নেবে, সে তিনি যতই প্রভাবশালী বা বড় নেতাই হোন না কেন।'

বইয়ের স্টলে বাধার ইস্যুতে রাজ্যের অবস্থান জানতে চাইল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে নৈহাটি ও বনগাঁয় সিপিএমের ঐতিহ্যবাহী অস্থায়ী বইয়ের স্টল ও মেলা পরিচালনায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। এবার এই ইস্যুতে হস্তক্ষেপ করে রাজ্য সরকারের কাছে নির্দিষ্ট অবস্থান জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে এই মামলার শুনানিতে আদালত স্পষ্ট ভাষায় প্রশ্ন তোলে, 'ওরা তো বই বিক্রি করতে চাইছে, খাবার নয়! এ ব্যাপারে আপনাদের নির্দিষ্ট বক্তব্য কী?' বুধবার এই বিষয়ে রাজ্যকে তাদের জবাব জানাতে নির্দেশ দেয় আদালত।

আইনজীবী সূত্রে জানা গিয়েছে, বিগত আড়াই দশক ধরে নিয়মমাফিক পুজোর দিনগুলিতে ওই অঞ্চলে সিপিএমের পক্ষ থেকে বইয়ের স্টল করা হয়ে থাকে। মামলাকারীদের আইনজীবী শামিম আহমেদ আদালতে জানান, অতীতে এই ধরনের স্টল স্থাপনের জন্য আলাদা করে কোনও অনুমতির প্রয়োজন হতো না। কিন্তু চলতি বছর রাজ্য প্রশাসন বা পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে অনুমতির বিষয়টি ঝুলিয়ে রেখেছে। এরপরে বামেরা নিজেদের উদ্যোগে বাঁশ দিয়ে অস্থায়ী কাঠামো তৈরি করতে গেলে একটি নির্দিষ্ট হিন্দু সংগঠনের পক্ষ থেকে তাতে বাধা দেওয়া হয়। অভিযোগ, সেই সময় ঘটনাস্থলে পুলিশ সম্পূর্ণ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল।

অন্যদিকে, এই মামলার শুনানির আগেই সোমবার আদালতের তরফ থেকে একটি পর্যবেক্ষণে জানানো হয়েছিল, দুর্গাপুজোর সময়ে অনুমতি না মিললে পরবর্তী সময়ে কালিপুজোর সময়ে ওই স্টল ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু আদালতের সেই প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে মামলাকারীদের আইনজীবী তৎক্ষণাৎ মামলাটি থেকে সাময়িক ভাবে অব্যাহতি বা 'রিলিজে'র আবেদন জানান। পরবর্তীতে মঙ্গলবার উভয়পক্ষের দীর্ঘ সওয়াল-জবাব শোনার পর বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য বুধবার দিন ধার্য করেন।

রাজনৈতিক মহলের মতে, পুজোর দিনগুলিতে রাজনৈতিক দলের বইয়ের স্টল দেওয়া নিয়ে এই আইনি লড়াই কেবল নৈহাটি বা বনগাঁতেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং এর নেপথ্যে রয়েছে রাজ্যজুড়ে তীব্র রাজনৈতিক তরজা। অতীতে বিরোধী শিবিরের তরফে দুর্গাপুজোর সময়ে এই ধরনের বইয়ের স্টল দেওয়া নিয়ে একাধিক ফতোয়া ও রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, যার জেরে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বামেরা।

সংবাদমাধ্যমে তথ্য ফাঁস রোধে অভিষেকের আর্জি খারিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: তদন্তের গোপন তথ্য সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ এবং 'মিডিয়া ট্রায়ালে'র বিরুদ্ধে করা মামলায় স্বস্তি মিলল না তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বেঞ্চ বদল করেও কোনও লাভ হল না। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে এই মামলার জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি জানানো হলেও, তা খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, এখনই এই মামলার জরুরি শুনানি সম্ভব নয়। মামলাটি আগামী ডিসেম্বর মাসের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে।

পর্যটন, চা ও ক্ষুদ্র শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগ টানতে রাজ্য সরকারের বিশেষ জোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে বিদেশি বিনিয়োগ আনতে পর্যটন, চা, বায়োগ্যাস এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উপর জোর দিচ্ছে রাজ্যের নতুন সরকার। এই ক্ষেত্রগুলিতে বিদেশি সংস্থাগুলিকে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানান রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। তাঁর বক্তব্য, বিগত সরকারের আমলে রাজ্যে শিল্পের চরম অবনতি হয়েছে। সেই পরিস্থিতি বদলাতে রাজ্যের শিল্প মানচিত্রের উন্নতির জন্য ছোট ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ ছাড়াও বড় শিল্প সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই বড় শিল্পের বিনিয়ের দিকেও নজর দিচ্ছে বর্তমান সরকার।

এই প্রসঙ্গে রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তাপস রায় জানান, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও মেক্সিকোর সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে যোগাযোগ ও বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে। জার্মানি ও নেদারল্যান্ডসের মতো দেশও রাজ্যে ব্যবসা করতে আগ্রহী। এই আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে চায় সরকার। একই সঙ্গে শিল্পের প্রসার করতে রাজ্যে পরিকাঠামো উন্নয়নের ওপরেও জোর দেওয়া হচ্ছে। সেই সূত্রেই কল্যাণীতে বিমানবন্দর তৈরির প্রসঙ্গ এদিন উঠে এসেছে তাঁর বক্তব্যে। পাশাপাশি রাজ্যের পর্যটন ও চা-শিল্পের সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনাও উঠে আসে তাঁর বক্তৃব্যে। বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সংস্কৃতি এবং দুর্গাপুজোকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরার মাধ্যমে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব বলে মনে করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত।

তাঁর মতে, পরিকল্পিত প্রচারকে মাধ্যম করে রাজ্যকে বিদেশি পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা দরকার। একই ভাবে, বিশ্ববাজারে রাজ্যের চায়ের পরিচিতিকে কাজে লাগিয়ে এই শিল্পের আরও প্রসার ঘটানোর পক্ষে সওয়াল করেন অর্থমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, উপযুক্ত ব্র্যান্ডিং ও প্রচার হলে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলার চায়ের চাহিদা আরও বাড়ানো সম্ভব।

বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের পরিবর্তন নিয়েও নিজের মত জানিয়েছেন তিনি। মন্ত্রীর কথায়, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এখন আর শুধু উন্নত দেশগুলির কাছ থেকে সুযোগ বা সুবিধা পাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বরং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে দুই পক্ষেরই কী ভাবে লাভ হতে পারে, সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

পুজোর আগে স্বস্তি সব্যসাচীর, অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ আইনি লড়াই এবং প্রায় তিন মাসের কারাবাসের পর অবশেষে পুজোর ঠিক আগে বড় স্বস্তি পেলেন তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিধাননগর পুরসভার প্রাক্তন মেয়র সব্যসাচী দত্ত। মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্ট তাঁর অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছে। এর ফলে পুজোতেই তাঁর কারামুক্তির জোরালো সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ঠিক পরেই, গত জুন মাসের শুরুতে তোলাবাজি-সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ গভীর রাতে রাজারহাটের ২১১ রোডসংলগ্ন রাইগাছি এলাকার একটি অভিজাত আবাসন থেকে সব্যসাচী দত্তকে গ্রেপ্তার করে। বিধাননগর পুরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের এই কাউন্সিলর তথা প্রাক্তন মেয়রের গ্রেপ্তারি ঘিরে সেই সময় রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক শোরগোল পড়েছিল।

পুলিশ সূত্রে খবর, তৃণমূল সরকারের আমল থেকেই সব্যসাচী দত্তের বিরুদ্ধে তোলাবাজির নানা অভিযোগ উঠলেও ভয়ে সেই সময় মুখ খুলতে সাহস পেতেন না সাধারণ মানুষ। তবে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর পরিস্থিতি বদলাতেই ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে। গ্রেপ্তারের পর আদালতে তোলার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে জুতো, ডিম, পচা টমেটো ও গোবর ছুড়ে বিক্ষোভ দেখান ক্ষুব্ধ জনতা। আদালত চত্বরেও তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং 'চোর চোর' স্লোগান ওঠে। বিচারক তাঁকে জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

হাইকোর্টেও খারিজ জামিনের আর্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন: উৎসবের আলোয় যখন সাজছে তিলোত্তমা, ঠিক তখনই ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের কর্ণধার তথা প্রাক্তন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। প্রতিবার মহালয়ার বহু আগে থেকেই যাঁর হাত ধরে ভিড়ে ঠাসা পুজোমণ্ডপের সূচনা হত, এবারের দুর্গাপূজায় সেই রাজকীয় ছবি কেবলই অতীত। পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিনের আশায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেও মিলল না স্বস্তি। বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ সুজিতের জামিনের আবেদন একঝটকায় খারিজ করে দেওয়ায় এই শারদোৎসবে প্রেসিডেন্সি জেলেই থাকতে হচ্ছে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীকে।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে শুনানি পর্বের শেষভাগে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিচারপতি অভিযোগ তোলেন, সুজিত বসুর আইনজীবীরা সশরীরে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে একটি ফাইল হস্তগত করার চেষ্টা চালান। ঘটনাটিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মামলাটি ছেড়ে দেন বিচারপতি ঘোষ। পরবর্তী সময়ে মামলাটি স্থানান্তরিত হয় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে। কিন্তু সেখানেও ভাগ্যের শিকে ছেঁড়েনি। বিচারপতি ঘোষ সুজিতের জামিনের আর্জি সরাসরি নাকচ করে দেন।

দুর্গোৎসবে জেলেই সুজিত বসু

আদালতে শুনানির সময় ইডি-র মূল আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী চাঞ্চল্যকর তথ্য পেশ করে দাবি করে জানান, পুর নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে অন্তত ২৮৪ জন অযোগ্য প্রার্থীকে বেআইনিভাবে চাকরি দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি পদের বিনিময়ে নেওয়া হয়েছে নগদ ৬ লক্ষ টাকা। শুধু সুজিত বসুর নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মিলেছে ৮.৮ কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, মন্ত্রীর পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন অ্যাকাউন্টেও কয়েক কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের প্রমাণ পেয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইতিপূর্বে গ্রেপ্তার হওয়া মিডলম্যান অয়ন শীলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি জানতে পেরেছে, দক্ষিণ দমদম পুরসভাতেই সুজিতের সুপারিশে ১৫২ জন অযোগ্য প্রার্থী চাকরি পেয়েছেন।

অন্যদিকে, সুজিত বসুর পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে প্রবীণ আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি এবং সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতের কাছে যুক্তি দেন, পুর-নিয়োগের তদন্ত প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে। এমতাবস্থায় একজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে টানা জেলে আটকে রাখা নীতিগর্হিত। ২০১৬ সালের এই মামলায় সিবিআই সম্প্রতি যে চার্জশিট জমা দিয়েছে, তাতে সুজিত বসুর নাম নেই অথচ ইডি তাঁকে 'মাস্টারমাইন্ড' বলছে। তিনি তদন্তে পুরোপুরি সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বলেও আদালতে তাঁর আইনজীবীরা দাবি জানান।

উল্লেখ্য, গত ১১ মে ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সুজিত বসু। হাইকোর্টের এদিনের এই কঠোর সিদ্ধান্তের পর সুজিত অনুগামীদের দুর্গাপূজার সমস্ত উদ্দীপনাই একলহমায় ম্লান হয়ে গেল।

সম্পাদকীয়

দ্বিচারিতা! একদিকে ভারত বিরোধী প্রচার, উলটো দিকে ভারত থেকেই গম যাচ্ছে বাংলাদেশে

সরকারি স্তরে নিয়মিত জারি আছে ভারত বিরোধিতা। সংবাদমাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারত বিরোধী প্রচারের অভাব নেই। কিন্তু সমস্যায় পড়লেই ভারতের কাছে হাত পাতার অভ্যেসটা এখন কাটাতে পারেনি ভারতের নিকটতম প্রতিবেশী বাংলাদেশ। ফের দেশের অভ্যন্তরীন খাদ্য সঙ্কটে পড়ে ভারতের দ্বারস্থ হয়েছে তারা।বেকায়দায় পড়ে চার বছর পর ভারত থেকে ফের গম আমদানি করছে ঢাকা মার্কিন সংস্থা ব্লুমবার্গের তথ্য বলছে, ইতিমধ্যে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা ভারত থেকে ২ লক্ষ টনেরও বেশি গম আমদানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০২২ সালের পর এই প্রথম এত বিপুল পরিমাণ গম ভারত থেকে কিনতে চলেছে ঢাকা। রাশিয়া, ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চল থেকে গম সরবরাহে ফের বিঘ্ন ঘটেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে চালের দাম সর্বকালীন রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেছে। অভ্যন্তরীণ খাদ্য সঙ্কট মেটাতে গমকেই হাতিয়ার করছে ঢাকা। এই আবহে গত এক মাসে দেশে আটার চাহিদাও লাফিয়ে বাড়ছে। দাম বেড়েছে প্রায় ১৭ শতাংশ। গোটা পরিস্থিতি সামাল দিতে চরম বেকায়দায় পড়েছে তারেক রহমান সরকার। ফলে এখন ড্যামেজ কন্ট্রোলে ফের সেই নয়াদিল্লির দ্বারস্থ হয়েছে ঢাকা। তথ্য বলছে, বাংলাদেশে বছরে প্রায় ১০ লক্ষ টন গম উৎপাদন হয়। কিন্তু চাহিদা মেটাতে আরও প্রায় ৭০ লক্ষ টন গম আমদানি করতে হয়। দীর্ঘদিনই বাংলাদেশে গমের অন্যতম বড় সরবরাহকারী হল ভারত। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ভারত বাংলাদেশে প্রায় ২৯৯.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের গম রফতানি করেছিল। চাপে পড়ে এখন আবার সেই ভারত থেকেই গম কেনা শুরু করল বাংলাদেশ। এটাই হল ঢাকার দ্বিচারিতা। তারা ভুলে গেলেও আমরা এখনও ভুলিনি আওয়ামী লিগ সরকার পতনের পর থেকে বাংলাদেশ জুড়ে চলেছে ভারত বিরোধী প্রচার। মৌলবাদীদের ভারত বিরোধী হুঙ্কার ও আস্ফালন। সোশ্যাল মিডিয়া জুড়েও চলেছে বিষোদগার। এমনকী কলকাতা দখল করার হুমকিও বাদ যায়নি। তাহলে এখন কোথায় গেল সেই আস্ফালন? বিপদ বুঝে আবার হাতপাতা? এই দ্বিচারিতা এবার অন্তত বন্ধ হোক।

উত্তরপ্রদেশের বারসানা কীর্তি মন্দির দেখা যাবে লালবাগ বুধাসপাড়া সর্বজনীনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, লালবাগ: উত্তরপ্রদেশের বারসানা কৃর্তি মন্দির উঠে আসছে লালবাগ বুধাসপাড়া সর্বজনীন পুজো মণ্ডপে। পুজো কমিটির ৩৪ বছরের উদোগে রয়েছে বেশ কয়েকটি আকর্ষনীয় চমক। দারু শিল্পের অভিনব শিল্প শৈলীর প্রতিমা, প্রতি দশ মিনিট অন্তর পাঁচ মিনিটের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো, মণ্ডপের দু'দিকের প্রবেশদ্বারের দেড় কিমি সাজছে বর্ণাঢ্য আলোকসজ্জা। সব থেকে বড় আকর্ষণ হল, ১৫ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে মণ্ডপের দ্বারোদঘাটন হবে। মহিলা পরিচালিত পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ তথা বিজেপির মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সৌমেন মণ্ডল বলেন, রাজ্যের মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ আমাদের মাথার উপর উপদেষ্টা হিসাবে রয়েছেন। শুভেন্দু অধিকারী যখন বিরোধী দলনেতা ছিলেন তখনও তিনি পরপর তিনবছর এই পুজোর উদ্বোধন করেছেন। আমাদের গর্ব মুখ ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবারও পুজোর উদ্বোধন করছেন। লক্ষ্মী নারায়ণ বিড়লা মন্দির, মায়ানমারের প্যাকোডা মন্দির, বৈদিক অভিজ্ঞান, হরপ্পা সভতার পর এবার বারসানা কৃর্তি মন্দির দর্শনার্থীদের মন জয় করবে বলেই আশাবাদী উদ্যোক্তারা। মণ্ডপ শিল্পী জানালেন, 'মন্দিরের নিখুঁত আদল তুলে ধরতে চল্লিশ জন কর্মী দু'মাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আসছেন। আশাকরি বাঁশ, থার্মোকল ও কাপড়ের উপর রঙের পোচ দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে।'

লালবাগ নবাবের শহর। এবার এই শহরে পুজোর থিমে উঠে আসছে একাধিক মন্দির। কার্যত বিভিন্ন রাজ্যের মন্দির দিয়েই এবার নবাব নগরী সাজছে। তবে শুরুতেই তাল কেটেছে। গত ৪ অক্টোবর বুধাসপাড়া পুজো মণ্ডপে আগুন ধরিয়ে পুজো ভণ্ডুল করার চেষ্টা করেছিল কয়েকজন দুষ্কৃতী। তবে মণ্ডপ শিল্পী ও স্থানীয় মানুষের তৎপরতায় সে আগুন বেশি ক্ষতি করতে পারেনি। তবে দুর্গা পুজোর মণ্ডপের পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের মনে আঁচর কেটে গিয়েছে। বুধাসপাড়া পুজোর মূল উদ্যোক্তা হলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার এবং অনগ্রসর দপ্তরের মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষের। দীর্ঘদিন থেকে এই পুজোর উদ্বোধন করে আসছেন শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এবারই তাঁর হাত ধরে এবার বুধাসপাড়ার পুজো মণ্ডপ দর্শনার্থীদের সামনে খুলে যাবে। একই সঙ্গে জেলার আর এক সদ্য বিধায়ক শাখারভ সরকারের পুজো এবং লালবাগ নাকুড়তলা ব্যবসা সমিতির পুজো একই দিনে উদ্বোধন করবেন শুভেন্দু অধিকারী। নাকুড়তলার এবারের মণ্ডপ থিম সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে যাওয়া দ্বাপরের দ্বারকা নগরী। আর শাখ ারভ সরকারের মণ্ডপ থিমে উঠে আসছে রাম মন্দির। রাধারানির জন্মস্থান বারসানাকে এক অন্য আঙ্গিকে তুলে ধরা হচ্ছে বলে উদ্যপক্তারা জানালেন। প্রায় ৭০ ফুট উচ্চতার মন্দিরের প্রতিটি কোনায় থাকছে থার্মোকলের নিখুঁত কারুকার্য। মণ্ডপ, আলো, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো আর দারুশিল্পের প্রতিমা এবারের মূল আকর্ষণ। তবে দারু প্রতিমার পাশাপাশি পুজোর জন্য থাকছে স্বপরিবারে মৃন্ময়ী প্রতিমাও। মহিলা পরিচালিত পুজো কমিটির সম্পাদিকা বিজেপির জেলা সভাপতি সৌমেন মণ্ডলের জায়া নয়না দাস মণ্ডল। নয়নাদেবী বলেন, 'পুজোর সমস্ত কিছু চাঁদা তোলা থেকে বিভিন্ন পারমিশন নেওয়া সব কিছুই মহিলারাই করে আসছেন। পাঁচটি পাড়ার সমস্ত মহিলা এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত।'

কৃষ্ণা নবমী থেকেই শুরু চাঁচল রাজবাড়ির দুর্গাপুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মহা সপ্তমীর অন্তত ১২ দিন আগে কৃষ্ণা নবমী থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে চাঁচল রাজবাড়ির দুর্গা পুজো। কৃষ্ণা নবমীতেই চাঁচল রাজবাড়ি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে পাহাড়পুর চণ্ডী মণ্ডপে ঘট স্থাপন করা হয়েছে। পুরনো নিয়ম মেনেই চলছে দেবীর আরাধনা। সপ্তমীর সকালে পিতলের ছাতার তলে অষ্টধাতুর সিংহবাহিনী চণ্ডীরূপী দেবী মাতাকেই নিয়ে যাওয়া হবে পাহাড়পুর চণ্ডীমণ্ডপে। সেখানেই ধুমধাম করে পালিত হবে চাঁচল রাজবাড়ির দুর্গাপুজো। প্রায় ৩৫০ বছরের পুরনো ঐতিহ্য মেনে আজও ধুমধাম করেই পূজিত হয়ে আসছেন চাঁচল রাজার সিংহ বাহিনী দেবী দুর্গা। আর এই পুজোকে ঘিরেই ব্যাপক উচ্ছ্বাস রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। যদিও পাহাড়পুর চণ্ডীমণ্ডপে মাটির তৈরি বিকল্প দেবী দুর্গার মূর্তিও তৈরি করা হয়। বর্তমানে চাঁচল রাজবাড়িটি সরকারি ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে চলে গিয়েছে। ফলে এবছর ট্রাস্ট বোর্ড থেকে এই পুজোর জন্য বরাদ্দ হয়েছে মাত্র নয় হাজার টাকা। কিন্তু তারপরেও স্থানীয় বাসিন্দারা আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি বিভিন্ন রকমভাবে রাজবাড়ির এই পুজোই সহযোগিতা করে থাকেন। দশমীতে নিয়ম করেই বিসর্জন হয় চাঁচল রাজবাড়ির দেবী মূর্তি।

চাঁচল রাজবাড়ি ট্রাস্ট এস্টেট ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজবাড়ি একটা বড় অংশ বিক্রি হয়ে গিয়েছে। রাজবাড়ি থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে রয়েছে পাহাড়পুর চণ্ডীমণ্ডপ। প্রাচীন রীতি মেনে সপ্তমীর তিথির ১২ দিন আগে কৃষ্ণা নবমীতে সতীঘাট থেকে তামার কলসে জল ভরে ঘট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেই থেকেই পুরনো রীতি মেনেই শুরু হয়েছে রাজবাড়ির পুজো। পুরোহিত অতিন্ত্য মিশ্র, সৌমিত্র চক্রবর্তী, টিটু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে সূচনা হয়েছে পুজোর। দশমীর সন্ধ্যায় দেবী বিসর্জন পর্যন্ত প্রতিদিন পুজোর পাশাপাশি সন্ধ্যায় চলতে থাকবে চণ্ডীপাঠের আসর। স্থানীয় প্রবীনদের কথায়, প্রায় ৩৫০ বছর আগে রাজা শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরীর একপূর্বপুরুষ মহানন্দার নদীর সতীঘাট থেকে অষ্টধাতুর তৈরি দেবী প্রতিমা উদ্ধার করে তা রাজবাড়ি লাগোয়া ঠাকুরবাড়িতে রেখেছিলেন। সেই সময় স্বপ্নাদেশে পাওয়া অষ্টধাতুর সেই সিংহবাহিনীর চন্ডী মূর্তিকেই দেবী দুর্গা হিসাবেই পুজো করার নির্দেশ পান চাঁচল রাজার পরিবার। আর সেই থেকেই এখনও প্রথা মেনে সপ্তমীর ভোরে ঠাকুরবাড়ি থেকে অষ্টধাতুর প্রতিমা শোভাযাত্রা করে চণ্ডীমণ্ডপে নিয়ে গিয়ে মৃন্ময়ী দেবী প্রতিমার পাশে বসানো হয়। রীতি মেনে অষ্টমীর দিন কুমারী পুজো হয়। চণ্ডীমণ্ডপের দেবী তাদের সুরক্ষিত রেখেছেন, সেই বিশ্বাসে ওই পুজোয় একবারের জন্য হলেও হাজির হন স্থানীয়রা। আবার দশমীর সন্ধ্যায় বিসর্জনে রীতি মেনে দেবীকে আজও আলো দেখান স্থানীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ।

চাঁচল রাজবাড়ি ট্রাস্ট এস্টেটের সম্পাদক তথা সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক পার্থ চক্রবর্তী বলেন, স্থানীয়রা এই পুজোকে ঘিরে সব রকম ভাবে সহযোগিতা করেন। তবে বাজেট যাই হোক পুজোয় কোনও খামতি থাকে না।

ঘাটালে সারথি সাইকেল বিলি বিধায়ক শীতল কপাটের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের পান্না হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হল সারথি সাইকেল। পড়াশোনার সুবিধা বৃদ্ধি এবং যাতায়াতের সমস্যা কমানোর লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে ছাত্রছাত্রীদের হাতে সাইকেল তুলে দেন ঘাটাল বিধানসভার বিধায়ক শীতল কপাট এবং ঘাটালের বিডিও অভিক বিশ্বাস। এই উদ্যোগের ফলে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যাতায়াত আরও সহজ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি, পড়াশোনার ক্ষেত্রে তারা আরও উৎসাহিত হবে বলেও মনে করা হচ্ছে।

আসানসোলের বিজেপির জেলা কার্যালয়ের ভূমি পুজোতে সুনীল বানসাল। রয়েছেন আসানসোল উত্তরে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, বারাবনির বিধায়ক অরিজিৎ রায়। পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি এবং পশ্চিম বর্ধমানের বিজেপি জেলা সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য।

আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আদিবাসী সমাজকে নেশামুক্ত করা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের লক্ষ্যে এবার সরব হলো 'আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান'। একগুচ্ছ জনস্বার্থমুখী দাবিকে সামনে রেখে মঙ্গলবার কাঁকসা থানার ভারপ্রাপ্ত আইসি-র হাতে একটি ডেপুটেশন বা স্মারকলিপি প্রদান করেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কাঁকসা ব্লকের বিভিন্ন আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে হাঁড়িয়া, বিভিন্ন দেশি মদ এবং অন্যান্য বিষাক্ত নেশাজাতীয় দ্রব্য বিক্রি করা হচ্ছে। এই মাদকের ফাঁদে পড়ে বিপথগামী হচ্ছে এলাকার উঠতি বয়সের তরুণ ও যুবকেরা। বিশেষ করে গ্রাম্য এলাকায় আয়োজিত ফুটবল প্রতিযোগিতার আসরগুলিতেও অসাধু ব্যবসায়ীরা দেদার নেশার সামগ্রী বিক্রি করছে। এর ফলে অনেক প্রতিভাবান তরুণ খেলোয়াড় খেলাধুলার জগৎ থেকে বিচ্যুত হয়ে নেশার অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। তাই অবিলম্বে থানা এলাকার সমস্ত অবৈধ মদের ভাটি ও নেশার ব্যবসা বন্ধ করতে প্রশাসনকে কঠোর ও সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, রাতের বেলা গভীর সময় পর্যন্ত সাউন্ড সিস্টেম বাজিয়ে বিভিন্ন বিচিত্রানুষ্ঠান বা সামাজিক আয়োজনের ওপর রাশ টানার আর্জি জানানো হয়েছে। ডেপুটেশন প্রদানকারীদের অভিযোগ, রাতের বেলা অনিয়ন্ত্রিত অনুষ্ঠান চলাকালীন সেখানে নেশার আসর বসে, যার জের ধরে পরবর্তীতে নানা অসামাজিক কাজকর্ম ও অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। মাদক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার পাশাপাশি শিক্ষার প্রসারেও গুরুত্ব দিয়েছে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান। কাঁকসা ব্লকের অন্তর্গত মাজুড়িয়ার 'একলব্য' মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনে দ্রুত 'সাঁওতালি ভাষা' চালু করার দাবি তুলেছেন তারা।

ডায়মন্ড হারবারে নজর কাড়ছে সরিষা নবাসনের রাম মন্দির থিমের দুর্গাপূজা

দেবাশিস দে

সরিষা: দুর্গাপূজার আবহে সেজে উঠছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকা। জেলার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারের পুজো পরিক্রমায় এবছর বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠতে চলেছে সরিষা নবাসন পশ্চিমপাড়ার দুর্গাপূজা। চলতি বছরে তাদের পুজো পদার্পণ করল একাদশ বর্ষে। আর এই বিশেষ বর্ষপূর্তিকে স্মরণীয় করে রাখতে উদ্যোক্তারা বেছে নিয়েছেন অযোধ্যার সুবিখ্যাত রাম মন্দিরের আদলে থিম ভাবনা। মণ্ডপজুড়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে রাম মন্দিরের নান্দনিক স্থাপত্যশৈলী এবং পৌরাণিক নানা আখ্যান। উৎসবের দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মণ্ডপ প্রাঙ্গণে জোরকদমে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। ইতিমধ্যে মণ্ডপসজ্জা ও কাঠামোর মূল কাজ প্রায় শেষের মুখে। মণ্ডপের পাশাপাশি সংলগ্ন পথজুড়ে স্থানীয় শিল্পীরা ফুটিয়ে তুলছেন দৃষ্টিনন্দন পট ও আলপনার বৈচিত্র্যময় নকশা। দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আলোর ব্যবহারে আনা হয়েছে অভিনবত্ব। মূল পুজোমণ্ডপে বসানো হচ্ছে শক্তিশালী লেজার লাইট ও চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা। বিশেষ করে মণ্ডপ সংলগ্ন পুকুরের মাঝে এলইডি স্ক্রিন এবং আলোর সুরম্য প্রতিচ্ছবি পুজোপ্রেমীদের জন্য এক বাড়তি আকর্ষণ তৈরি করতে চলেছে। মণ্ডপের ভেতরের দেওয়াল সাজিয়ে তোলা হয়েছে রামায়ণের বিভিন্ন দৃশ্যপট ও শৈল্পিক কারুকার্যে।

উদ্যোক্তারা কেবল মণ্ডপসজ্জাতেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেননি, পুজোর কটাদিন সাধারণ মানুষকে আনন্দ দিতে সাজিয়ে তোলা হয়েছে একাধিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। সেই উদ্দেশ্যে মণ্ডপের ঠিক পাশেই তৈরি করা হয়েছে একটি সুবিশাল মুক্তমঞ্চ। জানা গিয়েছে, মহাষষ্ঠী থেকে শুরু করে বিজয়া দশমী পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যায় ওই মঞ্চে নামিদামি শিল্পীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হবে জমজমাট বিচিত্রানুষ্ঠান। গান, নাচ এবং নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মেলবন্ধনে উৎসব প্রাঙ্গণ উৎসবমুখর থাকবে গোটা পুজোয়। অনন্য প্রতিমা দর্শন, লেজার শো, পুকুরের জলঘেরা আলোকচ্ছটা এবং রাম মন্দিরের রাজকীয় রূপ,সব মিলিয়ে এবার দর্শনার্থীদের ঢল নামবে বলেই আশাবাদী উদ্যোক্তারা। এলাকা তো বটেই, ডায়মন্ড হারবার ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পুজোপ্রেমী মানুষের ভিড় টানতে সরিষা নবাসনের পশ্চিমপাড়া এখন পুরোপুরি তৈরি। মণ্ডপের শেষ মুহূর্তের তুলির টানে এখন শুধু অপেক্ষা দেবী মায়ের আবাহনের।

দূষণ রুখতে শিল্পাঞ্চলে ই-বাস দুর্গাপুর-আসানসোলের পথে নামল ৫টি নতুন বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: শিল্পাঞ্চলের দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবহন ব্যবস্থাকে আরও পরিবেশবান্ধব করে তোলার লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ। দুর্গাপুর ও আসানসোলের গণপরিবহণ ব্যবস্থায় যুক্ত হল ৫টি অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিক বাস। বুধবার দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার বাস টার্মিনাস থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই বাস পরিষেবার সূচনা হয়। সম্পূর্ণ বাতানুকূল এই বাসগুলিতে যেমন যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে, তেমনই বিশেষভাবে সক্ষম যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে। প্রতিটি বাসের মূল্য ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। শিল্পাঞ্চলে যানবাহনের ধোঁয়া থেকে সৃষ্ট দূষণ কমানো এবং গণপরিবহনকে আরও আধুনিক করে তোলার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। ন্যাশনাল ক্লিন এয়ার প্রোগ্রাম-এর আওতায় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আর্থিক সহায়তায় কেনা হয়েছে এই পাঁচটি বৈদ্যুতিক বাস। জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে বিদ্যুৎচালিত বাসের ব্যবহার বাড়লে পরিবহন ক্ষেত্র থেকে নির্গত দূষণ কমানোর ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। নতুন বাসগুলির পরিষেবা চালু হচ্ছে তিনটি রুটে। দুর্গাপুর-বর্ধমান রুটে চলবে দুটি বাস। দুর্গাপুর থেকে বানপুর হয়ে আসানসোল রুটে পরিষেবা দেবে আরও দুটি বাস। বাকি একটি বাস চলবে দুর্গাপুর শহরের অভ্যন্তরীণ রুটে। ফলে একদিকে যেমন দুর্গাপুর ও বর্ধমানের মধ্যে যাতায়াতের সুযোগ বাড়বে, তেমনই দুর্গাপুর-আসানসোল রুটেও যাত্রীদের জন্য যুক্ত হবে নতুন পরিবহনের বিকল্প। শহরের ভিতরে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও বাড়বে পরিষেবা। আধুনিক এই বাসগুলিতে বাতানুকূল ব্যবস্থা ও বিশেষভাবে সক্ষম যাত্রীদের সুবিধার উপর গুরুত্ব দেওয়ায় যাত্রী পরিষেবার মানোন্নয়নেরও আশা করা হচ্ছে। তবে শিল্পাঞ্চলের দূষণ নিয়ন্ত্রণে এই উদ্যোগ কতটা কার্যকর হবে, তা নির্ভর করবে বৈদ্যুতিক বাসের নিয়মিত চলাচল, পরিষেবার ধারাবাহিকতা এবং সামগ্রিক পরিবহন ব্যবস্থায় তার প্রভাবের উপর। দুর্গাপুর সিটি সেন্টার বাস টার্মিনাসে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘড়ুই, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রণব কুমার ঘোষ-সহ পরিবহন দপ্তরের আধিকারিকেরা। শিল্পাঞ্চলের দূষণ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি যাত্রী পরিষেবার আধুনিকীকরণ, এই দুই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই দুর্গাপুর ও আসানসোলের পরিবহন ব্যবস্থায় যুক্ত হল নতুন পাঁচ বৈদ্যুতিক বাস।

দুর্গাপুরের উর্বশী সর্বজনীন

ফেলে দেওয়া সামগ্রীতেই তৈরি দুর্গাপুরে 'মঙ্গল ঘট'

সোমনাথ মুখার্জি

দুর্গাপুর: ফেলে দেওয়া সামগ্রীকেও সৃজনশীল ভাবনায় নতুন রূপ দেওয়া যায়। পরিবেশবান্ধব শিল্পভাবনার সেই বার্তাই এবারের দুর্গাপুজোয় তুলে ধরছে দুর্গাপুরের উর্বশী সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। এ বছর ২৩তম বর্ষে পদার্পণ করেছে এই পুজো। মণ্ডপের থিম 'মঙ্গল ঘট'। ডাবের খোলা, নারকেল গাছের পাতা ও নারকেলের ছোবড়ার মতো ফেলে দেওয়া সামগ্রী দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপ। সোমবার, দুর্গাপুজোর দ্বিতীয়ায় সন্ধ্যায় বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুজোর উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুই, আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী সোমাত্মানন্দ মহারাজ এবং বিশিষ্ট উদ্যোগপতি বিশ্বদেব দে-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। উদ্বোধন ঘিরে পুজো প্রাঙ্গণে ছিল উৎসবের আবহ। উদ্বোধনের পর ঢাকের তালে তালে নাচে মেতে ওঠেন উর্বশী সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির মহিলা সদস্যরা।

৫৯ বছরে পদার্পণ পানাগড় অগ্রগামী ক্লাবের দুর্গাপুজোর

সুজিত ভট্টাচার্য

কাঁকসা: সময়ের পথ পেরিয়ে এবার গৌরবময় ৫৯ বছরে পদার্পণ করল পানাগড় অগ্রগামী ক্লাবের দুর্গাপূজা। প্রতি বছরই কাঁকসা ব্লকের অন্যতম আকর্ষণীয় ও দর্শনার্থীদের নজরকাড়া এই পুজো ঘিরে ইতিমধ্যেই চরম উৎসাহ ও উদ্দীপনা শুরু হয়েছে এলাকাবাসীর মধ্যে। উন-ষাট তম বর্ষের এই বিশেষ উৎসবকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং দর্শকদের মন জয় করতে এবার এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে ক্লাব কতৃপক্ষ। এবছর মণ্ডপ সজ্জায় থাকছে এক চমকপ্রদ অভিনবত্ব। কাল্পনিক এক পুরোনো দিনের মন্দিরের আদলে তৈরি হচ্ছে এবারের মূল দুর্গামণ্ডপ। বাঁশ ও কাপড়ের পাশাপাশি নিপুণভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে প্লাইউট। বিভিন্ন সুনিপুণ কারুকার্য এবং আধুনিক রঙের প্রলেপে আস্ত মন্দিরটিকে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তোলার কাজ চলছে জোরকদমে। মণ্ডপের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখেই তৈরি করা হচ্ছে সুদৃশ্য দেবী প্রতিমা। প্রতিবছরের মতো এবারও রাজ্য

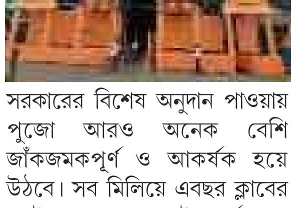

সরকারের বিশেষ অনুদান পাওয়ায় পুজো আরও অনেক বেশি জাঁকজমকপূর্ণ ও আকর্ষক হয়ে উঠবে। সব মিলিয়ে এবছর ক্লাবের মোট পুজোর বাজেট ধার্য করা হয়েছে প্রায় আট লক্ষ টাকা। শুধুমাত্র মণ্ডপ বা প্রতিমা নয়, পুজোকে কেন্দ্র করে থাকছে নানা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চমক। জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পুজোর চার দিন ধরেই মণ্ডপ চত্বরে বিভিন্ন মনোগ্রাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও জনকল্যাণমূলক সামাজিক কাজের আয়োজন করা হয়েছে। এবারের পুজো প্রসঙ্গে ক্লাবের অন্যতম সদস্য সুকুমার ঘোষ জানান, 'আমাদের এই পুজো প্রতি বছরই বেশ জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া পুজোটি রাস্তার একদম পাশেই হওয়ায় দর্শনার্থীদের ভিড় সামলানো এবং যানজট নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে এ বছর প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ সাহায্য চাওয়া হয়েছে। পুলিশের পাশাপাশি আমাদের ক্লাবের প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকরাও মণ্ডপ চত্বরে সার্বক্ষণিক মোতায়েন থাকবেন, যাতে সাধারণ দর্শনার্থীরা কোনো রকম অসুবিধা ছাড়াই সুন্দরভাবে পুজো ও প্রতিমা দর্শন করতে পারেন।'

সাড়ে তিন শতকের ঐতিহ্য

উত্তরপাড়ায় বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ বাড়ির ঐতিহাসিক দুর্গাপুজো

বনস্পতি দে

উত্তরপাড়া: এই শহরেরই গঙ্গাতীরবর্তী এক ঐতিহ্যবাহী ভবনে প্রতি বছর অত্যন্ত আড়ম্বর ও নিষ্ঠার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও যুগান্তর দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর পরিবারের দুর্গাপূজা।

গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ঐতিহাসিক শহর উত্তরপাড়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পরিচিত। সাড়ে তিন শতকেরও বেশি পুরোনো এই পূজাটি বাংলার অনন্য সামাজিক ঐতিহ্য এবং স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসকে আজও সযত্নে বহন করে আসছে। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের পূর্বপুরুষরা এই পূজার সূচনা করেছিলেন। পরবর্তীতে এই পরিবারেরই উজ্জ্বল নক্ষত্র অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। ঋষি অরবিন্দ ঘোষের অনুপ্রেরণায় এবং বাঘা যতীন, রাসবিহারী বসু প্রমুখ মহান বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলে তিনি বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলনের ভিত শক্ত করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে

উত্তরপাড়ার এই চট্টোপাধ্যায় ভবনটি বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম একটি গোপন কেন্দ্র বা নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ব্রিটিশ পুলিশের নজর এড়িয়ে এই ঐতিহাসিক বাড়িতেই বহু গোপন পরিকল্পনা ও বৈঠক অনুষ্ঠিত হতো। মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস-সহ তৎকালীন প্রথম সারির বহু জাতীয় নেতা ও বিপ্লবী বিভিন্ন সময়ে এই ভবনে এসেছেন এবং দুর্গোৎসবের দিনগুলোতেও অনেকে এখানে সমবেত হয়েছেন। এই পূজার রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের মধ্যেও রয়েছে এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। চট্টোপাধ্যায় বাড়ির পূজায় দেবী দুর্গা আবহমান কাল ধরে চিরাচরিত একচালা প্রতিমাতেই পূজিত হয়ে আসছেন। দেবীর রূপ, সাজসজ্জা এবং কাঠামো সম্পূর্ণ প্রাচীন ও সাবেকি রীতির। এই পূজায় শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুই ধারার অপূর্ব মিলন দেখা যায়। পূজায় কোনও পশুবলি বা হিংসার প্রথা নেই বরং তাঁর পরিবর্তে চালকুমড়ো বা আঁখ বলিদানের প্রতীকী নিয়ম অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয়। পরাধীন ভারতের দিনগুলোতে পূজার আনন্দমুখর আবরণের আড়ালে এই মণ্ডপ চত্বর থেকেই বিপ্লবীদের নানা বার্তা ও কর্মপন্থা পরিচালিত হতো। বহু বিপ্লবী ছদ্মবেশেই এই পূজায় অংশ নিতেন এবং মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করতেন। বর্তমান সময়ে পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে ও কর্মব্যস্ততার মধ্যে থাকলেও দুর্গাপূজার চারটে দিন উত্তরপাড়ার এই মূল ভিটেয় সকলেই এক ছাদের নিচে সমবেত হন। পরিবারের সমস্ত নিয়মকানুন, আচার ও মন্ত্রোচ্চারণ প্রাচীন পুঁথি মেনেই সম্পন্ন হয়। কালের নিয়মে পরাধীনতার দিনগুলো অতীত হয়েছে, স্বাধীনতা সংগ্রাম আজ ইতিহাস, কিন্তু চট্টোপাধ্যায় বাড়ির দুর্গোৎসবে একটুও ভাঁটা পড়েনি সেই পৈতৃক ঐতিহ্যের জৌলুসে। আধুনিক থিম কিংবা জাকজমকপূর্ণ পূজার ভিড়েও উত্তরপাড়ার এই ঐতিহাসিক বাড়ির পূজা নিজস্ব কৌলিন্য ও গাম্ভীর্যে উজ্জ্বল। স্থানীয় মানুষ থেকে শুরু করে দূর-দূরান্তের ইতিহাসপ্রেমী পর্যটকরা প্রতি বছর মহাঅষ্টমী ও মহানবমীর দিন এই ঐতিহাসিক বাড়িটিতে দেবীর দর্শন করতে এবং বিপ্লবীদের স্মৃতিবিজড়িত আবহ অনুভব করতে ভিড় জমান। উত্তরপাড়ার বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির দুর্গাপূজা তাই কেবল একটি পারিবারিক ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি একাধারে ভক্তি, গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এবং বাংলার স্বাধীনতাসংগ্রামের এক অমূল্য দলিল।

কুলটিতে সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধনে সুনীল বনসল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: মঙ্গলবার কুলটি বিধানসভার সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (সাংগঠনিক) সুনীল বনসল। কুলটিতে এই সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। মূলত, এই সেবা কেন্দ্রে এসে সমগ্র বিধানসভার মানুষ বিভিন্ন রকম সমস্যার সমাধানের জন্য বিধায়ক তথা মন্ত্রী ডাক্তার অজয় পোদ্দারের কাছে সমাধান চাইতে পারবেন। এদিনের অনুষ্ঠানে সুনীল বনসল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী ডা. অজয় পোদ্দার, রাজ্যের অপর মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল-সহ আসানসোল লোকসভার অন্তর্গত একাধিক বিধায়ক। সুনীল বনসল বলেন, 'রাজ্যে পরিবর্তনের পর বিজেপি প্রতীকে জয়ী সমস্ত বিধায়করা নিজের নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে সেবা কেন্দ্র খুলেছেন। কুলটি বিধানসভাতেও এইরকমই সেবা কেন্দ্র খোলা হল। এরফলে সাধারণ মানুষ সমস্ত রকম সুবিধা অসুবিধার কথা এই কেন্দ্রে এসে জানাতে পারবেন। শুধু তাই নয় এই কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পের কথা জানতে পারবেন সাধারণ বাসিন্দারা। এর ফলে প্রকল্পের সুবিধা পাবেন স্থানীয় বাসিন্দারা।' দুর্গা পুজো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বিগত সরকারের আমলে আইনি জটিলতা এবং রাজনীতি কবলে পড়ে বহু জায়গায় দুর্গা পুজো করা সম্ভব হতো না। কিন্তু বর্তমান সরকার সমস্ত দুর্গাপুজো উদ্যোক্তাদের পাশে আছে। যার ফলে এবছর বাংলার আপামর জনগণ উৎসবে মেতে উঠবেন।' উল্লেখ্য, এদিন আসানসোল জাতীয় সড়ক সংলগ্ন বিজেপির জেলা পার্টি অফিসের ভূমি পুজো অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন বিধায়কদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সুনীল বনসল।

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"

[কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৩০ অনুযায়ী]
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "এনসিটি অফ দিল্লি"-তে পরিবর্তনের জন্য বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর বিষয়ে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ১৩(৪) নং ধারা এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৩০(৫) (এ) এর বিষয়ে
এবং
গৌরাঙ্গ রিটেল প্রাইভেট লিমিটেড
(CIN : U47890WB2025PTC276296)
যার নিবন্ধিত কার্যালয় ৫ম-ফ্লোর, ফ্ল্যাট-৫ডি/১, হোল্ডিং-১০৫, নলতা নব মহাজাতি রোড, দমদম, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২৮, ভারত সম্পর্কিত
...আবেদনকারী/দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, ১১ জুলাই ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ রেজোলিউশন অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর পরিবর্তনের অনুমোদনের জন্য কোম্পানি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর অধীনে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করেছে, যাতে কোম্পানি তার নিবন্ধিত কার্যালয় "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "এনসিটি অফ দিল্লি"-তে পরিবর্তন করতে পারে।
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যে কোনও ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি এমসিএ-২১ পোর্টালে **(www.mca.gov.in)** ইনভেস্টর কমপ্লেন্ট ফর্ম দাখিল করে পাঠাতে পারেন অথবা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং থ্রিএফ/১৬, এএ-থ্রিএফ রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৩৫ ঠিকানায় আঞ্চলিক অধিকর্তা, পূর্বাঞ্চল, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক-এর কাছে তার স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা সহ তার আপত্তি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাতে বা পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারেন, এবং ৫ম-ফ্লোর, ফ্ল্যাট-৫ডি/১, হোল্ডিং-১০৫, নলতা নব মহাজাতি রোড, দমদম, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২৮, ভারত-এ অবস্থিত নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানায় আবেদনকারী কোম্পানিকে একটি অনুলিপি পাঠাতে হবে।

গৌরাঙ্গ রিটেল প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
বিশ্বেশ কুমার শর্মা
পরিচালক
তারিখ : ১৪.১০.২০২৬
স্থান : কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
ডিআইএন : ১১৬৯৭৪৬০

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"

[কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৩০ অনুযায়ী]
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "এনসিটি অফ দিল্লি"-তে পরিবর্তনের জন্য বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর বিষয়ে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ১৩(৪) নং ধারা এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৩০(৫) (এ) এর বিষয়ে
এবং
গোল্ডেন ক্রাস্ট ফুডওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
(CIN : U56100WB2025PTC275602)
যার নিবন্ধিত কার্যালয় ফ্ল্যাট নং বি৩ ৫৫৫ আইরি অ্যাপার্টমেন্ট, পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৬০ সম্পর্কিত
...আবেদনকারী/দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, ১১ জুলাই ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ রেজোলিউশন অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর পরিবর্তনের অনুমোদনের জন্য কোম্পানি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর অধীনে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করেছে, যাতে কোম্পানি তার নিবন্ধিত কার্যালয় "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "এনসিটি অফ দিল্লি"-তে পরিবর্তন করতে পারে।
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যে কোনও ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি **এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) ইনভেস্টর কমপ্লেন্ট ফর্ম দাখিল করে পাঠাতে পারেন** অথবা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর প্লট নং থ্রিএফ/১৬, এএ-থ্রিএফ রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৩৫ ঠিকানায় আঞ্চলিক অধিকর্তা, পূর্বাঞ্চল, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক-এর কাছে তার স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা সহ তার আপত্তি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাতে বা পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারেন, এবং ফ্ল্যাট নং বি৩ ৫৫৫ আইরি অ্যাপার্টমেন্ট, পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৬০-এ অবস্থিত নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানায় আবেদনকারী কোম্পানিকে একটি অনুলিপি পাঠাতে হবে।

গোল্ডেন ক্রাস্ট ফুডওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
বিশ্বেশ কুমার শর্মা
পরিচালক
তারিখ : ১৪.১০.২০২৬
স্থান : কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
ডিআইএন : ১১৬৯৭৪৬০

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লিমিটেড নীচে উল্লিখিত গাড়িগুলির ক্ষেত্রে একটি নিলামের আয়োজন করেছে।

বিক্রয়ের জন্য গাড়ি

১) মডেল নং : **BOLERO_MAX**
গাড়ির নং : **WB178036**
উৎপাদনের বছর- ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য - ৫৬৩৮৮২.০২৬৫

২) মডেল নং : **TATA_INTRA _V50**
গাড়ির নং : **WB33L9815**
উৎপাদনের বছর : ২০২৫
সংরক্ষিত মূল্য : ৫৫৬১০৬.৮৫

৩) মডেল নং : **TATINTV30**
গাড়ির নং : **WB11F8332**
উৎপাদনের বছর : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য : ৪৫৩৩২৪.৩৯৭৫

৪) মডেল নং : **CB_TATA Ace**
গাড়ির নং : **WB11F9885**
উৎপাদনের বছর : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য : ৬০২৯১৬.২১

৫) মডেল নং : **TACEGOLDSL**
গাড়ির নং : **WB33F3246**
উৎপাদনের বছর : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য : ৩৪১০১৫.১০৩

মেসার্স কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি. -এর কাছে হাইপোথিকেশনের অধীনে থাকা এটি "**যেমন আছে যেখানে আছে**" শর্তে বিক্রয় করা হচ্ছে।
আগ্রহী পক্ষগুলি বিজ্ঞাপনের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে তাদের কোটেশন এখানে জমা দিতে পারেন

কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.
২২, ক্যামাক স্ট্রিট, ৫ম ফ্লোর,
বি ব্লক, কলকাতা - ৭০০০১৬
অথবা যোগাযোগ করুন :
গৌতম সাহা - ৯৮৩৬১০৯৩১৭/
সুমিত ভার্মা - (৯৮৭৫৪০৪৮৪৭)

ফর্ম জি
এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট বা আগ্রহ প্রকাশের আহ্বান

কলকাতায় প্লাস্টিক শিল্পে কার্যরত অলফ্লেক্স প্লাস্টিক এলএলপি-এর জন্য
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া) প্রবিধানমালা, ২০১৬-এর প্রবিধান ৩৬এ-এর উপ-প্রবিধান (১)-এর অধীনে)

ক্র. নং	প্রাসঙ্গিক বিবরণ	
১"	কর্পোরেট ডেটরের নাম এবং প্যান ও সিআইএন/এলএলপি নং	অলফ্লেক্স প্লাস্টিক এলএলপি প্যান: ABBFA3752B LLPIN: AAD-1074
২	নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা	৭, ছাতাওয়ালা গলি, কলকাতা ৭০০০১২, পশ্চিমবঙ্গ
৩	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪	যে স্থানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিবরণ	সাঁকরাইল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, জলাধূলাগড়ি, হাওড়া-৭১১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ।
৫	প্রধান পণ্য/পরিষেবাগুলির ইনস্টল করা ক্ষমতা	বর্তমানে, কর্পোরেট ডেটরটি চালু নেই এবং কর্পোরেট ডেটরের নামে কোনো সম্পদ নেই।
৬	গত আর্থিক বছরে বিক্রিত প্রধান পণ্য/পরিষেবাগুলির পরিমাণ এবং মূল্য	বর্তমানে, কর্পোরেট ডেটরটি চালু নেই এবং এটি কোনো গোয়িং কনসার্ন নয়। ৩১.০৩.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য পরিচালনা থেকে আয় হলো ৪৪,৯৮,৭৯,৯৫৮.৯০/- টাকা। ইনস্টল করা ক্ষমতা ছিল প্রতি মাসে ৮০০ এমটি বা ৮ কোটি।
৭	কর্মচারী/শ্রমিকদের সংখ্যা	নেই
৮	গত দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবরণী (তফসিল সহ), পাওনাদারদের তালিকা সহ আরও বিস্তারিত বিবরণ যে ইউআরএল (URL)-এ উপলব্ধ:	**নিচে দেওয়া গুগল ড্রাইভ লিঙ্কে উপলব্ধ:** https://drive.google.com/drive/folders/1N3dDyo4nUQt0wnpQIBKaTSOOH-7P6L_D?usp=drive_link
৯	কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) -এর অধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের যোগ্যতা যে ইউআরএল -এ উপলব্ধ:	**নিচে দেওয়া গুগল ড্রাইভ লিঙ্কে উপলব্ধ:** https://drive.google.com/drive/folders/1N3dDyo4nUQt0wnpQIBKaTSOOH-7P6L_D?usp=drive_link
১০	আগ্রহ প্রকাশের প্রাপ্তির শেষ তারিখ	২৪.১০.২০২৬
১১	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের অস্থায়ী তালিকা প্রকাশের তারিখ	২৯.১০.২০২৬
১২	অস্থায়ী তালিকার উপর আপত্তি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৩.১১.২০২৬
১৩	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ	০৪.১১.২০২৬
১৪	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের কাছে ইনফরমেশন মেমোরেন্ডাম, ইভ্যালুয়েশন ম্যাট্রিক্স এবং রেজোলিউশন প্ল্যানের জন্য অনুরোধ জারির তারিখ	০৪.১১.২০২৬
১৫	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৪.১২.২০২৬
১৬	আগ্রহ প্রকাশের জমা দেওয়ার প্রসেস ইমেইল আইডি	allflexplasticllp.cirp@gmail.com

স্বাক্ষরিত/-
হংসরাজ জারিয়া
রেজোলিউশন প্রফেশনাল
অলফ্লেক্স প্লাস্টিক এলএলপি (সিআইআরপি -এর অধীনে)
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং: IBBI/IPA-002/IP-N00835/2019-2020/12663
নিবন্ধিত ঠিকানা: ৩৬, অবিনাশ শাসমল লেন, বেলেঘাটা, ফুলবাগান, পবনপুত্র হোটেলের কাছে, কলকাতা-৭০০০১০, পশ্চিমবঙ্গ
ইমেইল: hansrajjaria@gmail.com | allflexplasticllp.cirp@gmail.com
এএফএ -AA2/12663/02/300627/204411, বৈধতার মেয়াদ - ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত
তারিখ: ১৪.১০.২০২৬
স্থান: কলকাতা

ফর্ম নং আইএনসি-২৬

[কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৩০ অনুযায়ী]
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ১৩ নং ধারার উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৩০ এর উপ-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) এর বিষয়ে
এবং
এম.জে. এনক্লেভ প্রাইভেট লিমিটেড এর বিষয়ে, যার নিবন্ধিত কার্যালয় ১, উড স্ট্রিট, ২য় ফ্লোর ফ্ল্যাট নং ২০১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৬-এ অবস্থিত
... আবেদনকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ রেজোলিউশন অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর পরিবর্তনের অনুমোদনের জন্য কোম্পানি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর অধীনে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করেছে, যাতে কোম্পানি তার নিবন্ধিত কার্যালয় "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "অসম রাজ্য"-এ পরিবর্তন করতে পারে।
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যে কোনও ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) ইনভেস্টর কমপ্লেন্ট ফর্ম দাখিল করে পাঠাতে পারেন অথবা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে চোদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ ফ্লোর, প্লট নং থ্রিএফ/১৬, এএ-থ্রিএফ রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০ ১৩৫ ঠিকানায় আঞ্চলিক অধিকর্তা, পূর্বাঞ্চল, কলকাতা-র কাছে তার স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা সহ তার আপত্তি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাতে বা পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারেন, এবং উপরে উল্লিখিত নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানায় আবেদনকারী কোম্পানিকে একটি অনুলিপি পাঠাতে হবে।

আবেদনকারীর পক্ষে
এম.জে. এনক্লেভ প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
বিবেক আনন্দ সিংঘল
ডিরেক্টর
তারিখ : ১৩/১০/২০২৬
স্থান : কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
সাউথ কলকাতা ব্রাঞ্চ
১১১ এবং ২বি এস পি মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০২৬

পরিশিষ্ট - ৪ {রুল-৮(১)}
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এবং ৯ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **০১.০৮.২০২৬ তারিখে** একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন, যেখানে **১. মেসার্স লেটস কনভার্স কনসালটিং প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা),** ঠিকানা মার্লিন লিঙ্কস, ১৬৬বি, এস.পি. মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০২৬, এবং আরও প্রেমিসেস নং ২৬/১বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), পোঃ - ঢাকুরিয়া, থানা - লেক, কলকাতা - ৭০০০৩১, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **২. শ্রীমতী নেহা শর্মা (পরিচালক, গ্যারান্টার এবং বন্ধকদাতা), পিতা- শ্রী মহেশ শর্মা,** ঠিকানা ১২, মনুজেন্দ্র দত্ত রোড, কুমার অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০০২৮ এবং ৩৯/১/৪, পোস্ট অফিস রোড, পোঃ এবং থানা - দমদম, কলকাতা - ৭০০০২৮, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, এবং আরও মার্লিন লিঙ্কস, ১৬৬বি, এস.পি. মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০২৬, এবং প্রেমিসেস নং ২৬/১বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), পোঃ - ঢাকুরিয়া, থানা - লেক, কলকাতা - ৭০০০৩১, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **৩. শ্রী রমেন্দ্র নাথ মুখার্জি (পরিচালক, গ্যারান্টার),** ১৭, টি.সি. মুখার্জি স্ট্রিট, রিষড়া, হুগলী - ৭১২২৪৮ এবং আরও মার্লিন লিঙ্কস, ১৬৬বি, এস.পি. মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০২৬, যাদের আমাদের সাউথ কলকাতা ব্রাঞ্চে ঋণ হিসাব (ওসিসি অ্যাকাউন্ট : **৭১৯০৮১৬৯৩৮**) রয়েছে, তাদেরকে নোটিশে উল্লিখিত ০১.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী **৮১,৯৭,০০৩.০০ টাকা** (একাশি লক্ষ সাতানব্বই হাজার তিন টাকা) উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা এই অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩ (৪) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের অক্টোবর মাসের ১৩ তারিখে** নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা যেন এই সম্পত্তির সাথে কোনও লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তির সাথে যে কোনও লেনদেন **০১.০৮.২০২৬ তারিখ** অনুযায়ী **৮১,৯৭,০০৩.০০ টাকা** (একাশি লক্ষ সাতানব্বই হাজার তিন টাকা) এবং তার উপর ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী সুদ ও অন্যান্য চার্জের জন্য ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর চার্জের অধীন হবে। আমরা সারফেসি অ্যাক্ট-এর ধারা ১৩(৮) এবং এর অধীনে প্রণীত রুলসের বিধানগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যা সিকিউরিটির উপর আপনাদের খালাসের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

স্বত্বাধিকারী	জমির আয়তন	দলিলের বিবরণ
শ্রীমতী নেহা শর্মা কন্যা- শ্রী মহেশ শর্মা	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৭২০ বর্গফুট (বিল্ট আপ এরিয়া ৬০০ বর্গফুট) কম বা বেশি, যা প্রাঙ্গণ নং ২৬/১বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ)-এ অবস্থিত, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৯২, অ্যাসিসি নং ২১০৯২১২০১৩৯৪, থানা- লেক, কলকাতা - ৭০০০৩১, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা। মৌজা - ঢাকুরিয়া, জে.এল. নং ১৮, খতিয়ান নং ২১৩ এর অধীনে ২১৪, দাগ নং ১০৫৭ এবং ১০৫৮। **জমির চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে :** ১০ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা; **দক্ষিণে :** সাধারণ পথ দ্বারা; **পূর্বে :** সাধারণ পথ দ্বারা; **পশ্চিমে :** ১২ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা। **সম্পত্তিটি শ্রীমতী নেহা শর্মা, কন্যা- শ্রী মহেশ শর্মা-এর নামে রয়েছে।**	দলিল নং (I-18705/22) ২০২২ সালের জন্য

তারিখ : ১৩.১০.২০২৬, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ফর্ম নং INC-25A

পাবলিক কোম্পানিকে প্রাইভেট কোম্পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশের বিজ্ঞাপন
আঞ্চলিক অধিকর্তা (Regional Director), **কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক** (Ministry of Corporate Affairs), **পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চল** (Eastern Region)
এর সমীপে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৪ এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৪১ এর অধীন বিষয়সমূহ
এবং
মেসার্স ব্রেনওয়েভ অ্যাপ্লিকেশন্স লিমিটেড (CIN : U70109WB1985PLC039108), যার নিবন্ধিত কার্যালয় ৩/১ ডঃ ইউ. এন. ব্রহ্মচারী স্ট্রিট, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত, সংক্রান্ত বিষয়
....আবেদনকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানিটি উক্ত রুলস সহ পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৪ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করতে ইচ্ছুক এবং রূপান্তরটি কার্যকর করার সুবিধার্থে **সোমবার, ৫ই অক্টোবর, ২০২৬** তারিখে অনুষ্ঠিত অসাধারণ সাধারণ সভায় (Extraordinary General Meeting) গৃহীত বিশেষ প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হতে আগ্রহী। কোম্পানির প্রস্তাবিত এই পরিবর্তন/মর্যাদা দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি তার স্বার্থের প্রকৃতি এবং বিরোধিতার কারণ দর্শিয়ে একটি হলফনামা (affidavit) সহ তার আপত্তি সরাসরি, অথবা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে আঞ্চলিক অধিকর্তা (পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চল)-র নিকট কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং IIIF/16, AA-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫ এই ঠিকানায় এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে জমা দিতে বা পাঠাতে পারেন এবং তার একটি কপি নিচে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।
নিবন্ধিত কার্যালয় ঃ ৩/১ ডঃ ইউ. এন. ব্রহ্মচারী স্ট্রিট, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ। **ব্রেনওয়েভ অ্যাপ্লিকেশন্স লিমিটেড এর পক্ষে এবং তরফে**
প্রতীক সুরকা
পরিচালক স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৪.১০.২০২৬
DIN : 01165577

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
চৌরঙ্গী স্কোয়ার ব্রাঞ্চ

বৈঁক আঁফ় ইংডিয়া / Bank of India BOI / Relationship beyond Banking
৩, সি.আর. অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০৭২

পরিশিষ্ট-৪
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রাধিকৃত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ১৩(১২) ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **০৬-০৩-২০২৬ তারিখে** একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন, যেখানে **ঋণগ্রহীতা মিঃ অখিলেশ মিশ্র, দমদম, কলকাতা-৭০০০২৮** -কে নোটিশে উল্লিখিত **১২,৯৩,৫০৮.২৮/- টাকা (বারো লক্ষ তিরানব্বই হাজার পাঁচশো আট টাকা এবং আঠাশ পয়সা) এবং ২৬-০২-২০২৬ তারিখ থেকে মাসিক ভিত্তিতে** বার্ষিক ৯.৬০% হারে সুদ সহ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতারা এই অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের অক্টোবর মাসের ১৩ তারিখে** নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতারা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা যেন এই সম্পত্তির সাথে কোনও লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তির সাথে যে কোনও লেনদেন **১২,৯৩,৫০৮.২৮ টাকা (বারো লক্ষ তিরানব্বই হাজার পাঁচশো আট টাকা এবং আঠাশ পয়সা) এবং তার উপর সুদের জন্য ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, চৌরঙ্গী স্কোয়ার ব্রাঞ্চ** -এর চার্জের অধীন হবে।
সিকিউরড সম্পদগুলি খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮) এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১৫.০১.২০১৮ তারিখের ডিড অফ কনভেয়েন্স নং ১৫০৬০০২৪৩ এর ভিত্তিতে সৃষ্ট ইকুইটেবল মর্টগেজ। সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল বসতবাটি বা বাস্তু জমির উপর জি+৩ তলা ভবনের ৩য় ফ্লোরে দক্ষিণ-পশ্চিমে আনুমানিক ৬৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট নং ডি২, যা এস.পি নং ৯/১ এর অন্তর্ভুক্ত, সংশ্লিষ্ট আর.এস. প্লট নং ১২২৫ (অংশ), মৌজা- দমদম ক্যান্টনমেন্ট, জে.এল নং ১৩, আর.এস খতিয়ান নং ৯/১, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১ ১/৪এ, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড (এক্সটেনশন), থানা- দমদম, কলকাতা-৭০০০২৮, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কাশীপুর দমদমের অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিসের অধীনে ১৮ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত দমদম মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় সীমানার মধ্যে অবস্থিত। সম্পত্তিটি মিঃ অখিলেশ মিশ্রের নামে রয়েছে। **এই ভূমিসম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ: উত্তরে-** ১৬ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা; **দক্ষিণে-** এস.পি.নং ৯ এবং রেণুকা না ভট্টাচার্য্যের বাড়ি; **পূর্বে-** এস.পি.নং ১০ এবং শঙ্কর চ্যাটার্জির ফাঁকা জমি; **পশ্চিমে-** এস.পি. নং ৬ এবং বিশ্বনাথ চ্যাটার্জির বাড়ি।

তারিখ: ১৩.১০.২০২৬
স্থান: কলকাতা
স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং প্রাধিকৃত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

দি কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.

KVB Karur Vysya Bank / Smart way to bank
কলকাতা সল্টলেক ব্রাঞ্চ
এএ-৪৭, সেক্টর-১, পিএনবি মোড়ের নিকটে, সল্টলেক কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৬৪

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর [রুল ৮(১)] এর অধীনে জারি করা হয়েছে

যেহেতু,
দি কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪ নং আইন) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ১৩(১২) ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৬.০৫.২০২৬** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন, যেখানে **১) শ্রী রেজাউল সর্দার (ঋণগ্রহীতা), পিতা- আরহমান সর্দার,** ঠিকানা- পোঃ- মালটি গ্রাম, জলধাপা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৭২ এবং ফ্ল্যাট নং ৭০২বি, ৩য় ফ্লোর, মারিয়া গার্ডেন, ২১ জেমস লং সরণি, থানা- ঠাকুরপুকুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ডায়মন্ড পার্ক জোকার নিকটে, কলকাতা- ৭০০১০৪-কে নোটিশে উল্লিখিত **৪৩,৯৮,২২১.৬৬ টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার দুইশো একুশ টাকা এবং ছেষট্টি পয়সা)** এবং তার সাথে পরবর্তী সুদ সহ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতারা এই অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা উক্ত ঋণগ্রহীতারা এবং সর্বসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের অক্টোবর মাসের ০৮ তারিখে** নিচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতারা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা যেন এই সম্পত্তির সাথে কোনও লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তির সাথে যে কোনও লেনদেন **৪৩,৯৮,২২১.৬৬ টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার দুইশো একুশ টাকা এবং ছেষট্টি পয়সা)** এবং তার উপর সুদ, খরচ এবং ব্যয়ের জন্য দি কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর চার্জের অধীন হবে।
সিকিউরড সম্পদগুলি খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮) এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ৩য় ফ্লোরে আনুমানিক ১৪২১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট নং ৭০২বি, সাথে ব্লক "এ" এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে আনুমানিক ১২০ বর্গফুটের একটি কার পার্কিং স্পেস, সাথে আনুপাতিক অবিভক্ত জমির অংশ যা মৌজা জোকা, জে.এল.নং ২১, আর.এস. খতিয়ান নং ৩০৭ এর অধীনে, সংশ্লিষ্ট আর.এস. দাগ নং ৭৩৩/১০০১, পরবর্তীতে এল.আর. রেকর্ড অফ রাইটস-এ দাগ নং ৭৩৩ এবং ৭৩৩/১০০১-এ নথিভুক্ত, এল.আর. খতিয়ান নং ১৪৪৪ এবং ৩৯৮, ১৪, ৩৯৫, ৪৪৪ এর অধীনে, জোকা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, থানা- ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে মিউনিসিপ্যাল প্রাঙ্গণ নং ৫৯, জেমস লং সরণি, থানা ঠাকুরপুকুর, ওয়ার্ড নং ১৪৪ এর অধীনে, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১০৪-এ আনুমানিক ৩৭ ডেসিমেল জমির উপর অবস্থিত। সম্পত্তিটি শ্রী রেজাউল সর্দারের নামে রয়েছে এবং এর চৌহদ্দি নিম্নরূপ :
উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ৭০১ এ
দক্ষিণে : ভবনের পাশের জায়গা এবং তারপর সীমানা প্রাচীর
পূর্বে : ভবনের পাশের জায়গা এবং তারপর সীমানা প্রাচীর
পশ্চিমে : লিফটের জায়গা, ল্যান্ডিং এবং ফ্ল্যাট নং ৭০৩ সি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৮.১০.২০২৬
অনুমোদিত আধিকারিক
দি কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

দুর্গাপুর জোনাল অফিস

বৈঁক আঁফ় ইংডিয়া / Bank of India BOI / Relationship beyond banking
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩।

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - ৪, [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু,
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (প্রতিষ্ঠানের নাম) -এর নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রাধিকৃত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রতিটি হিসাবের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন, যেখানে ঋণগ্রহীতাদের উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতারা এই অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা এবং সর্বসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রতিটি একাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা যেন এই সম্পত্তিগুলির সাথে কোনও লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তিগুলির সাথে যে কোনও লেনদেন নিচে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ এবং তার উপর সুদের জন্য **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র চার্জের অধীন হবে।
[সিকিউরড সম্পদগুলি মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮) এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে]।

ক্র. নং	ক. ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারের নাম খ. ব্রাঞ্চের নাম	স্থাবর সম্পত্তি/সিকিউরড সম্পদের বিবরণ	ক) দখলের তারিখ খ) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	মিঃ সীতারাম সিং এবং মিসেস পুনম সিং খ. ব্রাঞ্চ: আসানসোল	সম্পত্তিটি মিঃ বিশ্রাম সিং (গ্যারান্টার), পিতা- প্রয়াত মতিলাল সিং এর নামে রয়েছে, যা ফ্ল্যাট নং- ০৩, ২য় ফ্লোর, কামাখ্যা অ্যাপার্টমেন্ট-এ অবস্থিত, মৌজা আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি, জে.এল. নং- ২০, আর.এস. প্লট নং- ২২৬৬২, ২২৬৬৩ এবং ২২৬৬৪, আর.এস. খতিয়ান নং- ১২২২৪ এবং ৪০৫৫ এর অধীনে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং- ৪৩, এসবি গড়াই রোড, পোঃ- ঊষাগ্রাম, থানা- আসানসোল (সাউথ), জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩০৩-এ ৮৭৩ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া সহ অবস্থিত। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি:** উত্তরে- শক্তি সিং এর ফ্ল্যাট নং- ৫, সাধারণ পথ, লিফট এবং সিঁড়ি; দক্ষিণে- খোলা আকাশ; পূর্বে- মিঃ আর্যর ফ্ল্যাট নং- ৪; পশ্চিমে- খোলা আকাশ।	ক) ১৩.১০.২০২৬ খ) ০৩.০৬.২০২৬ গ) ১১,৫৯,৬৩৭.০০ টাকা (এগারো লক্ষ উনষাট হাজার ছয়শো সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র) এবং তার উপর সুদ ও অন্যান্য চার্জ।
২.	মিঃ সীতারাম সিং খ. ব্রাঞ্চ: আসানসোল	১৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট একটি দোকানঘর সম্বলিত সম্পত্তিটি **মিঃ সীতারাম সিং** -এর নামে রয়েছে, **২০২০ সালের টাইটেল ডিড নং ১-০২০৫০০৫১৯** অনুযায়ী, যা "কামাখ্যা অ্যাপার্টমেন্ট" নামক একটি ছয় তলা ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত। এই ভবনের প্রতিটি ফ্লোরে বিভিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে দোকান / পার্কিং স্পেস রয়েছে, যা এস.বি গড়াই রোড, আসানসোলে অবস্থিত, জেলা পশ্চিম বর্ধমানের মধ্যে, থানা আসানসোল (সাউথ), মহকুমা এবং অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস-আসানসোল, মৌজা- আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি, ওয়ার্ড নং: ৪৩, জে.এল. নং ২০, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে, আর.এস খতিয়ান নং ১২২২৪ এবং ৪০৫৫ এর অধীনে, সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যা আর.এস প্লট নং ২২৬৬২, ২২৬৬৩ এবং ২২৬৬৪ এর অন্তর্ভুক্ত, মোট জমির পরিমাণ ০.১৪৫ একর। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তরে- বিক্রেতার সম্পত্তি, দক্ষিণে- এস বি গড়াই রোড, পূর্বে- মতিলাল সিং এর দোকান, পশ্চিমে- সহদেব বার্নওয়ালের দোকান।	ক) ১৩.১০.২০২৬ খ) ০৩.০৬.২০২৬ গ) ৭,৬৯,৩৫৬.৩০ টাকা (সাত লক্ষ উনসত্তর হাজার তিনশো ছাপ্পান্ন টাকা এবং ত্রিশ পয়সা মাত্র) এবং তার উপর সুদ ও অন্যান্য চার্জ।
৩.	মিসেস সুনিতা সিং এবং মিঃ দেবেন্দ্র সিং খ. ব্রাঞ্চ: আসানসোল	৩৭৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট দোকানঘরটি মিঃ দেবেন্দ্র সিং (সহ-ঋণগ্রহীতা)-এর নামে রয়েছে, ২০০৪ সালের নিবন্ধিত দলিল নং I-৩৯৩১ অনুযায়ী, যা কামাখ্যা অ্যাপার্টমেন্টের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত, মৌজা আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি, জে.এল. নং ২০, সি.এস. প্লট নং- ৮৯২০, ৮৯২১, আর.এস. প্লট নং- ২২৬৬২, ২২৬৬৩ এবং ২২৬৬৪, আর.এস. খতিয়ান নং ১২২২৪ এবং ৪০৫৫ এর অধীনে হোল্ডিং নং- ১৮৫/নতুন, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং- ১৭, এস বি গড়াই রোড, সুকান্ত পার্কের বিপরীতে, পোঃ- ঊষাগ্রাম, থানা- আসানসোল (সাউথ), জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩০৩। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তরে- দাতার সম্পত্তি, দক্ষিণে- এস বি গড়াই রোড, পূর্বে- মতিলাল সিং এর দোকান, পশ্চিমে- বার্নওয়ালের দোকান।	ক) ১৩.১০.২০২৬ খ) ০৩.০৬.২০২৬ গ) ২০,৩৬,৭৫৩.২০ টাকা (কুড়ি লক্ষ ছত্রিশ হাজার সাতশো তিপ্পান্ন টাকা এবং বিশ পয়সা মাত্র) এবং তার উপর সুদ ও অন্যান্য চার্জ।

তারিখ: ১৩.১০.২০২৬
স্থান: আসানসোল
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক — পাঁচগ্রাম শাখা

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পাঁচগ্রাম শাখা
গ্রাম - পাঁচগ্রাম হাটতলা, পোঃ - পাঁচগ্রাম, থানা - নবগ্রাম
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১৮৪

প্রতি,
১. **শ্রী মাহবুবর রহমান (ঋণগ্রহীতা), মেসার্স সাহেব মোটরস-এর স্বত্বাধিকারী,** পিতা- হাজি ইমদাদুল ইসলাম, গ্রাম এবং পোঃ- সাহি শেরপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১৫৯।
২. **শ্রী আব্দুস সালাম (জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা),** পিতা- মনিরুদ্দিন আহমেদ, ঠিকানা ৭২, কে. কে. ব্যানার্জি রোড, গোরাবাজার, পোঃ এবং থানা- বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২ ১০১।
৩. **শ্রীমতী ইসমাতারা বেগম (জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা),** স্বামী- আব্দুস সালাম, ঠিকানা ৭২, কে. কে. ব্যানার্জি রোড, গোরাবাজার, পোঃ এবং থানা- বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০১।
৪. **শ্রীমতী নাসরিন বেগম (জামিনদাতা),** স্বামী- শ্রী মাহবুবর রহমান, গ্রাম এবং পোঃ সাহি শেরপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১৫৯।

যেহেতু :
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এবং ৯ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **০৬.০৮.২০২৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** জারি করেছিলেন, যেখানে আমাদের **পাঁচগ্রাম ব্রাঞ্চের ঋণগ্রহীতা, (জামিনদাতা/ বন্ধকদাতা) শ্রী মাহবুবর রহমান, মেসার্স সাহেব মোটরস-এর স্বত্বাধিকারী, শ্রী আব্দুস সালাম, শ্রীমতী ইসমাতারা বেগম এবং শ্রীমতী নাসরিন বেগম**-কে নোটিশে উল্লিখিত **৩৩,৪৩,২১৫.৪৮ টাকা** (তেত্রিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার দুইশো পনেরো টাকা এবং আটচল্লিশ পয়সা) এবং তার উপর **০৭.০৮.২০২৬** তারিখ থেকে কার্যকর সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা এই অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের অক্টোবর মাসের ১৩ তারিখে** নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা যেন এই সম্পত্তির সাথে কোনও লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তির সাথে যে কোনও লেনদেন ০৭.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকর **৩৩,৪৩,২১৫.৪৮ টাকা** (তেত্রিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার দুইশো পনেরো টাকা এবং আটচল্লিশ পয়সা) এবং তার উপর সুদ ও অন্যান্য চার্জের জন্য **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**-এর চার্জের অধীন হবে।
"আমরা সারফেসি অ্যাক্ট-এর ধারা ১৩(৮) এবং এর অধীনে প্রণীত রুলসের বিধানগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যা সিকিউরিটির উপর আপনাদের খালাসের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং তার উপর নির্মিত কাঠামো যা ৭২, কে. কে. ব্যানার্জি রোড, গোরাবাজার, পোঃ এবং থানা- বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০১-এ অবস্থিত, মৌজা - গোরাবাজার, জে.এল. নং ৯০, খতিয়ান নং এল.আর. ১১৪০৭, ১১৪০৮ (পুরাতন আর.এস. ২১২০, এল.আর. ৪১৫০), প্লট নং এল.আর. ৩২৭৫ (আর.এস. ১৯০১/২৩৯৭), আয়তন ০২ শতক। সম্পত্তিটি এডিএসআর বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গ-এ ০৬/০৮/২০০৮ তারিখের ৫০৯১ নং দলিলের মাধ্যমে **আব্দুস সালাম এবং ইসমাতারা বেগম-এর নামে নিবন্ধিত। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ :** উত্তরে : মিউনিসিপ্যাল ড্রেন, দক্ষিণে : মিউনিসিপ্যাল কংক্রিটের রাস্তা, পূর্বে : আরতি ঘোষের বাড়ি, পশ্চিমে : ডুমুর সাহার বাড়ি।

তারিখ : ১৩.১০.২০২৬
স্থান : পাঁচগ্রাম
অনুমোদিত আধিকারিক
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

৩য় ই-নিলাম এর জন্য বিক্রয়/ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

দুতেরিয়াহ অ্যান্ড কালেজ ভ্যালি টি এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড
CIN : U70109WB1983PTC035764
নিবন্ধিত ঠিকানা : ১০০৪-০৫ কৃষ্ণা বিল্ডিং,
২২৪ এজেসি বোস রোড, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) - ৭০০ ০১৭ (বর্তমানে বন্ধ)
মাননীয় এনসিএলটি-র ১৭/১০/২০২৫ তারিখের আদেশ অনুযায়ী আই.এ নং ৭২৩/কেবি/২০২২ এবং সি.পি. (আইবি)/৫৫৭(কেবি) ২০১৭ কোম্পানিটি লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার অধীনে রয়েছে

https://baanknet.com 'মেসার্স দুতেরিয়াহ অ্যান্ড কালেজ ভ্যালি টি এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড' (বর্তমানে অবসায়ন প্রক্রিয়ারত)-এর সম্পদসমূহ; যার মধ্যে রয়েছে চা বাগানের জমি ও ভবনের মেয়াদোত্তীর্ণ/অ-মেয়াদোত্তীর্ণ ইজারা স্বত্ব, প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি, এবং সিকিউরিটিজ ও আর্থিক সম্পদ; ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়াত্ব কোড (IBC), ২০১৬' এবং 'ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়াত্ব বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (অবসায়ন প্রক্রিয়া) প্রবিধান, ২০১৬'-এর বিধান অনুযায়ী বিক্রি করা হচ্ছে। এই বিক্রয় প্রক্রিয়াটি 'আইবিবিআই অবসায়ন প্রক্রিয়া প্রবিধান ২০১৬'-এর ৩২(বি) ধারা অনুযায়ী 'স্লাম্প সেল' পদ্ধতিতে এবং কঠোরভাবে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" সম্পন্ন হবে। মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চের ১৭/১০/২০২৫ তারিখের আদেশ সি.পি.(আইবি)/৫৫৭ (কেবি) ২০১৭ অনুযায়ী নিযুক্ত অবসায়নকারী শ্রী সঞ্জীব ঝুনঝুনওয়ালা এই বিক্রয়ের দায়িত্বে রয়েছেন। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক https://baanknet.com ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এই বিক্রয় প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হবে।

ক্রম	বিবরণাদি	ব্লক - এ
১.	বিক্রয় নোটিশ এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি প্রকাশের তারিখ	১৪.১০.২০২৬
২.	নিলাম অধীন সম্পদের পর্যবেক্ষণ এবং অবধারণ	১৫ অক্টোবর ২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে ৫ নভেম্বর ২০২৬ সন্ধে ৫ টা পর্যন্ত আগাম জ্ঞাত করা সাপেক্ষে।
৩.	সম্ভাব্য ডাকদাতা প্রয়োজনীয় নথি ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে ধারা ২৯এ অধীনে উপযুক্ততার ঘোষণা এবং বায়না জমা (ইএমডি) ব্যাঙ্কনেট অকশন প্ল্যাটফর্মে দাখিল করবেন	১৬ অক্টোবর ২০২৬, সকাল ১১ টা থেকে ৬ নভেম্বর ২০২৬ সন্ধে ৫ টা পর্যন্ত।
৪.	নিলামের তারিখ এবং সময়	নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম উপলব্ধ ওয়েব পোর্টাল https://baanknet.com মাধ্যমে ৯ নভেম্বর ২০২৬ (সোমবার) সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত (অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে) বিক্রি সম্পাদিত হবে।
৫.	লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, স্যুট নং ১৩৪, কলকাতা - ৭০০০১৩।

কর্পোরেট ডেটরের সম্পদসমূহের বিক্রয় নিম্নে উল্লিখিত :

সম্পদসমূহের বিবরণ	নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ বিক্রি হবে 'স্লাম্প সেল -২০১৬ সালের আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩২(বি) অধীনে' (মেয়াদউত্তীর্ণ/অনুত্তীর্ণ লিজ অধিকার -টি এস্টেট এবং ভবনের, প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি, সিকিউরিটিজ এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস সহ)' (উল্লেখ্য টেন্ডার নথি বিস্তারিত জন্য) 'যে যেমন আছে ভিত্তিতে', 'যা আছে ভিত্তিতে', এবং 'পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৩২(বি) অনুযায়ী অবস্থিত : সাইট -১ : দুতেরিয়া টি এস্টেট, থানা : জোড়বাংলো, মৌজা -দুতেরিয়া টি গার্ডেন, জেলা -দার্জিলিং, তৌজি নং ১৪এফ, বিআই-৩৭ এবং বিআই-৪। সাইট -২ : কালেজ ভ্যালি টি এস্টেট, থানা : জোড়বাংলো, মৌজা-কালেজ ভ্যালি টি গার্ডেন, জেলা : দার্জিলিং, তৌজি নং -বিআই-১১২ এবং বিআই-৩৬ (সিডি এর লিজ অধিকার বিস্তারিত টেন্ডার নথি অনুযায়ী বিবাদিত) সাইট -৩ : অবস্থিত পেশক টি এস্টেট, রঙ্গলি রঙ্গলিওট তেহশিল - জেলা দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ। সাইট -৪ : সিমরিপানি টি এস্টেট, মৌজা-সিমরিপানি টি এস্টেট, জেলা : দার্জিলিং, থানা : সুখিয়াপোখরি, তৌজি নং ৮৭৯।	https://baanknet.com লিকুইডেটর কর্তৃক ই-নিলাম সম্পাদিত হবে ব্যাঙ্কনেট ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com মাধ্যমে ৯ নভেম্বর ২০২৬ (সোমবার) তারিখ সকাল ১১টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত (অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)	১১,৯৭,০০,০০০ টাকা (এগার কোটি সাতানব্বই লাখ টাকা)	১,১৯,৭০,০০০ টাকা (এক কোটি উনিশ লাখ সত্তর হাজার টাকা)	২৫,০০,০০০ টাকা (পঁচিশ লাখ টাকা)

নিয়ম এবং শর্তাদি :
১. উপরে উল্লিখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পদসমূহের বিবরণ লিকুইডেটর-এর সর্বোত্তম জানা তথ্য অনুযায়ী প্রদান করা হয়েছে; তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনো ভুল বা বাদ পড়ার জন্য লিকুইডেটর দায়ী থাকবেন না।
২.–১৮. [illegible]

তারিখ : ১৪.১০.২০২৬
স্থান : কলকাতা

গোঘাটের দুই ব্লকে ১৯১টি পুজো কমিটির হাতে অনুদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: দুর্গাপুজোর প্রস্তুতিকে আরও সুগম করতে গোঘাটে ১৯১টি পুজো কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হল সরকারি পুজো অনুদানের চেক। গোঘাট ১ ও ২ নম্বর ব্লক মিলিয়ে চলতি বছরে মোট ১৯১টি পুজো কমিটি এই অনুদানের আওতায় এসেছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর অনুদানপ্রাপ্ত পুজো কমিটির সংখ্যা

উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে খুশির আবহ তৈরি হয়েছে। গোঘাট থানায় আয়োজিত এক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পুজো কমিটিগুলির প্রতিনিধিদের হাতে অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন গোঘাটের বিধায়ক প্রশান্ত দিগার, থানার ওসি, এসডিপিও, সিআই-সহ পুলিশ ও প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক। তাঁদের মতে, দুর্গাপুজোর আয়োজন করতে মণ্ডপ নির্মাণ, আলোকসজ্জা, প্রতিমা তৈরি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচির জন্য আর্থিক খরচ হয়। সেই ক্ষেত্রে সরকারি অনুদান পুজোর আয়োজনকে আরও সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করে তুলতে সহায়ক হবে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে গোঘাটের বিধায়ক প্রশান্ত দিগার দুর্গাপুজোর গুরুত্ব এবং পুজোকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের আবেগের বিষয়টি তুলে ধরেন। সব মিলিয়ে, গোঘাটের ১ ও ২ নম্বর ব্লকের ১৯১টি পুজো কমিটির হাতে সরকারি অনুদানের চেক তুলে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে নতুন করে উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে।

দুর্গাপুজো উপলক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টি ওবিসি মোর্চা শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা ওবিসি মোর্চার পক্ষ থেকে দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হয় সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা ওবিসি মোর্চার সহ-সভাপতি অশোক পাল উপস্থিত ছিলেন ওবিসি মোর্চার নেতৃবৃন্দ ও বিজেপির নেতৃত্ব।

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, ২য় ফ্লোর,
কলকাতা - ৭০০ ০১৭; টেলিফোন: (+৯১৩৩) ৬৬৫৫ ৭৭৪৬/৮৭৭
ওয়েবসাইট:- www.idbibank.in সিআইএন-এল৬৫১৯০এমএইচ২০০৪জিওআই১৪৮৮৩৮

[পরিশিষ্ট ৪-এ]
[রুল ৮ (৬) এর শর্তাবলি দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) এর শর্তাবলির সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের) নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা সিকিউরড পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা আছে, যার ভৌত দখল সিকিউরড পাওনাদার আইডিবিআই ব্যাঙ্কের প্রাধিকৃত আধিকারিক কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের) কাছ থেকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর পাওনা আদায়ের জন্য **২৯.১০.২০২৬** (বৃহস্পতিবার) তারিখে **"যেমন আছে যেখানে আছে", "যা আছে যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিগুলির বিবরণের বিপরীতে প্রদর্শিত হয়েছে।

২৯.১০.২০২৬ তারিখে নিলাম হওয়া সম্পত্তিগুলির বিবরণ (১৫ দিনের বিজ্ঞপ্তি)

শাখার নাম	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা(দের)/ গ্যারান্টার(দের) /বন্ধকদাতা(দের) এর নাম এবং অ্যাকাউন্ট নং	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ খ) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ডিমান্ড নোটিশ অনুযায়ী দাবিকৃত পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) গ) বিড/টেন্ডার বৃদ্ধির পরিমাণ
গড়িয়া শাখা	**শ্রী ইন্দ্রনীল দাস (ঋণগ্রহীতা)** এবং **গোপাল চন্দ্র দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা) (লোন অ্যাকাউন্ট নং - ০৬৯০৬৭৫১০০০০৬৬৫১ এবং ০৬৯০৬৭৫১০০০০৬৭০৫)**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট যা কেজিএন এনক্লেভ, ফ্ল্যাট নং এইচ, ব্লক বি, ফোর্থ ফ্লোর, মুড়িপাড়া, ভাটিন্ডা, রাজারহাট কলকাতা, ২৪ পরগনা (উত্তর) পিন ৭০০১৩৫, আর.এস নং ৫০ তৌজি নং ২৯৯৮ আর.এস খতিয়ান নং ৬৭৮, এল.আর খতিয়ান নং ২১২৯, ২১৩০ এবং ২১৩১, আর.এস দাগ নং ২৬১, এল.আর দাগ নং ৮১৩, থানা:- রাজারহাট, রাজারহাটের অধীনে, বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা- ২৪ পরগনা (উত্তর), কলকাতা ৭০০১৩৫।	ক) ০২ ডিসেম্বর, ২০২২ খ) ১৯ আগস্ট, ২০২৩ গ) **২৩,৭৯,৮৩৭.০০ টাকা** (তেইশ লক্ষ উনআশি হাজার আটশো সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র) সাথে **১০.০৩.২০২৩** তারিখ থেকে এর উপর পরবর্তী সুদ	ক) ২৬,৬০,০০০/- টাকা খ) ২,৬৬,০০০/- টাকা। গ) ১০,০০০/- টাকা

সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির জন্য নোটিশ
বিড ডকুমেন্ট কাজের দিনে (সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকেল ৪:০০ টা) কলকাতা জোনাল অফিস, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, রিষড়া ব্রাঞ্চ থেকে অথবা ওয়েবসাইট: https://www.bankeauctions.com (সি১ইন্ডিয়া (পি) লিমিটেড দ্বারা | www.c1india.com) এবং আইডিবিআই ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট: https://www.idbibank.in থেকে ১৮.১০.২০২৬ থেকে ২৮.১০.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সংগ্রহ করা যাবে।

আন্ডারটেকিং, কেওয়াইসি নথিপত্র এবং ইএমডি সহ বিড ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ:	**২৮.১০.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা**
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়:	**২৩.১০.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২.৩০ টা**
ই-নিলামের তারিখ ও সময়:	**২৯.১০.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২.৩০ টা**

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য, অনুগ্রহ করে সিকিউরড পাওনাদার আইডিবিআই ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে অর্থাৎ www.idbibank.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ: ১৪.১০.২০২৬
স্থান: পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, ২য় ফ্লোর,
কলকাতা - ৭০০ ০১৭; টেলিফোন: (+৯১৩৩) ৬৬৫৫ ৭৭৪৬/৮৭৭
ওয়েবসাইট:- www.idbibank.in সিআইএন- এল৬৫১৯০এমএইচ২০০৪জিওআই১৪৮৮৩৮

[পরিশিষ্ট ৪-এ]
[রুল ৮ (৬) এর শর্তাবলি দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর শর্তাবলির সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের) নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা সিকিউরড পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা আছে, যার ভৌত দখল সিকিউরড পাওনাদার আইডিবিআই ব্যাঙ্কের প্রাধিকৃত আধিকারিক কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের) কাছ থেকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর পাওনা আদায়ের জন্য **২৯.১০.২০২৬ (বৃহস্পতিবার)** তারিখে **"যেমন আছে যেখানে আছে", "যা আছে যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিগুলির বিবরণের বিপরীতে প্রদর্শিত হয়েছে।

২৯.১০.২০২৬ তারিখে নিলাম হওয়া সম্পত্তিগুলির বিবরণ (১৫ দিনের বিজ্ঞপ্তি)

শাখার নাম	ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা(দের)/ গ্যারান্টার(দের) / বন্ধকদাতা(দের) এর নাম এবং অ্যাকাউন্ট নং	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ খ) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ডিমান্ড নোটিশ অনুযায়ী দাবিকৃত পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) গ) বিড/টেন্ডার বৃদ্ধির পরিমাণ
রাজারহাট শাখা	**তনুশ্রী কুণ্ডু (ঋণগ্রহীতা)** এবং **অশ্রুকণা দে (সহ-ঋণগ্রহীতা)** **(লোন অ্যাকাউন্ট নং - ১১৭১৬৭৫১০০০০৮৭৭৮ এবং ১১৭১৬৭৫১০০০০৮৭৮৫)**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল গ্যালক্সি টুইনস নামক G+V তলা ভবনের ফিফথ ফ্লোরে ৫এ নং আবাসিক ফ্ল্যাট যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬০৬ বর্গফুট, যা মৌজা গোপালপুর, জে.এল নং ২, রে সা নং ১৪০, তৌজি নং ১২৫বি/১ দাগ নং ৫৪৫৮, আর.এস এবং এল.আর দাগ নং ৩৬৮৭, আর.এস খতিয়ান নং ১৯৭৪/১, ৫৬৮৫, ৫৬৮৬, ৫৬৮৭, ৫৬৮৩ এর অধীনে আনুমানিক ৩ কাঠা ৬ ছটাক ৩৫ বর্গফুট বাস্তু জমির উপর অবস্থিত, রাজারহাট গোপালপুর মিউনিসিপ্যালিটি বর্তমানে বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৫ (বর্তমানে ২), নারায়ণপুর নরেন্দ্রনগর রোড, থানা- নারায়ণপুর (পূর্বে এয়ারপোর্ট) জেলা উত্তর ২৪ পরগনা-এ অবস্থিত, যার চৌহদ্দি নিম্নরূপ: **উত্তরে:** ৩৬৮৭ নং দাগের জমি দ্বারা, **দক্ষিণে:** ৪ ফুট চওড়া সাধারণ পথ দ্বারা, **পূর্বে:** ৩৬৮৭ নং দাগের জমি দ্বারা, **পশ্চিমে:** ৩০ ফুট চওড়া পি.ডব্লিউ.ডি. রোড/নারায়ণপুর নরেন্দ্রনগর রোড দ্বারা।	ক) ২৬ আগস্ট, ২০২৫ খ) ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ গ) **১৭,২৯,৮৯২.৩৬ টাকা** (সতেরো লক্ষ ঊনত্রিশ হাজার আটশো বিরানব্বই টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা মাত্র) সাথে **১০.০৫.২০২৫** তারিখ থেকে এর উপর পরবর্তী সুদ	ক) ১৫,২২,০০০/- টাকা খ) ১,৫২,২০০/- টাকা গ) ১০,০০০/- টাকা

সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির জন্য নোটিশ
বিড ডকুমেন্ট কাজের দিনে (সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকেল ৪:০০ টা) কলকাতা জোনাল অফিস, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, রিষড়া ব্রাঞ্চ থেকে অথবা ওয়েবসাইট: https://www.bankeauctions.com (সি১ইন্ডিয়া (পি) লিমিটেড দ্বারা | www.c1india.com) এবং আইডিবিআই ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট: https://www.idbibank.in থেকে ১৮.১০.২০২৬ থেকে ২৮.১০.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সংগ্রহ করা যাবে।

আন্ডারটেকিং, কেওয়াইসি নথিপত্র এবং ইএমডি সহ বিড ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ:	**২৮.১০.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা**
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়:	**২৩.১০.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২.৩০ টা**
ই-নিলামের তারিখ ও সময়:	**২৯.১০.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২.৩০ টা**

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য, অনুগ্রহ করে সিকিউরড পাওনাদার আইডিবিআই ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে অর্থাৎ www.idbibank.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ: ১৪.১০.২০২৬ ; স্থান: পশ্চিমবঙ্গ **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, ২য় ফ্লোর,
কলকাতা - ৭০০ ০১৭; টেলিফোন: (+৯১৩৩) ৬৬৫৫ ৭৭৪৬/৮৭৭
ওয়েবসাইট:- www.idbibank.in সিআইএন-এল৬৫১৯০এমএইচ২০০৪জিওআই১৪৮৮৩৮

[পরিশিষ্ট ৪-এ]
[রুল ৮ (৬) এর শর্তাবলি দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) এর শর্তাবলির সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের) নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা সিকিউরড পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা আছে, যার ভৌত দখল সিকিউরড পাওনাদার আইডিবিআই ব্যাঙ্কের প্রাধিকৃত আধিকারিক কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের) কাছ থেকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর পাওনা আদায়ের জন্য **২৯.১০.২০২৬** (বৃহস্পতিবার) তারিখে **"যেমন আছে যেখানে আছে", "যা আছে যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিগুলির বিবরণের বিপরীতে প্রদর্শিত হয়েছে।

২৯.১০.২০২৬ তারিখে নিলাম হওয়া সম্পত্তিগুলির বিবরণ (১৫ দিনের বিজ্ঞপ্তি)

শাখার নাম	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা(দের)/ গ্যারান্টার(দের) /বন্ধকদাতা(দের) এর নাম এবং অ্যাকাউন্ট নং	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ খ) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ডিমান্ড নোটিশ অনুযায়ী দাবিকৃত পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) গ) বিড/টেন্ডার বৃদ্ধির পরিমাণ
নরেন্দ্রপুর শাখা	**ঋণগ্রহীতা মেসার্স লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী: শ্রী সুদীপ্ত ভৌমিক** **(লোন অ্যাকাউন্ট নং - ০৪১৯৬৫১১০০০০১০৪৫ এবং ০৪১৯৬৭৩২০০০০০২৪০)**	সম্পত্তি এবং জমির বিবরণ: সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাপ্ত ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট নং বি২ 'ত্রিনয়নী অ্যাপার্টমেন্ট' নামক জি+৩ তলা ভবনের ২য় ফ্লোর, যার আয়তন ১০১২ বর্গফুট, যা হোল্ডিং নং ১৯, জে এন বোস রোড, মৌজা- কোদালিয়া, প্লট নং ৩৩১, থানা- সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১৪৮, ওয়ার্ড নং ২০, রাজপুর-সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে অবস্থিত, নিকটতম ল্যান্ডমার্ক: হরহরিতলার নিকটে।	ক) ০৭ আগস্ট, ২০২১ খ) ০১ ডিসেম্বর, ২০২১ গ) **৪২,৯২,৭২৩.৮৫ টাকা (বিয়াল্লিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার সাতশো তেইশ টাকা এবং পঁচাশি পয়সা মাত্র) সাথে ০২.০৩.২০২১ তারিখ থেকে এর উপর পরবর্তী সুদ।**	ক) ২১,৬০,০০০/- টাকা খ) ২,১৬,০০০/- টাকা গ) ১০,০০০/- টাকা

সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির জন্য নোটিশ
বিড ডকুমেন্ট কাজের দিনে (সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকেল ৪:০০ টা) কলকাতা জোনাল অফিস, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, রিষড়া ব্রাঞ্চ থেকে অথবা ওয়েবসাইট: https://www.bankeauctions.com (সি১ইন্ডিয়া (পি) লিমিটেড দ্বারা | www.c1india.com) এবং আইডিবিআই ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট: https://www.idbibank.in থেকে ১৮.১০.২০২৬ থেকে ২৮.১০.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সংগ্রহ করা যাবে।

আন্ডারটেকিং, কেওয়াইসি নথিপত্র এবং ইএমডি সহ বিড ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ:	**২৮.১০.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা**
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়:	**২৬.১০.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২.৩০ টা**
ই-নিলামের তারিখ ও সময়:	**২৯.১০.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২.৩০ টা**

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য, অনুগ্রহ করে সিকিউরড পাওনাদার আইডিবিআই ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে অর্থাৎ www.idbibank.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ: ১৪.১০.২০২৬
স্থান: পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, ২য় ফ্লোর,
কলকাতা - ৭০০ ০১৭; টেলিফোন: (+৯১৩৩) ৬৬৫৫ ৭৭৪৬/৮৭৭
ওয়েবসাইট:- www.idbibank.in সিআইএন- এল৬৫১৯০এমএইচ২০০৪জিওআই১৪৮৮৩৮

[পরিশিষ্ট ৪-এ]
[রুল ৮ (৬) এর শর্তাবলি দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর শর্তাবলির সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের) নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা সিকিউরড পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা আছে, যার ভৌত দখল সিকিউরড পাওনাদার আইডিবিআই ব্যাঙ্কের প্রাধিকৃত আধিকারিক কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের) কাছ থেকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড -এর পাওনা আদায়ের জন্য **২৯.১০.২০২৬ (বৃহস্পতিবার)** তারিখে **"যেমন আছে যেখানে আছে", "যা আছে যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিগুলির বিবরণের বিপরীতে প্রদর্শিত হয়েছে।

২৯.১০.২০২৬ তারিখে নিলাম হওয়া সম্পত্তিগুলির বিবরণ (১৫ দিনের বিজ্ঞপ্তি)

শাখার নাম	ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা(দের)/ গ্যারান্টার(দের) / বন্ধকদাতা(দের) এর নাম এবং অ্যাকাউন্ট নং	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ খ) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ডিমান্ড নোটিশ অনুযায়ী দাবিকৃত পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) গ) বিড/টেন্ডার বৃদ্ধির পরিমাণ
হাবরা শাখা	**সুকান্ত দত্ত (ঋণগ্রহীতা), রেখা দত্ত (সহ-ঋণগ্রহীতা) এবং প্রশান্ত দত্ত (সহ-ঋণগ্রহীতা)** **লোন অ্যাকাউন্ট নং ১১৩৭৬৭৫১০০০০০৮৮৮ এবং ১১৩৭৬৭৫১০০০০০৮৯৭**	I-২২০৮/২০১৪ নং টাইটেল ডিড জমা দিয়ে মর্টগেজ, সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল স্থাবর সম্পত্তি যার আয়তন ২ কাঠা এবং তার উপর নির্মিত ভবন যা মৌজা -হাড়িয়া, দাগ -১/১৬৬৫ (এল.আর), প্লট নং ২৬৩ এবং ২৬৪ (পি), আর.এস খতিয়ান নং ৮৮৬ (এল.আর) ৮৪২/১০ এর অধীনে, এজি কলোনি, জে.এল নং ৮৫, হাবরা, সাব রেজিস্ট্রি বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩২৬৩-এ অবস্থিত। মাটির সাথে যুক্ত বা মাটির সাথে যুক্ত কোনোকিছুর সাথে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ সমস্ত ভবন এবং কাঠামো সহ। উক্ত জমির চৌহদ্দি নিম্নরূপ: **উত্তরে:** এলওপি নং ৮৪২ এ, **দক্ষিণে:** প্রভাবতী কর্মকারের বাড়ি, **পূর্বে:** মিউনিসিপ্যালিটি রোড দ্বারা, **পশ্চিমে:** হরিপদ দত্তের বাড়ি।	ক) ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ) ১৬ জুন, ২০২৫ গ) **২৩,৭৯,৮৮৮.২৯ টাকা (তেইশ লক্ষ উনআশি হাজার আটশো আঠাশী টাকা এবং ঊনত্রিশ পয়সা মাত্র) ০৯.১০.২০২২ তারিখ অনুযায়ী আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, হাবরা ব্রাঞ্চ, (সিকিউরড পাওনাদার)-এর পাওনা সাথে ১০-১০-২০২২ তারিখ থেকে এর উপর পরবর্তী সুদ।**	ক) ২৬,৫৯,০০০.০০ টাকা খ) ২,৬৫,৯০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা

সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির জন্য নোটিশ
বিড ডকুমেন্ট কাজের দিনে (সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকেল ৪:০০ টা) কলকাতা জোনাল অফিস, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, রিষড়া ব্রাঞ্চ থেকে অথবা ওয়েবসাইট: https://www.bankeauctions.com (সি১ইন্ডিয়া (পি) লিমিটেড দ্বারা | www.c1india.com) এবং আইডিবিআই ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট: https://www.idbibank.in থেকে ১৮.১০.২০২৬ থেকে ২৮.১০.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সংগ্রহ করা যাবে।

আন্ডারটেকিং, কেওয়াইসি নথিপত্র এবং ইএমডি সহ বিড ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ:	**২৮.১০.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা**
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়:	**২৩.১০.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২.৩০ টা**
ই-নিলামের তারিখ ও সময়:	**২৯.১০.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২.৩০ টা**

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য, অনুগ্রহ করে সিকিউরড পাওনাদার আইডিবিআই ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে অর্থাৎ www.idbibank.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ: ১৪.১০.২০২৬
স্থান: পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কোলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002]-এর অধীনে এল&টি ফাইনানাস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় **''পাবলিক অকশন''** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর (গুলি)	শারীরিক দখল নেওয়া	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	জামানত ঋণ	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
আকাশ দে ভারতী দে ঢালি	**অনুসূচি - I** হাবরা মিউনিসিপ্যালিটির চৌহদ্দির মধ্যেই, ওয়ার্ড নং 15 অধীনে, মৌজা – হিজলপুকুরিয়া, জে.এল. নং 80, আর.এস. নং 312, তৌজি নং 2167, সাবেক দাগ নং 913, আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং 1810 যা আর.এস. খতিয়ান নং 405, এল.আর. খতিয়ান নং 1037 অধীনে, বর্তমান এল.আর. খতিয়ান নং 6475, পরিসর নং 25/2, বারালিয়া রোড, জেলা – উত্তর 24 পরগণা, থানা – হাবরা-তে থাকা ও অবস্থিত উহার ওপর দণ্ডায়মান কাঠামোর সঙ্গে একত্রে সমস্ত খণ্ড ও অংশের জমির পরিমাপ 1 কাঠা 10 ছটাক।	H082HL240806121108, H082HL240806121108L, H082HL240806121108G, H082HT240830123518	23-06-2026	টাঃ 3,38,099/-	08-সেপ্টেম্বর-2025 তারিখের দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে 03-সেপ্টেম্বর-2025 তারিখের হিসাবে মোট বাকিপড়া বকেয়া টাঃ 37,33,768.11/-	টাঃ 33,80,992/- (বিড ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু টাঃ 25,000/-)	আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট সহ 23/10/2026 তারিখে সকাল 10টা থেকে বিকেল 5:30 পর্যন্ত	31/10/2026 সকাল 11টা থেকে বেলা 12টা পর্যন্ত

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. ই-অকশন সেল পরিচালিত হবে অনলাইনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/ - এ SARFAESI আইনের বর্ধিতের অধ নে সাহায্যের সাথে এবং পাবলিক ই-অকশনের মোডে।
2. পাবলিক ই-অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায়।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র **30/10/2026**-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক ই-অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. ''এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড''-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা **31/10/2026** তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, ই-অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল **01/11/2026**, যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. **সম্পত্তির পরিদর্শন বা অধিক তথ্যের জন্যে, সম্ভাব্য নিলাম ডাকা পক্ষগণ যোগাযোগ করতে পারেন অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে, অর্থাৎ নাম – শ্রী বিকাশ সিং, যোগাযোগ করার নং 8669189048 এবং শ্রী শশশা, যোগাযোগ করার নং** 9738141146 **, এল&টি ফিন্যান্স লিঃ, বৃন্দাবন, প্লট নং 177, সি এস টি রোড, কালিনা, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই – 400 098, মহারাষ্ট্র, ভারত।** ই-অকশনের যেকোনো পর্যায়ে, অনুমোদিত আধিকারিক কোনো কারণ না দর্শিয়ে এবং কোনও আগাম বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বিড/অফার গ্রহণ/খারিজ/কিছুটা পরিবর্তন/বাতিল করতে বা মুলতবি রাখতে পারেন।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিষ্কৃত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত ই-অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

তারিখ: 14.10.2026
স্থান: কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002]-এর অধীনে এল&টি ফাইনানাস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় **''পাবলিক অকশন''** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর (গুলি)	সরাসরি দখল নেওয়া	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	নিরাপদ ঋণ	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
ডক্টর শ্রীমা অধিকারী	**তালিকা - I** সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির যার ফ্ল্যাটের পরিমাপ প্রায় 1115 বর্গফুট সুপার বিল্ট এরিয়া বেশি বা কম (মার্বেলের মেঝে) পূর্বদিক / সামনের দিক, জি+3 তলার বিল্ডিংয়ের 1ম (প্রথম) তলা, সেই সঙ্গে একটি গাড়ির পার্কিংয়ের জায়গা যার পরিমাপ 135 বর্গফুট একতলায় বিল্ডিংয়ের মধ্যে এবং 5 কাঠা পরিমাপের জমির প্লট বা জায়গার ওপর নির্মিত, 8 ব.ফুট, যে জমিটি আর.এস. দাগ নম্বর 2365-এর একটি অংশের অন্তর্ভুক্ত,খতিয়ান নং 1571 জে.এল নং 13, আর এস নং 233 মৌজা কসবা অঞ্চলে এবং আবাসন নং 262/1 প্রান্তিক পল্লি, বোসপুকুর, পু.থা. কসবার অধীন দক্ষিণ 24 পরগণা জেলা, কলকাতা-700042-তে, মিউনিসিপ্যালিটি ওয়ার্ড নং 107 কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেই সঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ ও স্বত্ব এবং সাধারণ অধিকার, সাধারণ পরিষেবা ওখরচ এবং সেই সাতে সেখানকার স্থায়ী আসবাবপত্র এবং ফিটিংস সহ।	H035021703230225 16, H035021703230225 16G	27-07-2026	টা. 6,60,246/-	ডিমান্ড নোটিশ তারিখ 08/09/2025 অনুসারে মোট বকেয়া পাওয়ান টা. 65,75,025.52/- তারিখ 03-সেপ্টে-2025 অনুসারে	টা. 66,02,468/- (বিআইডি বর্ধিত মান টা.50,000/-)	23/10/2026 থেকে সকাল 10.00 থেকে বিকেল 5.30 পূর্বনির্ধারিত সাক্ষাৎ সহ	31/10/2026 থেকে সকাল 11:00 থেকে দুপুর 12:00

জমির সীমানা		
	পূর্বদিক	17 ফুট চওড়া কে.এম.সি. রোড সমগ্র জমির
	পশ্চিম দিক	258, প্রান্তিক পল্লি বিল্ডিং
	উত্তর দিক	12 ফুট প্রশস্ত কমন প্যাসেজ এবং 262, প্রান্তিক পল্লি বিল্ডিং
	দক্ষিণ দিক	দাগের প্লট নং 2398

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. ই-অকশন সেল পরিচালিত হবে অনলাইনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://sarfaesi.E-auctiontiger.net - এ SARFAESI আইনের বিধানের অধীনে সাহায্যের সাথে এবং পাবলিক ই-অকশনের মোডে।
2. পাবলিক ই-অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায়।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণ এখন বা আগে **30/10/2026** সন্ধ্যে 6:00 পর্যন্ত।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক ই-অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. ''এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড''-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা **31/10/2026**-তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, ই-অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল **01/11/2026,** যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনুসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শনের জন্য বা আরও তথ্য জানার জন্য, সম্ভাব্য দরদাতা অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন যার **নাম মি. বিকাশ সিংহ, যোগাযোগ নং. 8669189048 এবং মি. সাথীশা আর.যোগাযোগ নং 9738141146, এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, অফিস: 6ষ্ঠ তলা, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই - 400 098, মহারাষ্ট্র, ইন্ডিয়া।** ই-অকশনের যে-কোনও স্তরে অনুমোদিত আধিকারিক নিলামটি বা অফার টি স্বীকার করতে বা প্রত্যাখান করতে বা সংশোধন করতে বা বাতিল করতে বা স্থগিত রাখতে পারেন ই-অকশন কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং কোনও পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিষ্কৃত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত ই-অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

তারিখ: 14/10/2026
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

গান্ধিনগর-সহ তিন পুরসভায় জয়ী বিজেপি

আমদাবাদ, ১৩ অক্টোবর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের রাজ্য গুজরাতে নিরঙ্কুশ জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখল বিজেপি। 'ভোটচুরি' এবং 'এসআইআর-অনিয়ম' নিয়ে দেশজোড়া আন্দোলনের আবহেও তিন পুরসভাতেই ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছে পদ্ম শিবির।

উল্লেখ্য, গান্ধিনগরের পাশাপাশি গত রবিবার বনাসকাঁঠা জেলার থারা পুরসভা এবং দেবভূমি দ্বারকা জেলার ওখা পুরসভাতে ভোটগ্রহণ হয়েছিল। গান্ধিনগর পুরসভার মোট ৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে বিজেপি ৩৮টি আসনে জিতেছে। কংগ্রেস ৫ এবং নির্দল প্রার্থী জিতেছেন ১টি ওয়ার্ডে। থারা পুরসভার ২৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে বিজেপি ১৯ এবং কংগ্রেস ৫টিতে জিতেছে। ওখার ৩২টি ওয়ার্ডের মধ্যে বিজেপি ২৯ এবং কংগ্রেস ৩টিতে। গুজরাত বিজেপির সভাপতি জগদীশ বিশ্বকর্মা জয়ের জন্য তিন পুরসভার বাসিন্দাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

গুজরাতের রাজধানী শহরে ২০২১ সালের পুরভোটে বিজেপি ৪১টি ওয়ার্ডে জিতেছিল। সে বার কংগ্রেস ২টি ওয়ার্ডে জিতেলেও তাদের আসন এ বার বেড়েছে। অন্য দিকে, গত বার ১টি ওয়ার্ডে জেতা আম আদমি পার্টি (আপ)-র ঝুলি এ বার শূন্য। প্রসঙ্গত, গান্ধিনগরে ৬০ শতাংশের কম ভোট পড়লেও থারায় ৮১ শতাংশ এবং ওখায় প্রায় ৬৪ শতাংশ ভোট পড়েছিল।

'ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ লাদাখ'
মানচিত্র ইস্যুতে চিনকে জবাব দিল্লির

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর: সম্প্রতি লাদাখের ২৮টি কৌশলগত অঞ্চলের শনাক্তকরণ তথা নামকরণ করেছে দিল্লি। বলা বাহুল্য, বিষয়টি পছন্দ হয়নি বেজিংয়ের। বিরোধিতায় সরব হয়েছে তারা। সে দেশের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মন্তব্য করেন, 'চিন-ভারত সীমান্তের শ্ব পশ্চিমাঞ্চলের সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলো চিনেরই অন্তর্ভুক্ত।' পাল্টা তোপ দাগল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। মঙ্গলবার সাফ জানানো হল, লাদাখ ভারতের 'অবিচ্ছেদ্য অংশ'। সেই যুক্তিতে নিজেদের ভূখণ্ডের মানচিত্র তৈরিতে কারও আপত্তি ধোপে টেকে না।

সম্প্রতি, ২ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে লাদাখের ২৮টি কৌশলগত স্থান ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য নিজেদের মানচিত্রে চিহ্নিত করেছে ভারত। এর মধ্যে রয়েছে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অবস্থিত গোগরা ও হট স্প্রিং-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকাও। এছাড়াও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পর্বতশৃঙ্গ, গিরিপথ, স্থলভাগ ও জলাশয়গুলিকেও চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বিষয়ে চিনের আপত্তি প্রসঙ্গে বিদেশ মন্ত্রকের মন্তব্য, 'সার্ভে অফ ইন্ডিয়া কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের মানচিত্র তৈরি করেছে। এই স্থানগুলিকে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য হল এদের স্বীকৃতি সহজতর করা এবং বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে উন্নততর সচেতনতা বৃদ্ধি করা।' এইসঙ্গে জোর দিয়ে বলা হয়, লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ভারতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। চিনের কোনও অস্বীকৃতিই এই প্রতিষ্ঠিত সত্যকে পরিবর্তন করতে পারবে না।'

আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, চিনের মতো আগ্রাসী প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে পাল্টা পদক্ষেপ ছাড়া উপায় ছিল না ভারতের। উল্লেখ্য, আগেই 'পাকিস্তান-চিন যৌথ সীমান্ত কমিশন'কে প্রত্যাখ্যান করছিল নয়াদিল্লি। চিনের তরফে আরও বলা হয়, ভারতের পদক্ষেপ সীমান্তের পশ্চিমাঞ্চলীয় সেক্টর নিয়ে বিজিংয়ের অবস্থানে কোনও পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Hemanta Biswas,** Father's Name - **Rashamay Biswas**, of Vill - Garapota Purbapara, PS - Hanskhali, Dist - Nadia, Who has been missing since 02.01.2026, at about 09.00 hrs, Residential area under Hanskhali PS, Description of this Missing person is: **Age** - 26 Years (Approx), **Height** - 5 Feet 5 Inch (Approx), **Complexion** - Sallow, **Wearing** - Blue Jeans Pant & White yellow half genji, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Phone No. 033-24506120.

ICA-D 1589(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Ramesh Prasad Dwivedi,** Father's Name - **Abdhesh Prasad Dwivedi**, of 275, G.T. Road, Flat No. 205, PS - Shibpur, Howrah, Who as been missing since 31.08.2026, at about 06.30 hrs, Residential area under Shibpur PS, Description of this Missing person is: **Age** - 43 Years (Approx), **Height** - 4 Feet 8 Inch (Approx), **Complexion** - Fair, **Wearing** - Green T-shirt and printed pant, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Phone No. 033-24506120.

ICA-D 1594(3)/2026

DASPUR-I PANCHAYAT SAMITY
NOTICE INVITING E-TENDAR 2nd Call
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-16/26-27, Memo No-588, Date-09.10.2026
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-17/26-27, Memo No-589, Date-09.10.2026
NOTICE INVITING E-TENDAR 1st Call
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-18/26-27, Memo No-2876, Date-09.10.2026
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-19/26-27, Memo No-606, Date-13.10.2026

Tender Through inviting by the undersigned from the bonafied and experienced contractor, Registered Engineers Co-Operative societies & labour Co-Operative societies having credential of similar type of work at Daspur-I Panchayat Samity. Bid Submission Start Date : **13/10/2026, 14/10/2026.** Bid Submission End Date : **31/10/2026, 02/11/2026, 17/11/2026** and Bid Opening Date : **03/11/2026, 04/11/2026, 05/11/2026, 20/11/2026.** For Details Please Visit website **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Daspur-I Panchayat Samity
Daspur :: Paschim Medinipur

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সুইটি @ আরাধ্যা (জন্ম ১৭.১১.২০২৫) নামে শিশু কন্যাটি সি.ডব্লু.সি, পশ্চিম মেদিনীপুর-এর নির্দেশে ১৭.১২.২০২৫ তারিখ থেকে সরকারী হোম বিদ্যাসাগর বালিকা ভবনের সা-তে আছে। দাবীদার উপযুক্ত প্রমানসহ উক্ত হোমে/ডি.এম. অফিসের ডি.সি.পি.ইউ. তে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন। অন্যথায় শিশুটি দত্তক প্রথায় যাবে।

স্বাঃ
অতিরিক্ত জেলা শাসক (সক)
পশ্চিম মেদিনীপুর

Memo. No.747(2)/Advt/ICA/Pas.Mid, dt.-13.10.2026

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF EGRA MUNICIPALITY
Egra: Purba Medinipur
E- Tender Notice

E- Tender are here by invited by The Chairman, Egra Municipality from the eligible tenders, **Vide NI(e)T No. 10/toilet Block (SBM)/26-27, Dt-12/10/2026 & 11/Road Restoration (AMRUT2.0)/26-27, Dt-13/10/2026**. Others details can be seen from the **www.tenders.wb.gov.in** & **Notice Board of the undersigned or website www.egramunicipality.org.in.**

Sd/-
Chairman,
Egra Municipality

HOOGHLY ZILLA PARISHAD

Tender Ref No.: e-NIT- 030, 018/2, 019/2, 020/1, 023/1, 024/1, 025/1, 026/1, 027/1 of 2026-27 e-Tender (online) is invited from reputed and resourceful contractors for various works within Hooghly District. Closing date of bid submission is **16.10.2026**. For further details, please log on to: **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/- District Engineer
Hooghly Zilla Parishad

Memo No- 296(3)/HD/ICA/Advt, Date- 13-10-2026

হাওড়া ডিভিসনে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পুনর্নিয়োগ

নং ই-৯/ইলেক্ট(জি)/রি-এনগেজমেন্ট **হাওড়া, তারিখ- ১২.১০.২০২৬**

ইলেক্ট (জি) ডিপার্টমেন্টের নিম্নলিখিত বিভাগগুলিতে ৬৪ (চৌষট্টি) জন অবসরপ্রাপ্ত সুপারভাইজরি কর্মীকে বিদ্যমান শূন্যপদের নিরিখে পুনর্নিয়োগ করা হবে। এই পদগুলির জন্য আবেদনের সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা ৬৫ বছর।

ক্র. নং.	বিভাগ	লেভেল	জিপি	শূন্যপদের সংখ্যা যার নিরিখে পুনর্নিয়োগ করা হবে
১	এসএসই (ইলেক্ট)	লেভেল-৭	₹ ৪৬০০/-	০৯
২	জেই (ইলেক্ট)	লেভেল-৬	₹ ৪২০০/-	০০
৩	সিনিয়র টেক	লেভেল-৬	₹ ৪২০০/-	০২
৪	টেক-১ (এসিসি)	লেভেল-৫	₹ ২৮০০/-	১৫
৫	টেক-১ (এসিপি)	লেভেল-৫	₹ ২৮০০/-	০৫
৬	টেক-১ (টিএল)	লেভেল-৫	₹ ২৮০০/-	১০
৭	টেক-১ (ফিটার/পাওয়ার) [টেক-১ (ওয়্যারম্যান)=৫ টেক-১ (এফসিও) এবং টেক-১ (লাইনম্যান)=১৩]	লেভেল-৫	₹ ২৮০০/-	১৮
৮	অ্যাসিস্ট্যান্ট হেল্পার	লেভেল-১	₹ ১৮০০/-	০৫
	মোট			৬৪

আরও বিশদ জানতে, রেলওয়ের ওয়েবসাইট **https://er.indianrailways.gov.in** দেখুন।

ডিভিসনাল, রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/RFP-02/26-27 Dated 13.10.2026
Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: (1) Tender ID No. 2026_ADDA_1046258_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ০২-২০২৬-২৭-সার্ভিস তারিখ: ০৯.১০.২০২৬ ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিশন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৪র্থ তলা, রেল মিউজিয়াম এর কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ তরফে অনুরূপ ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা এবং সেচ/সিপিডব্লিউডি/এমইএস/এসইবি বা যেকোনো পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং-এ নির্দিষ্ট সহ প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা থাকা টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে:- **সিনিয়র ডিইএন/সি/হাওড়া, টেন্ডার নং ০২_২০২৬-২৭ সার্ভিস; কাজের বিবরণ:** সাইটের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্রতি লুব্রিকেটরের জন্য মাসে সর্বনিম্ন ২০ কেজি লুব্রিকেন্ট সরবরাহ সহ হাওড়া ডিভিশনে ট্র্যাক ভিত্তিক রেল লুব্রিকেটর (১ তিন ক্যাটাগরির ইলেকট্রিক টাইপ) সরবরাহ, স্থাপন, সম্পাদন এবং পরিচালনা। সম্পূর্ণ সিস্টেমটি হাওড়া ডিভিশনের এখতিয়ারাধীন ৫ বছরের জন্য আরডিএসও কারিগরি স্পেসিফিকেশন আইআরএসিটি টিএম (ভার্সন ৫ বা সর্বশেষ) অনুযায়ী হতে হবে (মোট-৪১টি); **আনুমানিক মূল্য (টাকা):** ₹৭৫১৪৮৩৭৬.৩০; **বায়না মূল্য (টাকা):** ₹৫৫৭৭০০.০০; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা):** ₹১০০০০.০০; **সম্পূর্ণ করার সময়সীমা:** ৬০ মাস। নোটিশ ইনভাইটিং টেন্ডারে উল্লিখিত বন্ধের তারিখটি যেকোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট হিসেবে ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ আইআরইপিএস -এর ওয়েবসাইটে থাকা অ্যাপ্লিকেশনটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। তবে, অনলাইনে টেন্ডার খোলা পরবর্তী কর্মদিবসে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০২.১১.২০২৬ তারিখে ১৪.০০ টায়। টেন্ডারের বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ। টেন্ডারদাতাদের ওপরের ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের প্রস্তাব জমা দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না। **HWH-382/2026-27**

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

এনআইটি নং. ২২৫_২০২৬_২৭ এবং ২২৬_২০২৬-২৭; তারিখ: ০৯.১০.২০২৬। অনুরূপ ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা এবং সেচ/সিপিডব্লিউডি/এমইএস/এসইবি বা যেকোনো পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং-এ নির্দিষ্ট সহ প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা থাকা টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার অফিস, হাওড়া রেল মিউজিয়াম এর কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ [সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়া-এর এখতিয়ারের জন্য] কর্তৃক অনলাইনে নিয়মিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে:- **এনআইটি নং. ২২৫_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণ:** এইএন/বিডিসি-এর এখতিয়ারাধীন যোগাযোগসূত্রে এবং নির্ধারিত অ্যাক্সেসিবিলিটি নিয়ম অনুযায়ী ১৬ টি স্টেশনে দিব্যাঙ্গজন সুবিধার ব্যবস্থা। **আনুমানিক খরচ (টাকা):** ₹ ১,৮৩,৩৪,৭৫৮.৯১; **বায়না মূল্য (টাকা):** ₹ ৩,৬৬,৭০০.০০; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা):** শূন্য; **সম্পূর্ণ করার সময়সীমা:** ৯ (নয়) মাস। **এনআইটি নং. ২২৬_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণ:** এইএন/এলএএইচ-এর এখতিয়ারাধীন যোগাযোগসূত্রে এবং নির্ধারিত অ্যাক্সেসিবিলিটি নিয়ম অনুযায়ী ১৮ টি স্টেশনে দিব্যাঙ্গজন সুবিধার ব্যবস্থা। **আনুমানিক খরচ (টাকা):** ₹ ১,৬৯,৫৫,৫৫৪.০৫ ; **বায়না মূল্য (টাকা):** ₹ ২,৭৯,১০০.০০; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা):** শূন্য; **সম্পূর্ণ করার সময়সীমা:** ৯ (নয়) মাস। নোটিশ ইনভাইটিং টেন্ডারে উল্লিখিত বন্ধের তারিখটি যেকোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট হিসেবে ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ আইআরইপিএস -এর ওয়েবসাইটে থাকা অ্যাপ্লিকেশনটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। তবে, অনলাইনে টেন্ডার খোলা পরবর্তী কর্মদিবসে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২২.১০.২০২৬ তারিখে ১৪:০০ টায়। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে: **www.ireps.gov.in** টেন্ডারদাতাদের ওপরের ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের প্রস্তাব জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি প্রদান** - বায়না মূল্য জমা [ইএমডি] এবং টেন্ডার নথি মূল্য [টিডিসি] প্রদান। ই-টেন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে কেবল নেট ব্যাংকিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমেই গ্রহণ করা উচিত। **HWH-383/2026-27**

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিশ নং: ইএল/এইচডব্লিউএইচ/২৫/২১(নোটিশ)/৭৮৮, তারিখ ১২.১০.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নতুন ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিচে উল্লিখিত বৈদ্যুতিক কাজ/কাজগুলির জন্য খোলা ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **ক্রম নং ১, টেন্ডার নং: ইএল-এইচডব্লিউএইচ-২৫-২১-৩৬১৬-আর। কাজের নাম:** বোলপুর এবং গুসকরা রেলওয়ে কলোনির উন্নতির সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (জেনারেল) কাজ। **টেন্ডারের মূল্য:** ₹৬১,৮২,২৮৭.০০/-। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য):** ₹১,২৩,৭০০.০০/-। **ক্রম নং ২, টেন্ডার নং: ইএল-এইচডব্লিউএইচ-২৫-২১-৬৮৫। কাজের নাম:** এইএন/বিএইচপি -এর এক্তিয়ারাধীন ঝাপটেরঢাল, বনপাস, নোয়াদারঢাল, গুসকরা, পিচকুড়িরঢাল, ভেদিয়া, বোলপুর শান্তিনিকেতন, প্রান্তিক, কোপাই, আহমেদপুর জংশন, বাতাসপুর, সাঁইথিয়া, গদাধরপুর এবং মল্লারপুর স্টেশনে দিব্যাঙ্গজন সুবিধাদি সংস্থানের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (জেনারেল) কাজ। **টেন্ডারের মূল্য:** ₹২৩,০৬,০৬৭.০০/-। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা):** ₹৪৬,১০০.০০/-। **ক্রম নং ৩, টেন্ডার নং: ইএল-এইচডব্লিউএইচ-২৫-২১-৩৬৩৬আর। কাজের নাম:** হাওড়া ডিভিশনের স্টেশনগুলিতে ইলিউমিনেটেড স্টেশনের নামবোর্ড, এয়ার সার্কুলেটর ফ্যান এবং ওয়াটার কুলার ইত্যাদির সংস্থান। **টেন্ডারের মূল্য:** টাকা ₹৩,৩১,৭২,৬৪৬.০০/-। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা):** ₹৬,৬৩,৫০০.০০/-। **ক্রম নং ৪, টেন্ডার নং: ইএল-এইচডব্লিউএইচ-২৫-২১-৩৫৬৩-আর২ কাজের নাম:** এইএন/এসপিএল/এইচডব্লিউএইচ -এর অধীনে হাওড়ার রেলওয়ে প্রাঙ্গণে ল্যান্ডস্কেপিং উন্নয়ন, উদ্যানপালন কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (জেনারেল) কাজ। **টেন্ডারের মূল্য:** ₹৬১,৯৪,৮৪৮.০০/-। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা):** ₹১,২৩,৯০০.০০/-। **ক্রমি নং ৫, টেন্ডার নং: ইএল-এইচডব্লিউএইচ-২৫-২১-৩৬৪১। কাজের নাম:** এসআর.ডিইএন/২/এইচডব্লিউএইচ -এর এক্তিয়ারাধীন এনবিএই , জেপিকিউ, এইচআইএইচ, এসএইচবিসি, পিবিজেড, সিডিএই, এমডিএসই, সিএইচসি, জেআরএই, জিআরএই, এমবিই, জেওএক্স, বিপিএই, বিআরপিএ, কেএএন, জিআরপি এবং টিআইটি স্টেশনগুলির বুকিং অফিসগুলিতে সুযোগ-সুবিধার মানোন্নয়ন সহ পুনর্নির্মাণ / উন্নতি / সংস্কারের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (জেনারেল) কাজ। **টেন্ডারের মূল্য:** ₹ ১,১২,৬৯,৩০৭.০০/-। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা):** ₹২,২৫,৪০০.০০/-। **ক্রম নং ৬, টেন্ডার নং: ইএল-এইচডব্লিউএইচ-২৫-২১-৩৬৪৩। কাজের নাম:** হাওড়া ডিভিশনের নন-সাবার্বান স্টেশন তালিত, খানা, ঝাপটেরঢাল, বনপাস, নোয়াদারঢাল, গুসকরা, পিচকুড়িরঢাল, ভেদিয়া, বোলপুর শান্তিনিকেতন, প্রান্তিক, কোপাই, আহমেদপুর, বাতাসপুর, সাঁইথিয়া, গদাধরপুর এবং মল্লারপুরে পিএফ শেডের সংস্থানের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (জেনারেল) কাজ। **টেন্ডারের মূল্য:** ₹২,২২,৮৪,৮৪৬.০০/-। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা):** ₹৪,৪৫,৭০০.০০/-। **সম্পন্ন করার সময়সীমা:** প্রতিটির জন্য ১৮০ দিন। **বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০২.১১.২০২৬, ১৫.০০ টায় **(ক্রম নং ১)**-এর জন্য। ০৪.১১.২০২৬, ১৫.০০ টায় **(ক্রম নং ২ এবং ৩)**-এর জন্য। ০৬.১১.২০২৬, ১৫.০০ টায় **(ক্রম নং ৪)**-এর জন্য। ০৬.১১.২০২৬, ১৭.০০ টায় **(ক্রম নং ৫ এবং ৬)**-এর জন্য। টেন্ডার আহ্বানের নোটিশে উল্লিখিত বন্ধের তারিখটি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলেও, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ আইআরইপিএস -এর ওয়েবসাইটে থাকা অ্যাপ্লিকেশনটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পর কোনো অফার জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। তবে, অনলাইনে টেন্ডার খোলার বিষয়টি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে সুবিধাজনক যেকোনো দিনে হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে। দরদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। **HWH-396/2026-27**

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক এইচ.এম.সি. এলাকার ইওবি বিভাগের কাজের জন্য নির্ধারিত ফর্মে ই-দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে, এমন স্বনামধন্য, সংস্থানসম্পন্ন এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে যাদের সংশ্লিষ্ট প্রকৃতির কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য ই-দরপত্র বিজ্ঞপ্তি এবং এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের বিভাগ https://www.wbtenders.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **২৪.১০.২০২৬ বিকেল ৬.০০ টা পর্যন্ত।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং : **ডব্লিউবি-০৯/টিএন/ইডি/ইওবি/২০২৬-২০২৭** **তারিখ ১০-১০-২০২৬**
৯২(২)/২৬-২৭
১৩.১০.২৬

সচিব
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

Tender Notice
Pataspur-I Panchayat Samity invite e- Tender as follows

NIT No:& Date	Work descripton	Last date and time for receipt of bids through e-procurement
01) NIT- WBEO/Pat-I/NIT-06/2026-27 dt 13.10.2026	03 nos schemens are tendered under 15th CFC	20.10.2026

The details can be obtained from website www.//tenders.wb.gov.in

Sd/- Executive Officer,
Pataspur-I Panchayat Samity

MADHYAMGRAM MUNICIPALITY
TENDER NOTICE

Online Tender are invited from the bonafied and resourceful agencies by the Executive Officer, Madhyamgram Municipality through the following eN.I.T. bearing no. **WBMAD/MM/NIT-05e/2026-27, WBMAD/MM/NIT-06e/2026-27, WBMAD/MM/NIT-07e/2026-27, WBMAD/MM/NIT-08e/2026-27, WBMAD/MM/NIT-09e/2026-27, WBMAD/MM/NIT-10e/2026-27, WBMAD/MM/NIT-11e/2026-27, WBMAD/MM/NIT-12e/2026-27, WBMAD/MM/NIT-13e/2026-27, WBMAD/MM/NIT-14e/2026-27, WBMAD/MM/NIT-15e/2026-27, WBMAD/MM/NIT-16e/2026-27, WBMAD/MM/NIT-17e/2026-27, Date: 13.10.26** Details of Tender will be available from the website **https://wbtenders.gov.in** Municipal website **www.madhyamgrammunicipality.org.** Municipal Authority has every right to accept or reject any Tender without assigning any reason.

Sd/- **Executive Officer**
Madhyamgram Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA
Corrigendum-01 of e-NIT No. KMDA/WS/GAP/SE(S)/NIT-01(2026-27)
Tender ID: 2026_KMDA_1039060_1
With reference to above NIT the following changes have been made. Please read last date & time for online Tender Submission is 04.11.2026, up to 14:00 hrs. in place of 12.10.2026, up to 14:00 hrs., for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in (KMDA-656)
www.wbtenders.gov.in

ICA- T18981(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Online tender is invited by the undersigned for the works: **"Replacement of old electrical wiring and allied works at ground floor Godown of Vidyasagar Bhawan, Salt Lake, Kolkata-91."** Tender No: WBPWD/AE/ NEESD/e-NIQ-22/26-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5079415_1. Document Download Closing Date : 05.11.2026 up to 12:00 Hrs. Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in**
Sd/- Assistant Engineer, PWD, North East Electrical Sub-Division.

ICA- T19016(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-Tender Notice No: 19/EE/O&M-IB/W&S/KMDA/2026-27
Two parts e-tender is invited by the Executive Engineer, Division-O&M-1B, W&S Sector, KMDA, from reliable, experienced, bonafied and resourceful manufacturer / authorized dealer / bonafied supplier, for the work, **Name of the Work, Estimated Amount put to Tender, Earnest Money, Time of Completion,** Replacement of damaged 300 mm dia& 350 mm dia Sluice Valve at delivery main of ESR no 1 & 4 respectively near Baksara health cetre&Chandmari gas godown at ward no 41 & 45 along with repairing of 350 mm dia sluice valve of ESR no 3 under added area of HMC., Rs.2,39,724/-, Rs.4,800/-, 21 days, **Last date & time of Online Bid submission:** 04.11.2026 at 18.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-650)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

ICA- T18975(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
1) Bid reference no. NIT Reference No. WBMSCL/NIT-819/2026 Dated - 09/10/2026
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for the work "Emergent Hydraulic Pressure Testing (as per IS 2190:2010) and then refilling of valid existing Fire Extinguisher and Supply of new Fire Extinguisher for Baruipur Super Speciality Hospital, South 24 PGS under WBMSCL during the year 2026-2027." Last date of submission of bid (online) - 29.10.2026 upto 3:00 PM. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.tenders.wb.gov.in on 14.10.2026 at 3:00 PM request for Clarification, if any, may be sent to eewbmscl.krishnajit@gmail.com
Sd/- Managing Director, WBMSCL & Special Secretary, H&FWD, Govt. of West Bengal

ICA- T18956(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: KMDA/EM/EE/ED-VII/NIT-05/2026-27
Online tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-VII, EM Sector, KMDA, 14, Raja Manindra Road, Kolkata-700037, from eligible agencies, for the work, **Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Electrical illumination work with Steel tubular pole and LED luminaries near south down slope of Durgapore Bridge at Ultadanga., Rs.1,18,086/-, Rs.2,362/-, 15 days from the date of firm order, **Last date & time of online Tender submission:** 06.11.2026 at 14.00 hours., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-652)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

ICA- T18977(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 06/EE/ED-VIII/E-M/KMDA/eT-06 of 2026-27
e-Tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-VIII, EM Sector, KMDA, 2nd floor, Block-L, Unnayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from the eligible tenderer, for the work, **Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Supply, Installation, Testing & Commissioning of street light along with allied electrical works inside the office premises of Rabindra Setu (Howrah Bridge)., Rs.2,15,842/-, Rs.4,317/-, 15 days from the date of firm order. **Last date & time of Online Tender submission:** 30.10.2026, 12.30 Hrs., for details contact the above office or visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in (KMDA-660)
www.wbtenders.gov.in

ICA- T18987(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIQ No: KMDA/Civil/e-NIQ-11/EE/CD-II/E & AM/2026-2027
e-Quotation is invited by The Executive Engineer, CD-II, E&AM Sector, KMDA, 2nd floor, Block-D, Unnayan Bhavan, Kolkata 700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual / partnership firm contractors, for the work, **Name of Work, Quoted Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Dismantling of all existing steel and wooden structure including dismantling, removal of all serviceable steel and un serviceable wooden (boat & others) members, tools and tackles, lifting equipments, temporary support, vehicles, and all incidental charges at Patuli Floating Market. Rate to be quoted by the Bidder (Including all taxes, as applicable), Rs.4,000/-, 02 months, **Last date & time of Online Bid submission:** 04.11.2026, Time: 14.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in **(KMDA-653)**
www.wbtenders.gov.in

ICA- T18979(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: EE(E/M)/FAWS-II/T-09 of 2026-27
Online two-part percentage premium e-tender is invited by the Executive Engineer (E/M)/FAWS-II, E/M Sector, KMDA, 83/1A, Vivekananda Road, Kolkata-700006, from the agencies having successfully completed the work of 'Repairing and or maintenance work in DTW based pumping station having not less than 20 HP submersible pump motor set during last five years' in any Government / Govt. Undertaking / Autonomous Bodies/Semi-Govt./ Statutory Bodies/ Local Bodies, for the work, **Name of the Work, Estimated Amount, Earnest Money Deposited, Time of Completion,** Replacement of dilapidated auto manual panel at Malancha (PH No-04) and other electro mechanical works at Deulpara (PH No-02) pump houses of Jetia & Deulpara Zone under Jetia Gram Panchayet & Naihati Municipality respectively., Rs.1,68,653/-, Rs.3,373.06 exactly 2% of the estimated cost put to this tender) (balanced amount, if any, to determine @02% of the contract/accepted amount is to be deposited by the concerned bidder before issuing of order). As per Memo No.6718-F(Y) dt.08/09/2015 and subsequent Memo No.815-F(Y) dt.23/02/2023 of the FD, Audit Branch, "the Labour Co-operative Societies are exempted from payment of Earnest Money". However, "if selected through tender, will have to furnish requisite Security Deposit for Performance of the work", 07 days w.e.f date of work order, **Last date & time of Online Tender submission:** 29.10.2026, 14:00hrs., for details contact the above office or visit both website. **(KMDA-661)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

ICA- T18988(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: KMDA/HOUSING/EE/DIV-VI/Circle II (KIT)/NIT-07/2026-2027
e-Tender is invited by the Executive Engineer, DIV-VI, Circle II (KIT), Housing Sector, KMDA (Erstwhile KIT), 1st floor, Block-A, Unnayan Bhavan, DJ-11, Sector-II, Salt Lake, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual / partnership firm contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Urgent repairing of endangered ceiling, beam etc including structural strengthening work at Flat No. A1/36 and shop No. D/13 in scheme no.107 premises no. 28, DPS Road under Housing Sector, KMDA., Rs.2,19,881/- (including GST), Rs.4,400/-, 02 months, **Last date & time of Online Bid submission:** 28.10.2026, Time: 12.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in **(KMDA-654)**
www.wbtenders.gov.in

ICA- T18980(1)/2026

Office of the Councillors of the
GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur
CORRIGENDUM NOTICE
some corrigendum has been made for **e-NIT No. WBMAD/GHATAL/NIT-8e/2026-27, Dated: 06/10/2026, Tender ID-2026_MAD_10444827_1** under **Amrut 2.0** Project within Ghatal Municipality. Revised tender details may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.ghatalmunicipality.com**
Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

TENDER NOTICE
"Building Contractors are hereby invited to submit quotation for construction of proposed **G+4 MIG building at Plot No. DC-238, Premises No. 02-0342 of Swapnakunja Co-operative Housing Society Ltd.** within **07 days** of publication of this advertisement to **Box No T-1410/ 2026-27, Ekdin, 1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no.306 (S), Tobacco House, Kolkata-700001.**
Selection procedure is at discretion of the society."

e-TENDER NOTICE
N.I.e-T. No. : 02/2026-27/ 15th F.C. vide Memo No. : 385/Bh-I P.S., dated 09/10/2026, N.I.e-T. No. : 03/2026-27/ SBM, vide Memo No- 386/Bh-I P.S., dated 09/10/2026 and N.I.e-T. No. : 04/2026-27/ VB-G RAM G vide Memo No. 390/Bh-I P.S., Dated 12/10/2026 published. Details of N.I.e-T: https://tenders.wb.gov.in
Sd/- Executive Officer, Bharatpur -I, Murshidabad.

Ramakrishna Mission Sikshanamandira, Belur Math
Notice for E-Tender with Ref. No.
Publishing Date: 14-10-2026
Painting Work of College & Hostel Building.
(Tender Ref. ID.: RKMSM/e-Tender/142/57/26-27)
For more details visit :
https://www.rkmsm.org/e-tender

e-TENDER PUBLISHED NOTICE
N.I.e-T. No. : 01/2026-27/ Misc. Fund vide Memo No.: 3063/Bh-I Block , dated 09/10/2026 and N.I.e-T. No. : 02/2026-27/ SSM vide Memo No. : 3090/Bh-I Block, dated 12/10/2026 Details: https://tenders.wb.gov.in
Sd/- Block Development Officer, Bharatpur -I Dev. Block, Murshidabad.

OFFICE OF THE
PROSADPUR GRAM PANCHAYAT
NIeT. No.- MSD/LALBAGH/PROSADPUR/01/26-27
Date of publishing- **13-10-2026 from 06.00 p.m** on **http://tenders.wb.gov.in** Bid downloading start from: **13-10-2026 from 06.p.m.** Bid downloading ends: **29-10-2026 from 02.00 p.m.**
For further details please contact Prosadpur GP
Sd/- Partha Sarathi Saha
Executive Assistant
Prosadpur Gram Panchayat

NOTICE
Notice Inviting Tender No. 04 of 2026-2027 of Assistant Engineer, Lalbagh Sub Division, P.W.Dte. (Abridged)
Sealed Tenders are hereby invited from the eligible Contractors in connection with the execution of works. The details are available on the Notice Board of office of the undersigned and official website of P.W.D. [www.wbpwd.gov.in]. Last date & Time limit of submission of application is **05.11.2026 upto 12:00-O-Noon.**
Memo No. 855, Dated: 13.10.2026 of Assistant Engineer, Lalbagh Sub Division, P.W.Dte.
Sd/- Assistant Engineer
Lalbag Sub Division, P.W.Dte.

BONGAON MUNICIPALITY
Name of Work : Disposal of rain water by construction of underground PVC 200mm dia pipe laying including inspection pit starting from the house of Debdas Mondal to existing own pond in ward no.02 within Bongaon Municipality.
Tender reference: WBMAD/NIeT/59/BM/2026-27/PWD
Date: 13.10.2026
1. Tender ID- **2026_MAD_1046371_1** 2. Bid Submission Start date- **13.10.2026 at 06.55 PM.** 3. End date- **24.10.2026 at 6.55 PM.** 4.Bid opening date- **27.10.2026 at 10.00 AM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, ২য় ফ্লোর,
কলকাতা - ৭০০ ০১৭; টেলিফোন: (+৯১৩৩) ৬৬৫৫ ৭৭৪৬/৮৭৭
ওয়েবসাইট:- www.idbibank.in সিআইএন- এল৬৫১৯০এমএইচ২০০৪জিওআই১৪৮৮৩৮

[পরিশিষ্ট ৪-এ]
[রুল ৮ (৬) এর শর্তাবলি দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর শর্তাবলির সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের) নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা সিকিউরড পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা আছে, যার ভৌত দখল সিকিউরড পাওনাদার আইডিবিআই ব্যাঙ্কের প্রাধিকৃত আধিকারিক কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের) কাছ থেকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর পাওনা আদায়ের জন্য **২৯.১০.২০২৬ (বৃহস্পতিবার)** তারিখে **"যেমন আছে যেখানে আছে", "যা আছে যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিগুলির বিবরণের বিপরীতে প্রদর্শিত হয়েছে।

২৯.১০.২০২৬ তারিখে নিলাম হওয়া সম্পত্তিগুলির বিবরণ (১৫ দিনের বিজ্ঞপ্তি)

শাখার নাম	ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা(দের)/ গ্যারান্টার(দের) / বন্ধকদাতা(দের) এর নাম এবং হিসাব নং	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ খ) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ডিমান্ড নোটিশ অনুযায়ী দাবিকৃত পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) গ) বিড/টেন্ডার বৃদ্ধির পরিমাণ
সল্টলেক শাখা	অনন্যা সাহা (ঋণগ্রহীতা) এবং অভিজিৎ ভাস্কর (সহ-ঋণগ্রহীতা) অ্যাকাউন্ট নং এলএএন- ০১৮৪৬৭৫১০০০২১৭৬৬ এবং ০১৮৪৬৭৫১০০০২১৭৭৫	অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টে অবস্থিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল স্থাবর সম্পত্তি, ফ্ল্যাট নং: এ, উত্তর দিক, ৪র্থ ফ্লোর, প্রাঙ্গণ নং: ডিসি ১৩, শাস্ত্রী বাগান, পোঃ- দেশবন্ধু নগর, থানা- বাগুইআটি, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০০৫৯, যার চৌহদ্দি নিম্নরূপ: **উত্তরে:-** আভা অ্যাপার্টমেন্ট, **দক্ষিণে:-** তমাল বসু এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি, **পূর্বে:-** ১২ ফুট চওড়া রাস্তা, **পশ্চিমে:-** ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা। সাথে মাটির সাথে যুক্ত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত কাঠামো ও নির্মাণ।	ক) ২৯ জুলাই, ২০২৫ খ) ১৮ জুন, ২০২৬ গ) ৪৩,৫৮,৯৬০.১৬ টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ আটান্ন হাজার নয়শো ষাট টাকা এবং ষোলো পয়সা মাত্র) ০৭.০৫.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (০৯.০৪.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ), সাথে ১০.০৪.২০২৫ তারিখ থেকে চুক্তিবদ্ধ হারে চক্রবৃদ্ধি সুদের ভিত্তিতে এর উপর পরবর্তী সুদ।	ক) ৩৯,৪১,০০০/- টাকা খ) ৩,৯৪,১০০/- টাকা গ) ১০,০০০/- টাকা

সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির জন্য নোটিশ
বিড ডকুমেন্ট কাজের দিনে (সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকেল ৪:০০ টা) কলকাতা জোনাল অফিস, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, রিষড়া ব্রাঞ্চ থেকে অথবা ওয়েবসাইট: https://www.bankeauctions.com (সি১ইন্ডিয়া (পি) লিমিটেড দ্বারা | www.c1india.com) এবং আইডিবিআই ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট: https://www.idbibank.in থেকে ১৮.১০.২০২৬ থেকে ২৮.১০.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত সংগ্রহ করা যাবে।

আন্ডারটেকিং, কেওয়াইসি নথিপত্র এবং ইএমডি সহ বিড ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ:	**২৮.১০.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা**
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়:	**২৩.১০.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২.৩০ টা**
ই-নিলামের তারিখ ও সময়:	**২৯.১০.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২.৩০ টা**

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য, অনুগ্রহ করে সিকিউরড পাওনাদার আইডিবিআই ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে অর্থাৎ www.idbibank.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ: ১৪.১০.২০২৬ ; স্থান: পশ্চিমবঙ্গ **স্বাঃ/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিঃ**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

আসছে মা... আজ চতুর্থী

প্রস্তুত
টালা প্রত্যয়

মণ্ডপের পথে
কলেজ স্কোয়্যার সর্বজনীন

শ্রীরামচন্দ্র ! শুধুই কি দেবতা ? নাকি এক আদর্শবান চরিত্র

পার্থপ্রতিম মন্ডল

বিষ্ণুর সহস্রনাম স্তোত্রে বিষ্ণুর ৩৯৪ তম নামটি হলো রাম। যিনি ছিলেন বিষ্ণুর সপ্তম অবতার। তিনি রঘুবংশ জাত দশরথ এর পুত্র। রাম শব্দের অর্থ হলো 'যোগীরা যার সাথে রমন(ধ্যান) করে আনন্দ লাভ করে। সেই সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্ম ত্রেতাযুগ এ আবির্ভূত হয়েছিলেন আদর্শের মার্গ হিসাবে। রামচন্দ্রের তিন ভাই লক্ষণ; ভরত; শত্রুঘ্ন 'পবিত্রতা';শক্তি ও 'ভাতৃপ্রেম' এর আদর্শ। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে তারাও মর্যাদা পুরুষোত্তম ও সপ্তম অবতারের অংশ। নারায়ণ এর নিত্য সেবায় রত মা লক্ষী আবির্ভূত হয়েছিলেন আদর্শ নারীর প্রতীকী হয়ে। পিতার সম্মান রক্ষার্থে রামচন্দ্রের বনবাস জড়জাগতিক ঐশ্বর্য কে দমিত করে ত্যাগ এর মানসিকতা ও মোহহীনতাকে মান্যতা দেয়; শিক্ষা দেয় গুরুবাক্য কে অক্লেশে মাথা পেতে নেওয়ার মানসিকতা; তাকে বনবাসে পাঠানো সৎ মা এর প্রতি কোনো বিদ্বেষ পোষণ না করা এক আদর্শ রাজার মহানুভবতাকে প্রতীয়মান করে। ভরত তাকে ফিরিয়ে আনতে চাইলেও রামচন্দ্র পিতার আজ্ঞা পালন করে পার্থিব বাসনামুক্ত মানবসত্তা কে প্রতিষ্ঠিত করেন। সীতাদেবী অপহরণের পর তিনি অন্য নারীকে নিয়ে সুখে থাকতে পারতেন যদি শুধুমাত্র জাগতিক সুখকে মান্যতা দিতেন। কিন্তু স্ত্রী এর মর্যাদা রক্ষার্থে যুদ্ধের ঘোষণা এক আদর্শ স্বামীর কর্তব্যকে উপস্হাপন করে; অন্যায় কে দমিত করতে ;ন্যায় এর প্রতিষ্ঠা করতে ধর্মযুদ্ধের আহ্বায়ক হয়। সীতাদেবী উদ্ধারের আগে মা দূর্গার পূজা অশুভ শক্তি বিনাশের জন্য শুভ শক্তির কাছে সমর্পণ এর পরিচায়ক। অর্ধ নর(হনুমান) দের নিয়ে তার সৈন্যবাহিনী শুভ শক্তির হার্দিক মেলবন্ধন; বলিষ্ঠ বুদ্ধি ও কুটনীতির পরিচয় দেয়। সমুদ্রপথে সেতু নির্মান চাপের মধ্যেও তার দূরদর্শী বুদ্ধির পরিচয় দেয়। তিনি হনুমানকে দিয়ে সীতাদেবীকে ফিরিয়ে আনতে পারতেন কিন্তু প্রকৃত বীর ছলনার আশ্রয় নেয়না; যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণ কে হত্যা করে তিনি আদর্শ ও প্রকৃত বীরের ন্যায় আচরণ করেছেন; ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি লঙ্কার কোনো নারীজাতির সম্মান হানি করেন নি ; রচনা করেছেন একজন চরিত্রবাণ পুরুষের জয়টীকা। তার ছিল না সাম্রাজ্য বিস্তারে লোভ; সেই জন্যই বিভীষণ অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বিভীষণ কে লঙ্কার রাজত্বের ভার দেন। সীতাদেবী রাবণের বিশাল সাম্রাজ্য এর লোভে কখনো রাজী হননি তার কু প্রস্তাবে; তার হৃদয়ে যে বনবাসী সত্যের ধারক শ্রীরামচন্দ্র। মা সীতার সতীত্ব ছিল অক্ষুণ্ন। তাও অযোধ্যায় ফিরে তাকে দিতে হয় অগ্নিপরীক্ষা। রামচন্দ্র তো প্রজাস্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন তাই সীতা গঙ্গার মতো পবিত্র জেনেও মেনে নেন প্রজাদের দাবী। এখান থেকে আসে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। তার রাজত্বে প্রজারা সুখ; শান্তিতে বাস করতো এবং রাজ্যের সমৃদ্ধি ও ন্যায় বিচার অক্ষুণ্ণ ছিল। এই জন্য তার শাসনের অনুসরণে সুশাসিত রাজ্যকে রামরাজ্য বলার প্রচলন শুরু হয়। তাই তর্কাতীত ভাবে স্বীকার করা যায় রামচন্দ্র অন্তহীন প্রেম; সাহস; ভক্তি ; শক্তি; কর্তব্য ও মূল্যবোধের আদর্শ প্রতীক

পুজো হোক মিষ্টিময়

মিষ্টিমুখ ছাড়া উৎসবের আনন্দ যেন অসম্পূর্ণ। শুধু দশমী নয়, পুজোর বাকি দিনগুলিতেও পাতে চাই মিষ্টি। অষ্টমীর সকালে পায়েস খাওয়ার চলও বহু বাঙালি বাড়িতে রয়েছে। তবে উৎসবের মরসুমে ডায়েট নিয়ে খুব বেশি ভাবতে না চাইলেও শরীরের কথা মাথায় রাখা জরুরি। বিশেষ করে যাঁদের ডায়াবিটিস রয়েছে, তাঁদের মিষ্টি খাওয়ার ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন। তাই পুজোর মেনুতে রাখতে পারেন বাড়িতে তৈরি কিছু ডেসার্ট। খেজুর, বাদাম, মাখানা, ওটস কিংবা রাঙা আলুর মতো উপকরণ দিয়ে বানিয়ে নেওয়া যায় সুস্বাদু পদ। রইল চারটি ডেসার্টের রেসিপি।

খেজুর-বাদামের সন্দেশ

খেজুরের বীজ বের করে মিক্সিতে ভালো করে পেস্ট করে নিন। এ বার তার মধ্যে আখরোট, পেস্তা-সহ পছন্দের বাদাম কুচিয়ে মিশিয়ে ভালো করে মেখে নিন। মণ্ড তৈরি হয়ে গেলে তা থেকে ছোট ছোট লেচি কেটে নিজের পছন্দমতো সন্দেশের আকার দিন। উপর থেকে ছড়িয়ে দিন নারকেলের গুঁড়ো। চাইলে নারকেলজাত চিনিও ব্যবহার করতে পারেন। তৈরি খেজুর-বাদামের সন্দেশ।

মাখানার পায়েস

অষ্টমীর সকালে পায়েসের বদলে বানিয়ে নিতে পারেন মাখানার পায়েস। প্রথমে অল্প ঘি দিয়ে মাখানাগুলি নেড়েচেড়ে ভেজে নিন। অন্য পাত্রে দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন করে তাতে মাখানা দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিন। স্বাদের জন্য স্টিভিয়া অথবা গুড় মেশাতে পারেন। সব শেষে এক চা চামচ এলাচ গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে নাড়ুন। তৈরি মাখানার পায়েস।

ওটসের লাড্ডু

দোকান থেকে লাড্ডু কিনে খাওয়ার বদলে বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারেন ওটসের লাড্ডু। একটি পাত্রে ওটসের গুঁড়ো, ফ্ল্যাক্স সিডসের গুঁড়ো, কাজুর গুঁড়ো, আমন্ডের গুঁড়ো, দারুচিনির গুঁড়ো ও জায়ফলের গুঁড়ো নিন। তার সঙ্গে খেজুর বাটা এবং পিনাট বাটার মিশিয়ে ভালো করে মেখে নিন। মিশ্রণটি ভালো করে পাক দিয়ে নিন। এ বার হাতে সামান্য ঘি মেখে মিশ্রণ থেকে ছোট ছোট গোল লেচি তৈরি করে লাড্ডুর আকার দিন। তৈরি ওটসের লাড্ডু।

রাঙা আলুর হালুয়া

গাজরের হালুয়ার পাশাপাশি পুজোয় বানিয়ে নিতে পারেন রাঙা আলুর হালুয়া। প্রথমে দুটি মাঝারি আকারের রাঙা আলু সিদ্ধ করে ভালো করে চটকে নিন। প্যানে ঘি গরম করে তাতে চটকানো রাঙা আলু দিয়ে নাড়তে থাকুন। এ বার আধ কাপ দুধ দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিন। স্বাদমতো গুড়, দারুচিনির গুঁড়ো ও এলাচ গুঁড়ো মিশিয়ে দিন। হালুয়া ঘন হয়ে এলে উপর থেকে আমন্ড কুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। তৈরি রাঙা আলুর হালুয়া।

তবে মনে রাখা প্রয়োজন, খেজুর, গুড়, দুধ ও নারকেলজাত চিনিতেও শর্করা থাকে। তাই এই রেসিপিগুলি সুগার-ফ্রি নয়। ডায়াবিটিস থাকলে উপকরণ ও পরিবেশনের পরিমাণ চিকিৎসক বা পুষ্টিবিদের পরামর্শ অনুযায়ী ঠিক করে নেওয়াই ভালো।

হাওড়ার কলিকাতা গ্রামের বারোয়ারি দুর্গোৎসব

অসীম কুমার মিত্র: শহর কলিকাতার উপকণ্ঠে রয়েছে আর এক কলিকাতা। হাওড়া জেলার ১নং ব্লকের অধীন নানা ঐতিহাসিক নিদর্শন সমৃদ্ধ গ্রাম কলিকাতা শহর কলিকাতার চাইতেও প্রাচীন।শহর কলিকাতার মতোই গ্রাম কলিকাতা তেও রয়েছে - নিমতলা,ধর্মতলা,বৌবাজার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য স্থান। আজও দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক কলিকাতা গ্রামে আসেন এখানকার ঐতিহাসিক স্থান নীলকুঠি,ধর্মরাজের মন্দির দেখতে। কলিকাতা গ্রামের দুর্গাপুজোও বেশ প্রাচীন। গ্রামে একটিমাত্র দুর্গাপুজো হয়। গ্রামের দেয়াশী পরিবার প্রথম এই গ্রামে দুর্গাপুজোর সূচনা করেন। ভদ্রেশ্বর দেয়াশীর পিতা উমেশ দেয়াশী সম্ভবত তাঁদের বাড়ির সদরে প্রথম দুর্গাপুজো শুরু করেন। বেশ কয়েক বছর দেয়াশী পরিবারে পুজো হবার পর কোনো এক সময় এই পরিবারে আর্থিক সংকট দেখা দেয়, পুজো বন্ধ হবার উপক্রম হয়। সে সময় গ্রামেরই কয়েকজন উদ্যোগী মানুষ এগিয়ে আসেন এই পুজোর হাল ধরতে। গ্রামের সকলের সহযোগিতায় তৈরি হয় বারোয়ারী গ্রাম কমিটি। দেয়াশী পরিবার এই গ্রাম কমিটির হাতে পুজোর দায়িত্ব তুলে দেন। গ্রাম কমিটি পুজোর স্থান পরিবর্তন করে নিয়ে আসেন ভক্তি খাঁ-র আশ্রমে, যা আজকের 'হরিসভাতলা' নামে পরিচিত। আর এখানেই টানা ৮৮বছর ধরে পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। গ্রাম কমিটি এই পুজোর দায়িত্ব নেবার সময় থেকেই কলিকাতা গ্রামের মাঠ বিলির টাকায় এই পুজো সম্পন্ন হচ্ছে। আজও সেই প্রথাই চালু আছে। দেয়াশী পরিবারের প্রবীন সদস্য ৮৪ বছরের গোপাল দেয়াশী আজও এই পুজোয় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই পুজোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল,সন্ধিপুজোর সময় ১০৮ টি পদ্ম ফুলকে একটি একটি করে মন্ত্রপূত করে দেবীকে নিবেদন করা হয়। বিসর্জনের পর মিষ্টি ও চাল কড়াই ভাজা বিতরণ করা হয়। শতাব্দী প্রাচীন এই পুজোয় স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন, যা সম্প্রীতির এক বাতাবরণ তৈরি করে। বর্তমানে হাওড়া জেলার জয়পুর থানার অন্তর্গত থলিয়া গ্রামের মৃৎশিল্পী স্বর্গীয় বিজয় চন্দ্রের বংশধর এখানকার প্রতিমা তৈরি করেন। চিরাচরিত প্রথা মেনে আজও দেবীর বিসর্জন হয় নিকটবর্তী রায়ঘাটে।

পুজোর পরেই চলুন তপ্তপানি, ওড়িশার এক প্রাকৃতিক বিস্ময়

ভ্রমণ

নন্দিতা মিত্র

শীতকালীন ছুটিতে গন্তব্য ছিল গোপালপুর। সমুদ্রের নোনা হাওয়া, ঢেউয়ের ছন্দ আর প্রিয়জনদের সান্নিধ্যে কয়েকটা দিন কাটিয়ে এবার গন্তব্য দারিংবারি। গোপালপুরকে বিদায় জানিয়ে দারিংবাড়ির রাস্তা ধরতেই শুরু হল সবুজের রাজত্ব। গোপালপুর থেকে তপ্তপানি প্রায় ১০০ কিমি। ফাঁকা রাস্তার দু'ধারে গাছের সারি, কোথাও ডালপালার আলিঙ্গনে তৈরি সবুজ সুড়ঙ্গ, কোথাও পাতার ফাঁক গলে রোদ্দুরের লুকোচুরি। বাতাসে বুনোফুলের মৃদু সুবাস;উগ্র নয়, অথচ মনকেমনিয়া। গোপালপুরের সামুদ্রিক এলাকার কোলাহল থেকে দূরে পথ যেন ক্রমশ টেনে নিয়ে চলেছে প্রকৃতির নিবিড় আশ্রয়ে। পথের ধারে এক জায়গায় চা-পানের বিরতি নেওয়ার জন্য গাড়ি দাঁড় করালাম। যতদূর চোখ যায়, চারিদিকে আরণ্যক পরিবেশ। ডুয়ার্সের সবুজ দেখা অভ্যস্ত চোখ ওড়িশার এই সবুজের জলসাঘরে এসে নতুন করে বিস্মিত। এ সবুজের রং আলাদা, তার মেজাজও অন্যরকম। ডুয়ার্সের সবুজে অরণ্যের নিবিড় ছায়া, বুনো গন্ধ আর নির্জনতার যে মায়াবী হাতছানি, ওড়িশার সবুজেও তেমনই ছড়িয়ে আছে সজল সজীবতার এক অনন্য সুর। কোথাও ধানখেতের ঢেউ খেলানো সবুজ গালিচা, কোথাও পাহাড়ের গায়ে গায়ে গাছপালার নিবিড় আলিঙ্গন, আবার কোথাও বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে প্রকৃতির অবাধ রাজত্ব। মনে হয়, সবুজ এখানে শুধু চোখের আরাম নয়, সে যেন জীবনেরই এক উৎসব;পাতায় পাতায়, শাখায় শাখায়, মাটির গভীরে যার অনন্ত উদ্‌যাপন।ডুয়ার্সের অরণ্যপ্রেমী মন তাই ওড়িশার এই সবুজের রাজত্বে এসে থমকে দাঁড়ায়। চেনা প্রকৃতির সঙ্গে অচেনার এই মিতালি চোখের সামনে খুলে দেয় অন্য এক ভ্রমণকথার দরজা।

তারই মাঝে মেঘ-কুয়াশার তাণ্ডবে আঁধার ঘনিয়ে আসছে। পাতায় পাতায় বাতাসের মৃদু স্পন্দন, আলোছায়ার খেলা আর নিস্তব্ধতার গভীরে লুকিয়ে থাকা বন্যপ্রাণের অদৃশ্য উপস্থিতি নিয়ে আবার চলা শুরু হল। গাড়ির জানলা দিয়ে প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শে মন ভরিয়ে এগিয়ে চলেছি। কোথাও কোনও আড়ম্বর নেই, নেই সৌন্দর্যকে সাজিয়ে তোলার প্রচেষ্টা। সবুজ এখানে নিজের স্বাভাবিক মহিমাতেই অপরূপ।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পর পথ ওপরের দিকে উঠতে শুরু করল। গাছপালা আরও ঘন, বাতাসে শীতলতার মৃদু ছোঁয়া। পাহালাখেমণ্ডি ফরেস্ট রেঞ্জের অফিস ও ডিয়ার পার্কের পরে ওড়িশা ট্যুরিজমের পান্থনিবাস। কিছুক্ষণ ড্রাইভার দাদা জানালেন তপ্তপানি এসে গিয়েছে। উষ্ণ প্রস্রবণের জন্য জায়গার নাম 'তপ্তপানি'। 'তপ্ত' অর্থাৎ উষ্ণ এবং 'পানি' কথার অর্থ জল। ঘন সবুজ জঙ্গলে ঘেরা সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে গন্ধক মেশানো উষ্ণপ্রস্রবণ। পূর্বঘাট পর্বতমালার ঢালে প্রায় ১,৭০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই উষ্ণপ্রস্রবণটি। চারিদিকে ঘিরে রয়েছে সবুজে ঘেরা পাহাড়ি টিলা। তপ্তপানির মূল আকর্ষণ উষ্ণ প্রস্রবণ হলেও, তার প্রাণ ছড়িয়ে রয়েছে পথের দু'ধারে। আরণ্যক সাহিত্যিকের প্রতিটি বর্ণনা যেন জীবন্ত। গোপালপুর থেকে তপ্তপানির আসার গোটা পথে যে সবুজের মায়াজাল দেখেছি, তা মনের মণিকোঠায় চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। এখানে সবুজের আরেক নাম তপ্তপানি এটা বলাই যায়।

বড় বড় গাছের ছায়ায় ঘেরা নির্জন প্রান্তর। মোবাইলের নেটওয়ার্ক বিহীন নির্জন পরিবেশ ও নিস্তব্ধতায় জজ দিন কাটাতে চাইলে তপ্তপানি ভালো লাগবে। যারা নিরিবিলি পছন্দ করে তাদের জন্য পূর্বঘাটের পাহাড়ে ঘেরা, জঙ্গলে ঢাকা এই তপ্তপানি অসাধারণ জায়গা। জঙ্গলে প্রবেশ করার পর কোথা থেকে জলের কলকল ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, অথচ তার উৎস অধরা;প্রকৃতি যেন নিজের রহস্যটুকু আড়াল করে রাখতে চাইছে! খানিকটা যাওয়ার পর দেখা মিলল উষ্ণ প্রস্রবণের। এখানে স্নান করছেন কয়েকজন। পাশে দেবতার বিগ্রহ ও পূজার উপকরণের ছোট্ট দোকান। অভিভাবক শিশুর ওপর দোকান দেখাশোনা করার আদেশ দিয়ে হয়তো কাছে পিঠেই কোন কাজে গেছেন। পর্যটকশূন্য এলাকায় সে তখন নিশ্চিন্তে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। দূরে আরও দু'টি গুমটি ঘরের মতো দোকান, কাছেই ডিয়ার পার্ক আর সরকারি পান্থনিবাস। পাখির ডাকে নির্জনতা ভেঙে যায়, তাদের স্তব্ধতায় আবার ফিরে আসে। বনপথ ছেড়ে যখন ফিরে যাচ্ছি তখন হঠাৎ করে মনে হল কে যেন বলে উঠল 'থ্যাঙ্ক ইউ'। চকিত হয়ে এদিক ওদিক তার খোঁজ করতেই ড্রাইভার দাদা হেসে জানালেন এখানে এক ধরনের পাখি আছে যারা ডাকলে এরকম শোনায়। ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগলেও মনে হল প্রকৃতির কাছে যারা নিভৃত আশ্রয় খুঁজতে চায় তাদের বোধহয় প্রকৃতি দেবী এভাবেই ধন্যবাদ জানান।

কীভাবে যাবেন: বেরহামপুর স্টেশন থেকে দূরত্ব প্রায় ৫৫ কিমি। গাড়ি বা অটো ভাড়া করে সরাসরি আসা যায়।

কোথায় থাকবেন: এখানে থাকার সেরা জায়গা ওড়িশা ট্যুরিজমের পান্থনিবাস।